# প্রবাহ

বার্ষিক পত্রিকা, জঙ্গিপুর কলেজ

২০১৫ - ২০১৬

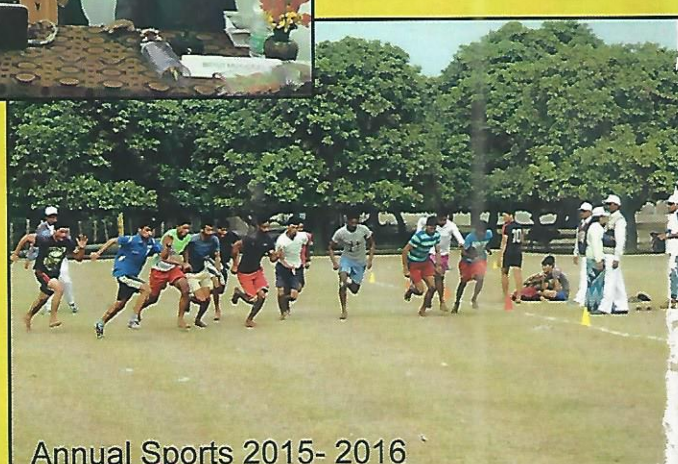
Annual Sports 2015- 2016

# প্রবাহ

## বার্ষিক পত্রিকা

## জঙ্গিপুর কলেজ

## ২০১৫ - ২০১৬


**Jangipur College**

Govt. Sponsored
NAAC Accredited
P.O.-Jangipur, Dist.-Murshidabad, Pin-742213, Phone No: 03483-264226
Website: jangipurcollege.in, e-mail:jangipurcollege@yahoo.com

**PROBAHO**

Annual Magazine 2015-2016
Jangipur College, Murshidabad

**উপদেষ্টা মণ্ডলী**
শ্রী ভজনকুমার সরকার
ড. অসীমকুমার মণ্ডল
ড. নবকুমার ঘোষ
শ্রী প্রীতিময় মজুমদার
ড. হেনা সিন্‌হা
শ্রী বাসুদেব চক্রবর্তী
শ্রী কেশবচন্দ্র ঘোষ

**ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক**
শ্রী নুরুল মোর্তজা

**প্রকাশ কাল**
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

**গ্রন্থস্বত্ব**
অধ্যক্ষ / ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
জঙ্গিপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

**প্রচ্ছদ**
অভিজিৎ রায়

**আলোকচিত্র**
শ্রী কৃষ্ণেন্দু পালচৌধুরী
শ্রী সৌম্য চক্রবর্তী

**অক্ষর বিন্যাস**
**আকাশ**
ডি-২১, নেতাজী মার্কেট, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর কলেজের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. অসীমকুমার মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত এবং
**আকাশ**, ৫২/জি/১, ডলি আবাসন, বাবুপাড়া, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ থেকে মুদ্রিত।

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | | ৪ |
| From the Desk of the Teacher-in-Charge | | ৫ |
| বই-চিরস্থায়ী সম্পদ | ভজনকুমার সরকার | ৭ |
| সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতা : ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল | ড. বিমলচন্দ্র বণিক | ১০ |
| সাম্যবাদী নজরুল ও তাঁর সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ | নুরুল মোর্তজা | ১৮ |
| নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা : প্রেক্ষিত ও প্রবণতা | ড. আনিসুর রহমান | ২৪ |
| অন্তরের চিঠি | সুজাতা রায় | ২৯ |
| Strategic Agriculture Reforms in India : A Scenerio of Failure | Pritimoy Majumder | ৩১ |
| Introducing Western Classical Music | Basudeb Chakrabarti | ৩৭ |
| Land Question for Women and Dalits : Dalit Women and Violation of Land rights as a Human Rights Issue | Koyel Basu | ৪৭ |
| CAREER OPPORTUNITIES IN LIBRARY & INFORMATION SCIENCE (LIS) | Mr. Hedayat Hossain | ৬৩ |
| জমিন-আশমান | নীহারুল ইসলাম | ৬৯ |
| ভারসাম্য | এস.এম.নিজামুদ্দিন | ৭৪ |
| ভারত পথিক বিবেকানন্দ | দেবজ্যোতি গুপ্ত | ৭৭ |
| অসহিষ্ণুতা নয়, সহিষ্ণুতাই ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য | সামিম-আরা ফেরদৌস | ৭৯ |
| সামাজিক স্বাধীনতা | সৌমেন্দু হাজরা | ৮১ |
| 'জাস্ট ইমাজিন্' | আবু তাহের সেখ | ৮৩ |
| বিদায় বেলায় | সালমান ইসলাম | ৮৬ |
| নিমাইচন্দ্র সাহা-র দুটি কবিতা | | ৮৭ |
| রীণা কংসবণিকের দুটি কবিতা | | ৮৮ |
| দোল বিষয়ক | অপর্ণা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী | ৮৯ |
| আকাশ জ্বলে মরে ঈর্ষায় | অমিতাভ দাস | ৮৯ |
| চলে যাচ্ছেন | নবাব সিরাজ | ৯০ |
| গ্রামের ছেলে আমি | আরদুর রউফ | ৯০ |
| Fair Pen | Md. Abid Hassan | ৯১ |
| Unseen Presence | Md. Abid Hassan | ৯১ |
| Grabbing and Bragging | Avijit Sarkar | ৯২ |
| Profitable Dose | Md. Abid Hassan | ৯২ |
| Chemistry in our daily life | Ejajul Ali | ৯৩ |
| Women Indignancy | Sushovan Banerjee | ৯৫ |
| Some Unknown facts about 'Chemistry' | Srimanta Saha and Suman Chandra Roy | ৯৮ |
| List of Governing Body of Jangipur College & Teaching, Non-Teaching Staff | | ১০২ |
| JANGIPUR COLLEGE (some essential facts) | | ১০৭ |

# সম্পাদকীয়

যথাসময়ে পরীক্ষা না-হওয়া এবং ফলাফল প্রকাশিত না-হওয়ার কারণে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ, কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি। ফলে এই সময়ের মধ্যে ছাত্র সংসদ পরিচালিত কর্মসূচিগুলি বিঘ্নিত হয়েছে। তবুও আমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বেশকিছু কর্মসূচি সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। যেমন — নবীন বরণ, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইত্যাদি। ছাত্র সংসদ পরিচালিত কর্মসূচিগুলির মধ্যে কলেজ পত্রিকা প্রকাশ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। স্বাভাবিক কারণে পত্রিকা প্রকাশনার দায়িত্বটির বিগত বছরের মতো এবারেও কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে এসে পড়েছে। যদিও এই বিশেষ কাজে আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ আছে। কিন্তু একাজে প্রধান বাধা ভালো লেখার অভাব। লেখা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যে লেখাগুলি হাতে এসেছে তার নব্বই শতাংশ প্রকাশযোগ্য নয়। ফলে কিছু প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে, কিছু বা আমন্ত্রিত লেখা দিয়ে সাজানো হল এবারের পত্রিকা। জানিনা এতে জগতের কী কল্যাণ হবে! ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব পত্রিকায় তাদের অংশগ্রহণ কম, এটা খুব ভালো লক্ষণ নয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্য বহির্ভূত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পড়াশুনার অভ্যেস কমে যাচ্ছে। প্রাথমিক স্তর থেকে অতিরিক্ত টিউশন নির্ভরতা ছাত্র-ছাত্রীদের পরমুখাপেক্ষী করে দিচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে একটি অফিসিয়াল চিঠি লিখতে গিয়েও অন্যের সাহায্য দরকার হচ্ছে। তবে কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৃজন ক্ষমতার সম্ভবনা আমাদের উৎসাহিত করেছে। এই সমস্ত লেখা নিয়ে এবারের 'প্রবাহ' প্রকাশিত হল। পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপারে কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রী ভজন কুমার সরকার মহাশয় সহ সমিতির অন্য সদস্যদের নিরন্তর উৎসাহ আমাদের প্রাণিত করেছে। প্রাণিত করেছে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. নবকুমার ঘোষ মহাশয়ের আন্তরিক সহযোগিতা। কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া পত্রিকা প্রকাশ করা যেত না, তাঁদের সঙ্গে আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সম্পর্ক নয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সহ আমন্ত্রিত লেখকদের, যাঁদের মূল্যবান রচনায় পত্রিকায় মান বৃদ্ধি হয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বহরমপুরের 'আকাশ পাবলিশিং' সংস্থার মুদ্রণকর্মীদের, যাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে পত্রিকাটি শোভনভাবে প্রকাশে সাহায্য করেছেন। সবশেষে যাদের জন্য এই কাজ, স্নেহাস্পদ ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তরে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার অভ্যেস গড়ে উঠুক, এই কামনা করি।

০১.০১.২০১৬
জঙ্গিপুর কলেজ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

## From the Desk of the Teacher-in-Charge

*The wait is over. Once again the time has arrived when we would pick up the annual magazine of Jangipur College: "Prabaha" and leaf through its pages engrossingly. In the unfortunate absence of the Students' Union in the session 2015-2016, publication of "Prabaha" was yet again entrusted upon the teachers of the college and I am more than elated at their peerless enthusiasm and cooperation without which this year's magazine would not have seen the light of the day. They not only penned articles for this year's magazine but also guided the students in their creative exodus. When the students these days are increasingly bogged down under the heavy weight of their academic syllabi, "Prabaha" uncovers for them a cool shade, an oasis, where they can rejuvenate themselves by showcasing their creativity, obtain appreciation and acknowledgement and re-enter the battles of the academic world with a renewed zest. I would also like to extend my gratitude to the Governing Body of the college for supporting us wholeheartedly. May "Prabaha" justify its titular implication of the continuum and keep delighting us now and always. Kudos to the contributors, editors and the publication team of "Prabaha" for all the good work they have successfully accomplished.*

*Thank you.*

**Dr. Naba Kumar Ghosh**

# বই-চিরস্থায়ী সম্পদ

ভজনকুমার সরকার
সভাপতি, কলেজ পরিচালন সমিতি

"একথা আমরা সকলেই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচেনা, কিন্তু একথা আমরা সকলে মানিনে যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না।"

— প্রমথ চৌধুরী

বই মানুষের জ্ঞানের উদ্বোধক, অবসরের সঙ্গী, ভাবের মঞ্জুষা, আত্মার পরমাত্মীয়। নির্জন, নিঃসঙ্গ, অবসর যখন মানুষের জীবনে দুঃসহ বোঝা হয়ে ওঠে, তখন জীবন অমৃত মাধুর্যে পূর্ণ করে দেয় বই। বই নিঃসঙ্গ অবসর-আনন্দঘন অপার্থিব রসে অভিষিক্ত ক'রে মানব জীবনকে দেয় বাঞ্ছিত মুক্তির ঠিকানা। তাই বলা যেতে পারে বই গতানুগতিক ক্লান্তিকর জীবনে বৈচিত্র্যের স্বাদ প্রদান ক'রে, মৃত্যুময় জীবনে দেয় অমৃত লোকের সন্ধান, বিষাদ মলিন মরুময় জীবনে অনাবিল আনন্দের রসে সিক্ত ক'রে তাকে দেয় নব জীবনের প্রেরণা।

গ্রন্থ পাঠই আমাদের মহত্তর জীবন রচনার অপরিহার্য মাধ্যম। গ্রন্থই পৃথিবীর মানুষের শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম হাতিয়ার;

"অজ্ঞানতা হানছে আঘাত
অস্ত্র তোমার কই,
অস্ত্র তোমার লেখা পড়া
অস্ত্র তোমার বই।"

বই হচ্ছে মানুষের অজ্ঞানতা দূর করার অন্যতম প্রধান অস্ত্র। তাই মনস্বী লেখক প্রমথ চৌধুরী বলেন, "যে জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য, সে জাতির ধনের ভাঁড়ারেও ভবানী।" জ্ঞান মানুষের জীবনে শূন্যতা এনে দেয়, তাকে অনাবিল ভাবলোকের ঠিকানা দেয় — মানুষকে মানুষ ক'রে তোলে।

সেদিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেই বই মেলার আয়োজন। বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে এও একটি স্মরণীয় পার্বণ - বই পার্বণ - যা পশ্চিমবঙ্গের অনন্য অহংকার। এই মেলা জ্ঞানের মেলা, ভাবের মেলা, আনন্দের মেলা। বই মেলায় ঘটে লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের ত্রিবেণী সঙ্গম। এখানে এই জ্ঞানের হাটে, ভাবের হাটে বিকিকিনির উদ্দেশ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই আমরা সমবেত হই।

বই মেলা এবং বই জড়িয়ে আছে মানুষের সাংস্কৃতিক ও মানবচর্চার ইতিহাসের সাথে। আবার বই-এরও আছে একটা নিজস্ব ইতিহাস। সেই ইতিহাস শুধু যে ব্যাপক তাই নয়, তার বৈচিত্র্য এবং জানা অজানার আলো আঁধারী মানুষের মনকে করে তোলে কৌতুহলী। আমরা আজ বইকে অপাংক্তেয় করে তুলছি। প্রযুক্তির চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা বইকে সরিয়ে দিচ্ছে পিছনে, বিস্মৃতির দিকে। তাই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালানোর জন্য বইয়ের ভূমিকা যেমন মনে রাখা প্রয়োজন তেমনই এর ইতিহাস, আদিরূপ এবং বিবর্তন সম্পর্কে চর্চা ও অনুসন্ধানও জরুরী। বইতো কেবলমাত্র ধারক — যা লেখকের ভাবনাকে একটি নির্দিষ্ট আধারে ধারণ করে। তাই যুগে যুগে এই আধারের রূপ বদলেছে, বদলাচ্ছে। যদি অতীত দিয়ে শুরু করি তাহলে বইয়ের আদি রূপ কেমন ছিল

তা বলা প্রয়োজন। এখন তো আমরা হাত বাড়ালেই সুন্দর সুন্দর ছাপানো, ঝকঝকে রঙিন মলাটে মোড়া বই পেতে পারি। কিন্তু প্রাচীনকালে এমন সুবিধা ছিল না তা আমরা জানি। তবু অতীত দিনের কথা স্মরণ করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। লিপি বা বর্ণমালা তৈরির পর মানুষ সেগুলি কিসের উপর লিখবে তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। অতি প্রাচীন কাল থেকে মিশর দেশের নীল নদের তীরে জন্মানো প্যাপাইরাস নামে একরকম নল খাগড়ার গাছ থেকে কাগজ তৈরি হতো। নলখাগড়ার এই গাছ থেকে ফালি বার করে সেগুলি সমানভাবে কেটে একটার পর একটা সাজিয়ে একটা স্তরের পর আর একটা স্তর সাজিয়ে জল দিয়ে ভেজানো হতো। প্যাপাইরাসের স্বাভাবিক আঠায় এগুলি জুড়ে গেলে সেই চাদরটিকে মসৃণ করা হতো। অনেকগুলি প্যাপাইরাসের পাত জুড়ে তৈরি হতো একটা লম্বা একটানা পাত। এর উপর লেখা হতো আর পাতটিকে সযত্নে গুটিয়ে রাখা হত। এখন থেকে প্রায় আঠারোশো বছর আগে চীন দেশে কাগজের আবিস্কার হয়। চীন দেশে প্রাচীনকালে সিল্কের কাপড় প্রচুর তৈরি হত। লেখবার জন্য সিল্কের কাপড় তারা ব্যবহার করত।

মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে লেখার কাজে চামড়ার ব্যবহার বাড়তে থাকে। এই চামড়ার পাতকে ভেলাম বা পার্চমেন্ট বলা হত। তখন দামী সৌখিন বই এবং চিরস্থায়ী দলিল চামড়ায় লেখা হত। চামড়ায় লেখা পুঁথির মধ্যে বিখ্যাত হল 'Dead Sea Scrolls.'

ভারতবর্ষেও নানা যুগে নানা প্রকারের লেখার সরঞ্জাম ব্যবহার করা হত। লেখার জন্য উত্তম তালপাতা ব্যবহৃত হত। তালপাতাকে সমান মাপে কেটে নিয়ে পুঁথি আকারে সাজিয়ে তবে লেখা হত। কাঠের পাট বা কারুকার্য করা ধাতুর পাত দিয়ে বইয়ের মলাট তৈরি করা হত। ভূর্জ নামে এক ধরনের গাছের ছালের উপরেও লেখা হত। তাকে ভূর্জপত্র বলা হত।

ভারতে মুসলমান আমলে বিশেষ করে মুঘল যুগে ভারতীয় পুঁথি পৃথিবীর শিল্প কলার ক্ষেত্রে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। লেখার মধ্যে ও বাইরে প্রতি পাতায় এত সুন্দর ফুল-পাতা ও নক্সা আঁকা হত যা দেখলে এখনও অবাক লাগে।

পরবর্তীকালে চীন দেশে মুদ্রণ পদ্ধতির সূচনা হয় খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে। একাদশ শতাব্দীতে চীনে পোড়া মাটির অক্ষর বা টাইপ ব্যবহার করা হত। প্রথমে গোটা পাতা খোদাই করে সেই ছাঁচে রং লাগিয়ে ছাপ তুলে ছাপানো হত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ও চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় পৃথক পৃথক অক্ষরের টাইপ প্রভৃতির ব্যবহার শুরু হয়।

১৪৫৪ সালে জার্মানীর যোহান গুটেনবার্গ প্রথম পৃথক পৃথক অক্ষর সাজিয়ে ছাপার কাজ করার পদ্ধতি আবিস্কার করেছিলেন। অর্ধ শতাব্দী পার হবার পর ফ্রান্সে এঁতিগেন দুপেঁর ও ১৭৯৮ সালে ইংল্যান্ডের আর্লস্ট্যান হোপ ছাপার জন্য ধাতুর তৈরি লৌহ যন্ত্রের আবিস্কার করেন। ১৮১৪ সালে জার্মানীর স্যাসনীতে ফ্রিডরিখ কোয়েনিগ ফ্ল্যাটবেড মুদ্রণ যন্ত্রের আবিস্কার করেন। পরবর্তীকালে নানান বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মুদ্রণ শিল্প আজ চরম সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে।

১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হল ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের বাংলা অক্ষর, শব্দ ও বাক্য সমেত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। এটি বাংলা ভাষায় আলাদা আলাদা অক্ষরে ছাপার প্রথম নমুনা। মুদ্রণ শিল্পের দাক্ষিণ্যে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান নির্মিত হল। পাঠক স্পৃহা ও পাঠক রুচি ক্রমবর্ধমান হতে লাগল। সেই ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে আমরা এখন পৌঁছে গেছি তথ্য প্রযুক্তির রাজ্যে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ আজ আমরা গোটা পৃথিবীকে মুঠো বন্দী করে ফেলেছি। মানুষ ইচ্ছে করলেই জ্ঞান বিজ্ঞান, খেলাধূলা, নাচ-গান, সংবাদ সহ বিশ্বের নানান তথ্য তার মুঠো বন্দী যন্ত্রটি স্পর্শ করলেই নিমেষের মধ্যেই পেয়ে যেতে পারে। ফলে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা বইয়ের ছবিতে,

গল্পে মন বা চোখ রাখার চাইতে পছন্দ করছে মুঠো ফোন, কম্পিউটার বা টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখতে। আমরা যদি অতীত স্মৃতিচারণ করি তাহলে দেখব, আমাদের মা-মাসিমারা তাদের অবসর সময় কাটাতেন বই পড়ে। এমনকি রাত জেগেও বই পড়তেন। তারা বই পড়তেই ভালোবাসতেন। আর আমরা ছাত্র জীবনে যখন নতুন ক্লাসে নতুন বই হাতে পেতাম সেই নতুন বইয়ের গন্ধের রেস বহুদিন থাকতো। এখন মা, মাসিমা, কাকিমাদের অবসর নেই। ছেলেমেয়েদের হোম ওয়ার্ক করানো, সাঁতার শেখানো, আঁকার স্কুল, নাচ-গান, ক্যারাটে-কুংফুর দাপটে অবসর নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে বেঁচেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, আইপড, ট্যাব প্রভৃতি। যেকোনো বই দেখার জন্য Net Search করো আর Download করে নাও। বই কেনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যতই আমরা Download করি না কেন, বই তার এখনও অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে নি বলেই বইয়ের দোকানে মানুষের ভীড় লক্ষ্য করা যায়, 'বই মেলা' হয়; হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভীড় জমায়, বই দেখে, বই কেনে।

শত শত বছরের মানুষের কষ্টার্জিত আবিস্কারের সুফল মানুষ যুগ যুগ ধরে পেয়ে আসছে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই সুফল বেশী করে গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের যে অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপায় সাহিত্য পাঠ ও সুস্থ সংস্কৃতির সাথে নিজেকে যুক্ত রাখা। কয়েক বছর আগে বহরমপুরের মুর্শিদাবাদ জেলা বই মেলার উদ্বোধনী ভাষণ রাখার সময় শিক্ষাবিদ সুদীন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলছিলেন তার নিজস্ব সংগ্রহে প্রায় ১০ হাজার বই আছে এবং সেই বইগুলি সবই তিনি পড়েছেন। ঠাকুমার ঝুলি থেকে শুরু করে Das Capital কিছু তিনি বাদ দেননি। বইয়ের উপর কি গভীর ভালোবাসা থাকলে এতগুলি বই পড়া সম্ভব। আবার পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল সৈয়দ নুরুল হাসান মহাশয়ের অবসরকালে তাঁর সঞ্চিত কয়েক লরি বই পরবর্তী ঠিকানায় স্থানান্তরিত করতে দেখা গেছে। যারা পড়তে ভালবাসেন শুধুমাত্র তাঁদেরই পড়া সার্থক হয়। জোর করে কাউকে পড়ানো যায় না। যারা ভালোবেসে পড়েন তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার কখনো শূন্য থাকে না।

বই পড়াকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের 'লাইব্রেরি' সম্পর্কে মন্তব্য হল — "এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে। মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি পুস্তকারাগারের মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।" এখানে বহু হৃদয়ের বন্যা যেমন নীরব হয়ে আছে, তেমনি, বিপ্লবের পরিশুদ্ধ অগ্নি স্তব্ধ হয়ে আছে। আবার কত বিস্ময়কর আবিস্কার কত অশ্রুত সংগীত, কত অভূতপূর্ব সৃষ্টি এখানে পাতায় পাতায় উন্নত মননের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে।

# সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতা : ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

ড. বিমলচন্দ্র বণিক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সাহিত্যে সুরুচি-কুরুচি, সুনীতি-কুনীতি, শ্লীল-অশ্লীল ইত্যাদির কোনো সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। তার সীমারেখাও অত্যন্ত ঝাপসা; দেশকাল, যুগরুচির সঙ্গে দ্রুত তার মূল্যায়ণও বদলে যায়। আজ যা অশ্লীল কাল তা অনায়াসেই শ্লীলতার শিরোপা পায়। অষ্টাদশ শতকের অনেক মূল্যবোধ যেমন উনিশ শতকের চোখে আমূল বদলে যেতে পারে। এর অনেকটাই দেখার দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। তবে আমাদের সাহিত্যে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ইত্যাদির মতো কাব্য থাকলেও শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে নৈতিকতার আদালতে মামলা-মোকদ্দমার বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করা যায় প্রধানত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এর পশ্চাতে সক্রিয় ছিল বলা যায়, উনিশ শতকীয় ইংরেজি সাহিত্যের 'ভিক্টোরীয় যুগ' (Victorian Age)-এর প্রভাব। নারীদের পোশাক-আশাক, হাবভাব, চলন-বলন, ভাবভঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে যে তীব্র রক্ষণশীলতা এ যুগের ভাবাকাশকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল, ক্রমে সাহিত্য সমালোচকদেরও তা সংক্রামিত করে। আবার বিশ শতকীয় সমালোচকরা ক্রমে সেই রুগ্ন সমালোচনার ধারাগুলিকে বর্জন করেছেন। অর্থাৎ বলা যায় নীতি নৈতিকতা বিষয়ে কোনো অক্ষয় বিধান কোনো কালেই ছিল না; যুগ থেকে যুগান্তরে তার নতুন মাপকাঠি গড়ে ওঠে। সমালোচকের ভাষায় — "রস-বিচারের ভাল-মন্দ ধারণা প্রধানত রুচিগত; সনীতি-দুর্নীতির সামাজিক বিচার আলাদা কিন্তু সাহিত্যে সুরুচি-কুরুচি ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত; এরপর আছে প্রচলিত আইনমত শালিনতার সীমানা নির্দেশ। রুচি, নীতি এবং দন্ডবিধি এই তিনটির কোনটাই একেবারে ছাড়াছাড়ি নয়, আবার কোনটাই অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক বিধান নয়। সাহিত্য রুচি, সামাজিক নীতিবিচার এবং আইনের বিধিনিষেধ সবই বদলায়।"[১]

অশ্লীল সাহিত্য বলতে আমরা আদি রসাত্মক রচনাকেই বুঝি যেখানে নরনারীর যৌনজীবন, যৌনক্রিয়া বা কামনা বাসনার রগরগে, চটকদার বর্ণনা থাকে। ডাক্তারিশাস্ত্র, যৌনবিজ্ঞান ইত্যাদিতে নরনারীর যৌনাঙ্গ, যৌনক্রিয়া ইত্যাদির সচিত্র ও সুবিস্তারিত বর্ণনা থাকলেও এগুলিকে অশ্লীল সাহিত্যের তকমা দেয়া হয়না। কিংবা সাধারণ অভিধানে বা slang dictionary-তে প্রচুর অশ্লীল শব্দ থাকলেও তাদের রুচির কাঠগড়ায় তোলা হয় না। সাধারণভাবে আদি রসাত্মক যে সাহিত্য মানুষের মনে পশুসুলভ উত্তেজনা ও আনন্দ জাগিয়ে তোলে তা-ই অশ্লীল সাহিত্য নামে পরিগণিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, যা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থে বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্যভাবের অভিব্যক্তির জন্য লিখিত হয়, তাই অশ্লীল। তবে আদি রসাত্মক সাহিত্য পাঠজনিত আনন্দের সঙ্গে সৎ-সাহিত্য পাঠের আনন্দের একটা গুণগত প্রভেদ রয়েছে — প্রথমটির আনন্দের সঙ্গে শুধুমাত্র উত্তেজনা বা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার যোগ রয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়টির আনন্দের সঙ্গে সত্য, সুন্দর, মঙ্গলবোধের যোগ রয়েছে — "সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য রস সৃষ্টি করা, যাহা আমাদের মনকে আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া দেয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সাহিত্য সৃষ্ট রসের সঙ্গে সত্য, সৌন্দর্য ও মঙ্গলময়তার সম্পর্কটি অপরিহার্য। অর্থাৎ সাহিত্যের আনন্দ মনে যদি উন্নতভাবের সৃষ্টি না করে, মনকে যদি এক অলৌকিক

মায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে না পারে তবে তাহাকে সৎ-সাহিত্য বলা যাইতে পারে না। ... সাহিত্য মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া থাকে, তাহাকে উন্নত, মহৎ করিয়া তোলে। কিন্তু যে সাহিত্য শুধুমাত্র তাহার animal instinct গুলিকে (পশুসুলভ বৃত্তি) জাগ্রত করিয়া তাহার মনে পশুসুলভ উত্তেজনা আনিয়া দেয় এবং ইহাকেই আনন্দ বলিয়া প্রচার করিতে চায়, তাহাই হইতেছে যথার্থ অশ্লীল সাহিত্য।"[২]

উজ্জ্বল ও বর্ণময় সংস্কৃত সাহিত্য ভান্ডারেও রয়েছে আদিরসের মুখর আয়োজন। নরনারীর কাম, যৌনমিলন বা নারীদেহ বর্ণনায় তারা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বহুক্ষেত্রেই সংকোচহীন, নির্দ্বিধ। কারণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আহার-পানীয় ইত্যাদির মতো মানুষের কামপ্রবৃত্তিকেও তারা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রকৃতি নির্ধারিতই মনে করতেন। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের মতে, কামভাবের স্থায়ী রস হলো "আদিরস' আর দেহকে অবলম্বন করেই ঘটে তার উদ্ভব। তাই দেহজ লীলা বা দেহকেন্দ্রিক বিষয়ের বর্ণনায় তারা কখনো পিছপা হননি। তবে দেহকে অবলম্বন করে তারা প্রায়ই দেহাতীতে পৌঁছে যেতেন। দেহাতীতের সেই অনন্ত রসলোকে তখন আর আলাদা করে শ্লীল-অশ্লীলের কোনো স্বতন্ত্র মূল্য থাকত না, সব একাকার হয়ে যেত। আর এভাবেই তারা পাঠকের সামনে তুলে ধরতেন অনাবিল আনন্দ ও সৌন্দর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। অন্তিম বিচারে তা কোনোভোবেই পাঠকের লজ্জা-ঘৃণার উদ্রেক করতো না, সৃষ্টিকেও করে তুলতো না অশ্লীল। অন্যভাবে বলা যায়, অশ্লীল (= যা শ্রীযুক্ত নয়) বা অশ্লীলতাকে তারা কাব্যদোষ হিসাবেই দেখতেন। 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজ-এর ভাষায়, সভ্য বক্তার অনভিপ্রেত বা অসভ্য সমাজে প্রচলিত কুৎসিত অর্থের প্রকাশকেই 'অশ্লীলতা' বলে। তাঁর মতে, ব্রীড়া, জুগুপ্সা ও অমঙ্গল ভেদে অশ্লীল ত্রিবিধ — 'ত্রিধাহশ্লীলম।' আর এক আলংকারিক বামনের ভাষায় — 'ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী' অর্থাৎ যা ব্রীড়া, জুগুপ্সা, অমঙ্গল এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করে তা-ই অশ্লীল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় ভারতচন্দ্রের জীবনী প্রকাশের পর থেকে কবি ও তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের উপর নানা সময়ে বিপুলভাবে শরনিক্ষেপ করা হয়েছে। ভিক্টোরিয় রক্ষণশীলতা-পুষ্ট সমালোচক থেকে শুরু করে বর্তমান কালের উত্তর-আধুনিক সমালোচক পর্যন্ত রয়েছেন এই ধারায়। নানা সময়ে বর্ষিত হয়েছে ব্যঙ্গবিদ্রুপ, কটাক্ষ, উপহাস, তিরস্কার; ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন কবি, রক্তাক্ত হয়েছে তাঁর কাব্য। কেউ বলেছে, কাব্যটি অশ্লীল, রুচি হীন, কারোর মতে, নীতি বিগর্হিত, কেউ বা বলেছেন কবি নৈতিকতার আদালতে বেত্রাঘাত যোগ্য, কেউ তাতে দেখেছেন আদিরসের পঙ্কলীলা। কেউ বা কবির শক্তিকে শয়তানের শক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারোর মতে, কাব্যটি কাঁচের মূল্যে বিক্রয়যোগ্য কিন্তু বিক্রীত হয়েছে স্বর্ণমূল্যে। এ ব্যাপারে উনিশ শতকের ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের সমালোচক বৃন্দ যতটা খড়্গহস্ত, পরবর্তীকালের সমালোচকরা ততটা নন। উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক বঙ্কিম চন্দ্র তাঁর 'Bengali Literature' (1871)-এ বলেছেন - – "In the higher attributes of a poet, Bharat Chandra is far inferior to many who have preceded and followed him. His works are disfigured, too, by a disgusting obscenity which unfits him for republication at a time when Bengali readers are not all of the rougher sex."[3]

এ ব্যাপারে আধুনিক সমালোচকরা অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য, নিরপেক্ষ। রক্ষণশীলতার ধূসর চশমা খুলে তারা অনেক বেশি যুক্তি, তর্ক, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হয়েছেন। অকারণ আবেগ-উচ্ছ্বাসে তারা নিজেদের বিচারবুদ্ধিকে ঝাপসা করে তোলেননি, সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। নৈতিকতার

আদালতে স্বঘোষিত বিচারক হয়ে তারা কবিকে ফাঁসিকাঠে তোলার বিধান দেননি। যেমন বিদগ্ধ সমালোচক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। তিনি নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ভারতচন্দ্র একজন 'Supreme literary craftsman' এবং তাঁর হাতে কিভাবে 'বঙ্গ সরস্বতী একেবারে তন্বী শ্যামা শিখরদশনা রূপ ধারন করেছে।' তিনি আরো দেখিয়েছেন, কিভাবে ভারত প্রতিভার যাদুবলে অশ্লীলতা উচ্চাঙ্গের আর্টে পর্যবসিত হয়েছে — "তাঁর গোটা কাব্য অশ্লীল না হোক, তার অনেক অংশ যে অশ্লীল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তা যে অশ্লীল তা স্বয়ং ভারতচন্দ্রও জানতেন, কারণ তাঁর কাব্যের অশ্লীল অঙ্গসকল তিনি নানাবিধ উপমা অলংকার ও সাধুভাষায় আবৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

এ স্থলে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা ও সংস্কৃত কবিরা কি খুব শ্লীল? রামপ্রসাদ অনেকের কাছে মহা সাধু কবি বলে গণ্য। গান-রচয়িতা রামপ্রসাদ নিষ্কলুষ কবি, কিন্তু বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা রামপ্রসাদও কি তাই? চন্ডীদাস মহাকবি, কিন্তু তাঁর রচিত কৃষ্ণকীর্তন কি বিদ্যাসুন্দরের চাইতেও সুরুচিসম্পন্ন? এ দুইয়ের ভিতর প্রভেদ এই মাত্র কিনা যে, বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা আবৃত ও কৃষ্ণকীর্তনের অনাবৃত? আমি ভারতচন্দ্রের কাব্যের এ কলঙ্কমোচন করতে চাই নে, কেননা তা করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক। আমার জিজ্ঞাসা এই যে, যে দোষে প্রাচীন কবিরা প্রায় সকলেই সমান দোষী, সে দোষের জন্য একা ভারতন্দ্রকে তিরস্কার করবার কারণ কি? এর প্রথম কারণ, ভারতচন্দ্রের কাব্য যত সুপরিচিত অপর কারও তত নয়। আর দ্বিতীয় কারণ, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর art আছে, অপরের আছে শুধু Nature."।[৪] বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আর এক প্রাজ্ঞ সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও মনে করেন ভারতচন্দ্রই একমাত্র কবি যিনি কামসম্ভোগকে পর্যন্ত কাব্য রমনীয় করে তুলতে পেরেছেন — "তাঁহার কামকেলি বর্ণনা অক্ষম আক্ষরিকতার স্থূল অবলম্বন স্বীকার করে নাই; ইহা কটাক্ষ কৌতুকে, তির্যক ব্যঞ্জনায়, অব্যবহিত অর্থের অন্তরালশায়ী বিদগ্ধ জনবোধ্য চটুল ইঙ্গিতে পাঠকের মনকে সূক্ষ্মভাবে নাড়া দিয়াছে ও ইন্দ্রিয়লালসা ও বুদ্ধিবৃত্তির যুগপৎ তৃপ্তি সাধন করিয়াছে। ... জৈব সম্ভোগের এমন কাব্য রূপান্তরের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে আর নাই, বিশ্বসাহিত্যেও খুব বেশি নাই।"[৫]

ভারতচন্দ্রের আগে বাংলা কাব্যধারায় অশ্লীলতা এসেছে প্রধানত প্রাকৃত জীবনের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে। ভারতচন্দ্রে এসেই তা প্রথম শিল্প সমুন্নতি পেল। ভাষার ঐশ্বর্যে, অলংকারের প্রাচুর্যে, শব্দের ঝংকারে, ভাবোপযোগী ছন্দের বৈভবে, কুহকমোহিনী বর্ণনায় প্রতি মুহূর্তে তা আমাদের চমৎকৃত করলো। মঙ্গলকাব্য বিশেষজ্ঞ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও মনে করেন — "ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কবিগণ অশ্লীলতাকে প্রাকৃতজীবনের সহজাত বা Nature হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অশ্লীল বিষয়ও যে শিল্প-সৌষ্ঠবের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে, ভারতচন্দ্র তাহা অনুভব করিয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহার রচনার অশ্লীল স্থানগুলি ভাষার দীপ্তি ও রসের ঔজ্জ্বল্যে বিদগ্ধ মনের নিকট সার্থক আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার যাবতীয় অলংকার, ভাষার চাতুর্য সবই এই অশ্লীল স্থানগুলির বর্ণনাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাষাগত অশ্লীলতা বা গ্রাম্যতা ভারতচন্দ্রে একেবারেই নাই, তাঁহার মধ্যে যে অশ্লীলতা আছে তাহা ভাব বা অর্থগত অশ্লীলতা; কিন্তু তাহা অলঙ্কৃত কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইবার ফলে তাহারও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষতা (directness) ছিল না। অশ্লীলতা যে সাহিত্যিক শিল্প সাধনার বিষয়, তাহা বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের রচনাতেই প্রথম বুঝিতে পারা গেল।"[৬] বর্তমান সময়ের আর এক সমালোচকও মনে করেন — "... তাঁর আধুনিক মন দিয়ে এইভাবেই দেখা উচিত। কাহিনির অন্তর্গত অশ্লীল দেহ সম্ভোগের চিত্রকে যতদূর কাব্যগুণোপেত করা যায় এবং তার স্থূল ও রুচিবিগর্হিত উপাদান সমূহকে যতদূর বস্তুর অতীত একটি ভাবরসে পরিণত করা সম্ভব, ভারচতন্দ্র

সেই দুরূহ কাজে চরম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সাহিত্যে স্থূল অশ্লীল বিষয়ও যে শিল্পসৌষ্ঠবের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে, তা ভারতচন্দ্রই আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।"[৭]

অধিকাংশ সমালোচকই একমত যে, ভারতচন্দ্রের কাব্যের অশ্লীলতার বীজ নিহিত ছিল দেশকালের গর্ভেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ছিল এক চূড়ান্ত অরাজক সময়। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর মুঘল শক্তির হতমান অবস্থা, বিদেশি বণিকদের বাড়বাড়ন্ত, নব্য অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইত্যাদির ফলে বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশ রাজনৈতিক পাণ্ডুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। বর্গীর হানা, জলদস্যুদের উপদ্রব, স্থানীয় ভূস্বামীদের শোষণ, নিপীড়ণ, যথেচ্ছ শুল্কবৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ল অন্নের হাহাকার। নিচুতলার দরিদ্র, হতভাগ্য মানুষদের কান্নার পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠল অভিজাত শ্রেণির বিলাস বৈভবের রাজপ্রাসাদ। ভেঙে পড়লো মূল্যবোধের কাঠামো, রুচিবিকার ও ইন্দ্রিয় বিলাসিতায় ফাটল ধরলো সনাতন ধর্মীয় বেদিতে। বাহ্য আড়ম্বর ও অন্তঃসার শূন্যতায় আক্রান্ত হলো সমগ্র নাগরিক জীবন। সভ্যতা-ভদ্রতা, সুরুচি, শিষ্টতা, আন্তরিকতার জায়গা দখল করলে শঠতা, প্রতারণা, মেকিতা। দরবারী জীবনকে কেন্দ্র করে চক্রবৃদ্ধিহারে বর্ধিত হলো হানাহানি, খুন, ষড়যন্ত্র, গোপন মন্ত্রণা ইত্যাদি। ফলস্বরূপ জন্ম নিল এক পচনশীল সংস্কৃতি। সামগ্রিকভাবে, অন্যান্যদের মতোই সেই নষ্টনীড় সমাজের ভগ্নপতাকাই বহন করেছেন ভারতচন্দ্র — "নরনারীর দেহমিলন বাংলা কাব্যে একটা দুর্লভ বস্তু নয় ঠিকই কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে তার যা চিত্র তা জীবনের সর্বব্যাপকতায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অপরিহার্য। অপরপক্ষে ভারতচন্দ্র বিদ্যা সুন্দরের মিলনের যে চিত্র এঁকেছেন তার বাকভঙ্গিতে, তার বিপরীত বিহারে কি এক রিরংসার ভাব ফুটে ওঠেনি? শ্লীলতার বিচার না করেই বলা যায় যে, যৌন সম্বন্ধের এ চিত্র বাংলা কাব্য ধারায় ওতপ্রোতভাবে অনুসৃত হয়ে আসেনি। বর্তমান কাব্যে এ একেবারে অনিবার্য ছিল। এ প্রবৃত্তিটা যুগের। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে, দ্বিজ ভাবনীর অনুবাদ রামায়ণে, জীবন মৈত্রর মনসার ভাসানে এবং ও যুগের বহু বাংলা কাব্যে এর প্রমাণ স্পষ্ট — ভারতচন্দ্রে তারই শিল্পকৌশলের চরম স্ফূর্তি পেয়েছে।"[৮] এবার আমরা কাব্যের অন্দরমহলে বিশ্লেষণী আলোকপাত করে দেখবো তার অশ্লীলতার দিকগুলি।

প্রথাগতভাবেই কাব্যটির পথচলা শুরু হয়েছে দেবদেবীর বন্দনার মধ্যে দিয়ে। প্রথমে গণেশ বন্দনা এবং শেষে অন্নপূর্ণা বন্দনা। এই 'অন্নপূর্ণাবন্দনা' অংশে কবি অন্নদার মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে এক জায়গায় শালীনতার সীমারেখা অতিক্রম করে গেছেন। যেমন — "কিবা সুবলিত উরু কদলীকান্ডের গুরু নিরূপম নিতম্বে কিঙ্কিনী। / ... কটি অতি ক্ষীণতর নাভি সুধা সরোবর / উচ্চ কুচ সুধার কলস।"[৯] উনিশ শতকের ভিক্টোরীয় রুচিবাগীশ সমালোচকরা রে রে করে উঠলেন এর বিরুদ্ধে; তীব্র আক্রমণ শানালেন কবির বিরুদ্ধে। দেবী মাতৃকার অন্তরালে এ হেন উগ্রযৌবনা নারীর চটুল চপল মূর্তি তারা স্বাভাবিক চিত্তে গ্রহণ করলেন না। বস্তুত 'এই বর্ণনার মাধ্যমে দেবীদর্শনও হয় না, মাতৃদর্শনও হয় না। ভক্তের ভক্তিভাব অপেক্ষা এখানে ভক্তের লালসাদীপ্ত কামভাব বেশি প্রকাশ পেয়েছে। দেবী অন্নদা এখানে এক উগ্রযৌবনা নারী, যার প্রতিটি অঙ্গের প্রতিটি প্রত্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে পুরুষজাতির প্রতি রক্তমাংস উত্তেজনার তীব্র আবেদন। সত্যি বলতে এমন জৈব আমন্ত্রণ কি কোনো দেবীর হতে পারে? কোনো মায়ের হতে পারে?'[১০]

'শিবের ধ্যানভঙ্গ ও কামভস্ম' অংশেও দেখি দেবাদিদেব মহাদেবকে পর্যন্ত কবি চূড়ান্ত বিপর্যস্ত করে ছেড়েছেন। ঐতিহ্যের শিকড় থেকে উৎপাটিত করে তাকে যেন কবি অষ্টাদশ শতকের ভগ্ননীড় সমাজে এনে প্রতিস্থাপিত করেছেন।

তাকে এঁকেছেন এক কামুক, প্রবৃত্তি তাড়িত, ইন্দ্রিয় পরায়ণ পুরুষ হিসাবে; আরোপ করেছেন নাগরিক লাম্পট্যবৃত্তি। মদন বাণে ধ্যান ভাঙার পর তাই অতি সহজে তার চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে — "কামশরে ত্রস্ত নারী লাগি ব্যস্ত / নেহালেন চারিপাশে। / সমুখে মদন হাতে শরাসন / মুচকি মুচকি হাসে। / ... বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া / ফিরেন সকল স্থানে।। / কামে মত্ত হর দেখিয়া অপ্সর / কিন্নরী দেবী সকল। / যায় পলাইয়া পশ্চাতে তাড়িয়া / ফিরেন শিব চঞ্চল।"[১১] এ শুধু মদনের মুচকি হাসি নয়, আড়ালে হেসে উঠেছে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগরিক সমাজ বিশেষতঃ ঐশ্বর্য-বৈভব, ঝাড়বাতি, মণিমানিক্য শোভিত রাজসভার সকল ভাসদরা। বিকৃত সমাজ ও সময়ের বিকৃত মানসিকতা ও রুচি — "রঙ্গব্যঙ্গ কৌতুকের মধ্যে দিয়ে দেবতারাও দ্রুত চলে এলো একেবারে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে। দেবতাদের স্বরূপ বদলের মধ্যে দিয়ে যে বাঁকবদল এলো, মূলত সেই বাঁকবদলের অবভাসে দেবচরিত্ররাও মানুষের প্রাত্যহিকতার সঙ্গে যুক্ত হলো রক্তমাংসের গ্রাম্যতা নিয়ে — রক্তমাংসের অশ্লীলতা নিয়ে — আদিরসের আদিমতম বাসনা নিয়ে। কামের তাড়না এত তীব্র এত আমূল এত সর্বগ্রাসী যে দেবতারাও আর দেবত্ব বজায়ে আগ্রহী নন — এমন ভাবনার তরঙ্গাভিঘাত থেকেই দেবদেবীর উদগ্র চঞ্চলতা একবার দেখা দরকার। এতদিন দেবতাদের বাইরেটা দেখেছিল মানুষ, এবার দেখলো দেবতাদের ভিতরটা। অষ্টাদশ শতকের সময় সমাজ সমকাল ও ইতিহাস ব্যবহার করে ভারতচন্দ্রই সেই ভেতরটা দেখাবার দায়িত্ব নিলেন। সেই সূত্রে প্রথমেই আমরা দেখলাম : ধ্যানস্তব্ধ শিবমূর্তি ভেঙে কামচঞ্চল শিবের উত্থান। ভারতচন্দ্রের কাব্যে শিবচরিত্র যেন অষ্টাদশ শতকের অস্তমিত নবাবী আমলের বিকৃত প্রবৃত্তি, দাবদাহের উন্মত্ত প্রতীক। এই শিব সংযমী নন, তপস্বী নন, অচল অটল ধ্যানস্থ শৃঙ্গও নন। আর তাই সতীর দেহত্যাগের পর ধ্যানে বসেও বেশিক্ষণ সেই ধ্যানের মগ্নতাকে দৃঢ় প্রত্যয়ে ধরে রখতে পারেন না। ইন্দ্রের নির্দেশে মদন এসে সহজেই তাঁর ধ্যান লোকের স্তরীভূত স্তব্ধতা ভেঙে দেয়। ধ্যান ভাঙার পর চিত্তদোষ ও চিত্তচাঞ্চল্যে শিব যেন একেবারে প্রাকৃত জন। অষ্টাদশ শতকের কামতাড়িত সমাজ ঠিক যেভাবে তার কাম্য নারীকে খুঁজেছে, স্থূল নগররুচির প্রতিনিধি স্বরূপ শিবও তপোভঙ্গের পর অস্থিরচিত্তে ঠিক সেভাবেই তাঁর জাগ্রত কামবিনোদনের সঙ্গী খুঁজেছে প্রায় নির্লজ্জের মতো।"[১২]

'রতিবিলাপ' অংশেও কবি যেন কিছুটা রুচির সীমা অতিক্রম করে গেছেন। পতির মৃত্যুজনিত শোক অপেক্ষা তার কাছে যেন প্রাধান্য পেয়েছে পতির অনুপস্থিতিতে তার কামানল কিভাবে শান্ত হবে এমন দুঃশ্চিন্তায়। তাই পতির শোকে রতি কাঁদেন 'বিনাইয়া নানা ছাঁদে।' তার মনে হয় — 'বিরহ সন্তাপ যত অনলে কি তাপ তত / কত তাপ তপনের তাপে।'[১৩] কামানলের জ্বালায় তার কাছে স্বামী বিয়োগশোকও গৌণ হয়ে পড়েছে।

'শিববিবাহ' অংশে গিয়ে কবি তো আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠেছেন। সেখানে তো প্রকাশ্যসভায় হাজার চোখের সামনে শিবকে একেবারে উলঙ্গ করে ছেড়েছেন। শুধু তাই নয়, একেবারে শাশুড়ীর সামনে জামাই উলঙ্গ — "বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর। / এয়োগণ বলে ও মা এ কেমন বর।।/ মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা। / নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা।"[১৪] রুচির আবরণহীন একটা শতাব্দীতে কবি স্বয়ং দেবাদিদেবকে পর্যন্ত আবরণহীন, নাঙ্গা করতে পিছপা হলেন না। কিন্তু তাতেও তো নাগরিক সমাজের তৃষ্ণা মেটে না — হাতের প্রদীপ কিংবা মশাল নিভিয়ে দেবার পরও কবি বিকৃত মনস্ক সভাসদদের সে দৃশ্য আরো কিছুক্ষণ উপভোগের জন্য শিবভালে চাঁদের আলো জ্বালিয়ে রাখলেন।

নববিবাহিত দম্পতির কথোপকথনের মধ্যেও ফিরে এসেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভগ্নচূড় সমাজব্যবস্থার গর্হিত

প্রথার প্রসঙ্গ। 'হরগৌরীর কথোপকথন' অংশে তাই দেখি গৌরী ব্যঙ্গ করে শিবের 'কুচনীর বাড়ি' যাবার কথা তুলেছেন। যেমন — "অর্দ্ধ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা। / কুচনীর বাড়ী তবে কেমন যাইবা।"[১৫] এতে অশ্লীলতা না থাকলেও রুচির বিকার অবশ্যই আছে। আবার 'হরগৌরীর কোন্দল' অংশেও দেখি গৌরী নানাভাবে শালিনতার সীমা অতিক্রম করে শিবের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। অন্যদিকে 'শিবের ভিক্ষাযাত্রা' অংশেও কবি শিবকে নানা হেনস্থার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছেন — "কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ। / কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।। / কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল। কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল।"[১৬] উনিশ শতকের বহু রক্ষণশীল সমালোচক এর মধ্যে মার্জিত রুচির অভাব লক্ষ্য করেছেন। তবে তারা রাজসভা ও তার সভাসদদের আমোদপ্রমোদের ব্যাপারে ভারতচন্দ্রের বাধ্যবাধ্যকতার কথাটি ভুলে যান।

গঙ্গা ও ব্যাস সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে কবি শালিনতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেছেন। অন্তঃসার বর্জিত, বিকৃত রুচির যুগে মানুষের ধর্মবিশ্বাসে ফাটল দেখা দেবে এটা স্বাভাবিক। সেই ফাটলের ছিদ্রপথেই সমাজ জীবনে অস্থিরতা, অসহনশীলতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেই সূত্রেই আমরা দেখি গঙ্গা ও ব্যাসের কলহে গালিগালাজ, অমার্জিত শব্দপ্রয়োগ, গর্হিত আক্রমণ ইত্যাদি নিম্নরুচির ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে। নিজ স্বার্থসিদ্ধ না হওয়ায় ব্যাস গঙ্গাকে সীমাহীন নীচতায় তার চরিত্রে কাদা ছুড়েছেন। 'ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার' অংশ থেকে সামান্য নমুনা — "শান্তনু রাজারে লয়ে ছিলি তার নারী হয়ে / তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা। / শান্তনুরে করি সারা হয়েছ শিবের দারা / তোর সমা পূণ্যবতী কেটা।। / ... যে ভাল ভজিতে পারে পতিভাব কর তারে / সিন্ধু সঙ্গে সম্প্রতি সঙ্গম বেশ্যাধর্ম লয়ে আছ জাতি কুল নাহি বাছ / রূপ গুন যৌবন না চাও।"[১৭] অন্যদিকে মুখরা, খরজিহ্বা গঙ্গাও ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। 'গঙ্গাকৃত ব্যাস তিরস্কার' অংশে পাই তারই দৃষ্টান্ত — "মৎসগন্ধা দাসকন্যা ব্রাহ্মণী ত নহে। / তার গর্ভে জন্ম তোর ব্রাহ্মণ কে কহে।। / পরাশর অপসর তোর জন্ম দিয়া। / শান্তনু তোমার মায়ে পুন কৈল বিয়া।। / ... তুমি রম্ভা ভ্রাতৃবধূ করিয়া গমন। / জন্মাইলা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুইজন।"[১৮]

আবার, শিব কর্তৃক কাশীতে ভিক্ষা নিষিদ্ধ হলে অনশন ক্লিষ্ট ব্যাসকে অন্নদা অন্নদানের সিদ্ধান্ত করেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি মোহিনী রূপ ধারণ করে ব্যাসের নিকট অবতীর্ণ হলেন। তার সেই মোহিনী বেশ, অঙ্গসজ্জা, সাজপোশাক ইত্যাদির মধ্যেও অনেকে রুচির অবনমন দেখেছেন। তিনি মাতা, অন্নদাত্রী জগন্মাতা, কোন উর্বশী বা রম্ভা নন। তবুও তার মোহিনী বেশের চোখ ধাধানো রূপযৌবন পাঠকের কামনাকে উদ্বেলিত করে, তার অঙ্গের কোষে কোষে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত করে দেয়। তার তনুভঙ্গিমা, ছলাকলা, দেহহিল্লোল, চোখের ভাষা, অধরের রক্তিমাভা ইত্যাদি দেখে 'কামরিপু হন কামী'। মনে হয় যেন কোনো উগ্রযৌবনা রূপসী তার দেহতটে রূপের ফাঁদ পেতে শিকারের প্রত্যাশায় ব্যাকুল। কবির ভাষায় — "উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদিস্থলে। / ধরেছে কামের কেশ রোমাবলি ছলে।। / ... অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা। / চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা।। / রতন কাঁচুলি শাড়ী বিজুলী চমকে। / মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে।।"[১৯] শুধু তাই নয়, সেই কামের মদির গন্ধেই যেন সেখানে হাজির হয়েছে ঝাঁক ঝাঁক কোকিল-কোকিলা, ভ্রমর-ভ্রমরী, খঞ্জন-খঞ্জনী ইত্যাদি। সাহিত্যে শিল্পে তো এরা যূথবদ্ধ প্রেম বা কামেরই প্রতিনিধি। মাতৃরূপ বর্ণনায় এদের আহ্বান কেন? কবির ভাষায় বলা যায় — "কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে। / ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে।। // কঙ্কন ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার। / ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার।। / চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি। / ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী।"[২০] সমালোচকের ভাষায় — "অন্নদানের

পবিত্র মুহূর্তে কোকিল - কোকিলা কিংবা ভ্রমর-ভ্রমরীরা ঝাঁক বেঁধে ঝঙ্কার তুলতে আসবে কেন? এরা তো যূথবদ্ধ কাম ও প্রেমের প্রতিনিধি। অন্নতে আসক্তি এদের কোনকালে নেই। তবু এরা সমগ্র পরিবেশটির মোহিনী রূপ বিবৃত করবার অপরিহার্য অঙ্গ রূপেই এলো। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে — অন্নদার এই মোহিনী বেশ ধারণের কোথাও কোনো দেবীত্ব নেই, মাতৃত্ব নেই, রয়েছে হিল্লোলিত দেহসৌষ্ঠবে মধুলোভী 'অলি' ধরবার নিজস্ব বাসনা।"[২১]

বসুন্ধর এবং নলকুবর বৃত্তান্তেও রয়েছে অষ্টাদশ শতকীয় আদিরসের আতিশয্য। রাজসভার পারিষদদের মানসভোজনের উদ্দেশ্যে ভারতচন্দ্র অপূর্ব দক্ষতায় কাজে লাগিয়েছেন চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় আদিরসকে। রতির-সময় কামসম্ভোগের চিত্রকে কাব্য রমনীয় করে একেবারে মুচমুচেভাবে তুলে ধরলেন রাজসভার সামনে। যুগের আকণ্ঠ চাহিদার কুণ্ঠাহীন রূপকার ভারতচন্দ্র। বসুন্ধর ও বসুন্ধরা উপাখ্যানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তারা স্বর্গের শাপভ্রষ্ট দেবদেবী — বসুন্ধর কুবেরের অনুচর এবং বসুন্ধরা তার পত্নী। মর্ত্যধামে জন্ম নেন যথাক্রমে হরিহোড় ও সোহাগী নামে। তারা যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রবৃত্তি তাড়িত এক দম্পতি। যাই হোক, একদিন স্বর্গে তারা অন্নদার পূজার জন্য পুষ্প চয়ন করছিলেন। সহসা সেখানে বসুন্ধরা রতিপীড়িত হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষনাৎ স্বামীর প্রতি তার কামজর্জরিত আর্তি — "আলিঙ্গন দিয়া কান্ত কামনল কর শান্ত / মোরে আর বিলম্ব না সহে।"[২২] শুধু তাই নয়, অন্নপূর্ণার পূজাকে অর্থহীন বলে সে বসুন্ধরাকে প্ররোচিত করে রতিরঙ্গে মেতে উঠতে — "অন্নপূর্ণা কি করিবে অষ্টমী কি সুখ দিবে / যে সুখ পাইবে রতিসুখে।"[২৩] ফলস্বরূপ চয়ন করা পুষ্পে অন্নপূর্ণা পূজার পরিবর্তে রচিত হলো তাদের রতিশয্যা — "সেই ফুলে শয্যা করি সেই ফুল মালা পরি/রতি রসে দুজনে রহিল।"[২৪]

নলকুবর উপাখ্যানে এই আসঙ্গলিপ্সা, রতিবিহার, কামক্রীড়া আরো লাগামছাড়া। তিনিও জৈব জীবননির্ভর, প্রবৃত্তিতাড়িত একজন মানুষ; অষ্টাদশ শতকের বিনষ্ট সময়ের প্রতিনিধি। বিত্তবান পিতার লম্পট, দুর্দমনীয় সন্তানের মতো তার আচরণ। প্রবৃত্তির দাবদাহ প্রতিমুহূর্তে তার মধ্যে জ্বালিয়ে রাখে কামনার অগ্নিকুন্ড। আর তাই — "কুঞ্জবনে গিয়া রমনী লইয়া / বিহরে নল কুবর। / রমনী সঙ্গেতে বিহারে রঙ্গেতে / আর যত সহচর।"[২৫] ধনমত্ততা তাকে বেপরোয়া করে তুলেছে। তাই ব্রাহ্মণরূপী অন্নদার সদুপদেশেও তার হুঁশ ফেরেনা; পরিহাসে উড়িয়ে দেন তাকে — "অতিমত্ত মদে না গনে আপদে / কহে কুবেরের বেটা। / এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে। / কার পূজা করে কেটা।। / এ সুখযামিনী এ নব কামিনী / এ আমি নব যুবক। / এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া / ধ্যানে রব যেন বক।। / জানি অন্নদারে সে জানে আমারে / কি হবে পূজিলে তারে। / অন্নদা যেমন কতেক তেমন / আছয়ে মোর ভান্ডারে।"[২৬]

এইভাবে দেখা যায়, দেবদেবীরা পর্যন্ত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে নষ্ট, অবক্ষয়িত সমাজের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। এর দায় কবির নয়, যুগের; অষ্টাদশ শতাব্দীর।

**তথ্যনির্দেশ :**

১। সাহিত্যে শালীনতা, সরোজ আচার্য, সরোজ আচার্য রচনাবলী (২য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮, পার্ল পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ২০৯।

২। সাহিত্য ও পাঠক, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৪, হাউস অফ বুকস, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৫১-৫২

৩। সূত্র : কবি ভারতচন্দ্র, শঙ্করী প্রসাদ বসু, প্রথম প্রকাশ ১৩৮১, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ১০১

৪। প্রবন্ধ সংগ্রহ (অখন্ড), প্রথম চৌধুরী, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ ১৯৬৮, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ২০৩

৫। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (১ম), শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৭, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ১৭৬

৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৫, এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ৮১১
৭। বাংলার প্রথম নাগরিক কবি ভারতচন্দ্র রায়, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, দেশ, বই সংখ্যা ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, ৮০ বর্ষ ৭ সংখ্যা, সম্পাদক - হর্ষ দত্ত, পৃষ্ঠা - ৩৫
৮। প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ণ, ক্ষেত্র গুপ্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৩, সাহিত্য আকাশ, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১৪১
৯। ভারতচন্দ্র রচনা-সমগ্র, সম্পাদনা - ক্ষেত্রগুপ্ত ও বিষ্ণুবসু, ১৯৭৪, ভৌমিক এন্ড সন্স, কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ১০
১০। মধ্যযুগের কাব্য ঃ স্বর ও সংকট, জহর সেনমজুমদার, প্রথম প্রকাশ ২০০৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ২২৪
১১। ভারতচন্দ্র রচনা-সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৪
১২। মধ্যযুগের কাব্য ঃ স্বর ও সংকট, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২২১-২২
১৩। ভারতচন্দ্র — রচনা সমগ্র, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা - ৪৭
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৪
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৪
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৮
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩৫
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩৬-৩৭
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ১২২-২৩
২০। তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৩
২১। মধ্যযুগের কাব্য ঃ স্বর ও সংকট, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২২৫
২২। ভারতচন্দ্রের রচনা সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১৫২
২৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৩
২৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৪
২৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬৮
২৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭১

# সাম্যবাদী নজরুল ও তাঁর সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ

নুরুল মোর্তজা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এক.

ইংরেজি ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির কৃষক-প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়' (The Labour Swaraj Party of The Indian National Congress)-এর মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কৃষক-প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায় ও এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়—

"নারী পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য।"

কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের মূল সুর এই ইস্তেহারের তন্ত্রে বাঁধা। নজরুলের সাম্যবাদী চেতনা-সমৃদ্ধ কবিতাগুচ্ছ 'লাঙলে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের কয়েক ঘন্টার মধ্যে নিঃশেষিত হয়। পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশকের পক্ষ থেকে জানানো হয় —

"আমরা গতবার ৫ হাজার 'লাঙল' ছেপেছিলাম — কয়েক ঘন্টার মধ্যে সমস্ত কাগজ ফুরিয়ে যাওয়াতে কলকাতায় অনেকে কাগজ পাননি। এবং মফঃস্বলে একেবারেই কাগজ পাঠানো যায়নি। ঐ সংখ্যার প্রধান সম্পাদক কাজী নজরুলের 'সাম্যবাদী' পাঠকগণের আগ্রহাতিশয্যে পুস্তকাকারে বের করা হ'ল, দাম করা হয়েছে দু'আনা।"

সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছে মোট এগারোটি কবিতা স্থান পেয়েছে — সাম্যবাদী, ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, চোর-ডাকাত, বারাঙ্গনা, মিথ্যাবাদী, নারী, রাজা-প্রজা, সাম্য ও কুলি-মজুর। পরে কবিতাগুলি কবির 'সর্বহারা' (প্রথম প্রকাশ ১৯২৬) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়।

দুই.

কাজী নজরুল ইসলামের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশি দূর এগোয়নি। জন্ম বোহিমিয়ান কবি বিদ্যার্জনের জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন এবং অনতিবিলম্বে বিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে শিয়ার সোল হাইস্কুল থেকে প্রি-টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনের সৈনিক রূপে যোগদান করেন এবং সেখানেই নজরুলের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সমাপ্তি। একটি ধর্মভীরু দরিদ্র মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করে জীবনের কোন্ পাঠশালায় তিনি অধিগত করেছিলেন মানবতার ধর্ম — বৈচিত্র্যের ধর্ম? নজরুল প্রয়াণের ৪০ বছর পরেও আজকের নজরুল গবেষক মেলাতে পারেন না তাঁর জীবন ও সাহিত্য-দর্শন কে। বাংলা দেশের অধিকাংশ গবেষক যেমন নজরুল কাব্যের বহিরঙ্গে ইসলামী শব্দানুষঙ্গ দেখে তাঁকে একজন খাঁটি মুসলিম প্রমাণ করে গণ্ডা গণ্ডা ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন; তেমনি আমাদের বঙ্গে একদল গবেষক নজরুল কাব্যে সনাতন হিন্দুধর্মের বহু অনুষঙ্গ এবং হিন্দু পুরাণ-নির্ভর ভক্তিগীতির দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেন নজরুল একজন 'অসাম্প্রদায়িক মুসলমান কবি।' কোনো এক অজ্ঞাত কারণে

যদি নজরুল রচনা সমগ্রের নামপত্রগুলি নষ্ট হয়ে যায়, তবে ভবিষ্যতের গবেষক নজরুল রচনা সম্ভার নিয়ে অবশ্যই বিভ্রান্ত হবে এবং দু'জন পৃথক কবির অস্তিত্ব বিষয়ে সুনিশ্চিৎ সিদ্ধান্ত নেবে। তাঁদের মধ্যে একজন ইসলামের একেশ্বরবাদী খাঁটি মুসলিম এবং অন্যজন অবশ্যই ব্রতচারী ভক্ত হিন্দু।

তিন.

নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের আলোচনার সূত্রপাত এখান থেকেই। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ-ইতিহাসকার বিবিধ ভারতবর্ষের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসন্ধান করেছেন। অন্যদিকে ক্ষমতাশালী ভারতবর্ষের প্রশাসন বিচিত্র সম্পদশালী ও বিচিত্র মানব সম্পদ-সমৃদ্ধ মহাভারতের কথা মুখে আওড়ে কার্যক্ষেত্রে জুলুম বা নিজের মত, ধর্মদর্শন, সংস্কৃতি সমগ্রের উপর চাপানোর রণকৌশল শানিত করেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের অজুহাতে যে মহাভারত গঠনের আহ্বান এবং সেই বার্তা নিয়ে অর্জুনের ভারত পরিক্রমা, তা আসলে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের উপর আর্য সংস্কৃতির অধিকারূঢ় জুলুম — এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। প্রতিষ্ঠান তথা সরকারী কার্যকলাপে আজও সেই পরম্পরা চলে আসছে। কেউ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারল না — বৈচিত্র্যের মধ্যেই ভারতবর্ষের পূর্ণস্বরূপ লুক্কায়িত; অতএব সেই বৈচিত্র্য রক্ষায় আমাদের আন্তরিক শুশ্রুষা প্রয়োজন।

সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের মধ্যে প্রতিফলিত নজরুলের সাম্যবাদী দর্শন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত বক্তব্যকে অনেকেই ধান ভানতে শিবের গীত মনে করতে পারেন। আমাদের প্রতিপাদ্য এই বৈচিত্র্যের দর্শনে বাঁধা নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ তথা সমগ্র সাহিত্যজগৎ। এই বৈচিত্র্য তাঁর কবিতাবিষয় নয়, এই বৈচিত্র্য নজরুল কাব্যের ভাবজগৎ। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষকে তিনি শুধু মুসলমানের ভাবেননি কিংবা শুধুমাত্র হিন্দুর দেশ ভাবেননি। বাংলা সংস্কৃতি তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি। একইভাবে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরও ব্যাপকতর। সেই ব্যাপকতর সংস্কৃতির সাহিত্যরূপ নির্মাণ করেছেন নজরুল। নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের ব্যঞ্জনা এখানেই।

চার.

নজরুলের কবিতায় ইসলামিক ঐতিহ্যের একটি সমন্বিত রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। ইসলামিক ঐতিহ্যের সমন্বিত রূপ হলেও তাঁর কাব্য ইসলাম-নিরপেক্ষ ব্যক্তিচিত্তেও সমান রসাবেদন সৃষ্টি করে। এমনটি হওয়ার কারণ নিহিত আছে নজরুলের সংবেদনশীল মানসিকতায়। নজরুল একটি বিশেষ সম্প্রদায়গত ঐতিহ্যে নিজেকে সম্পৃক্ত না রেখে বংলার লোকসংস্কৃতির যে ঐতিহ্য হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ জনচিত্তে প্রবাহিত তাতে নিমজ্জিত হয়ে আবহমান বাংলার মধ্যে তাঁর কবিপ্রাণের মুক্তির সূত্র অন্বেষণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আর এই জন্যই বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায়ের সামাজিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য একসূত্রে গ্রথিত করে বাংলার সাহিত্যের প্রকৃত ধারাকে সমুন্নত করেছেন। নজরুল কাব্যের ভাবজগতই বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত ধারা বলে আমরা মনে করি। এই ঐতিহ্যকে কাব্যরূপ দিতে তিনি একদিকে ইসলামিক ঐতিহ্যের সুসম্মত রূপ, অন্যদিকে হিন্দু পুরাণ-সংস্কৃতির মানবমুখী ভাবনাকে একত্রিত করেছেন। এর পেছনে নজরুল কবিমানসে কার্যকর ছিল সমন্বয়ধর্মী চেতনা — যে চেতনার মধ্যে ছিল ধর্মসম্প্রদায়হীন এক মানবচেতনা। এই সাম্যবাদের চেতনা তাঁকে ধীরে ধীরে এমন এক বোধিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেখানে তিনি ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সোচ্চারে উচ্চারণ করেছিলেন —

মোরা একবৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দুমুসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।

আবার সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের 'সাম্যবাদী' কবিতায় উপরোক্ত বক্তব্যকে প্রসারিত করে উচ্চারণ করলেন —

গাহি সাম্যের গান —
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!

নজরুল কাব্যপাঠে আমাদের সতত সচেতন থাকতে হবে। তাঁর কাব্যে ইসলামিক মিথ বা হিন্দু পৌরাণিক মিথের ব্যাপক ব্যবহার দেখে আমরা যেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত না-হই ঃ এ তাঁর ইসলামের একেশ্বরবাদী দর্শনকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, অথবা, সাহিত্যের মূল স্রোতে কবিযশ সুনিশ্চিৎ করার জন্য সনাতন হিন্দু ধর্মলম্বীদের স্বজনপোষণ। বরং নিবিড়ভাবে নজরুল কাব্য পাঠ করলে তার সারাৎসার হিসেবে বেরিয়ে আসবে একটি কথা — তিনি বাংলাপ্রাণের যৌথ স্পন্দনকে সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের অর্ধনির্মিত মূর্তিকে পূর্ণতা দিয়েছিলেন।

বিষয়টিকে একটু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও বিশ্লেষণ করা যায়; নজরুল কাব্যে ইসলামিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন কোনো ধর্ম চেতনার ফলশ্রুতি নয়, ধর্মীয় আবেগের রূপায়ণও নয়। তিনি কাব্যসাহিত্যের মূল অঙ্গনে অবহেলিত ও অপাংক্তেয় মুসলিম মানস-ঐতিহ্যকেই কবিতার আসরে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে সেই জাতীয় সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের একটি অবহেলিত ধারাকে বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি বাংলা কবিতা-ক্ষেত্রের বৃত্ত প্রসারে নিষ্ঠাবান কবিকর্মীর দায়িত্ব পালন করলেন এবং ইতিহাসের সার্থক মূল্যায়ন করে বিশ্বভাতৃত্ববোধের ক্ষীণ ধারাকে পুষ্ট করে সচেতন মননশীল মানবমুখিনতার জয়গান উচ্চারণ করলেন। অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন —

"নজরুলের এই প্রবণতার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল স্বদেশপ্রেম। স্বদেশপ্রেম জাতির চিরকালীন প্রবণতা। দেশের মাটি, মানুষ, সংস্কৃতি, শিল্প চেতনা, ভাষা ভৌগলিক রূপ, প্রকৃতি ইত্যাদির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম বিকশিত ও পরিণত হয়। দেশ ও জনগোষ্ঠীকে আত্মীয়তাবোধে চিনে নিলেই হবে না; দেশ ও জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্খা ও স্বপ্ন কামনাকে রূপ প্রদান করাও স্বদেশপ্রেমের অন্যতম শর্ত। দেশপ্রেমিক কবি শুধু দেশের নিসর্গ বন্দনায় কবি প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ রাখেন না; তিনি জাতীয় মুক্তি আকাঙ্খায় মৌল রূপ ও কামনা-বাসনাকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হন।"

নজরুলের কবিতায় যে সাম্যবোধ, মানবতা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী চিন্তাধারা লক্ষ করা যায় তা আসলে তাঁর কবি মানসিকতার মৌল প্রকাশ। তিনি মূলত কবি বলে এবং সমকালীন আন্তর্জাতিকতাবাদ তাঁকে শিক্ষিত করেছিল বলে তিনি ধর্ম ও ধর্মীয় জাতীয়বাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। এমন এক ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থার আধা-সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় তাঁর জন্ম যেখানে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক চেতনাপেক্ষা ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক চেতনা অনেক গভীর ছিল। সামাজিক বিভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে নব-জাগরণের যুক্তিবাদী জীবনবোধে অভিস্নাত নজরুল ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চাইলেন। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতেই পারি, অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রকাশে নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যসাহিত্যে অনন্য।

পাঁচ.

মার্কসীয় সাম্যবাদের আলোকে কবি নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ বা তাঁর তাবৎ সাহিত্য-সাংবাদিকতায় প্রতিফলিত সাম্যবাদের আদর্শে বিস্তর ফারাক আছে। যদিও মার্কসীয় সাম্যবাদের আদর্শে দীক্ষিত হওয়ার অনেক সুযোগ ছিল কবির। ৪৯ নং বাঙালি পল্টন ভেঙে যাওয়ার পর নজরুল কলকাতায় ফিরে যাঁদের বন্দুত্বপূর্ণ সাহচর্যে কাব্যজীবন ও সাংবাদিকতা শুরু করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কাকাবাবু মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কবিকে বিপুলভাবে আলোড়িত করেছিল। 'আগলভাঙা' কবিতাটি কবি রুশ বিপ্লবে প্রাণিত হয়েই রচনা করেন। ১৯২১ সালে বঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাতেও নজরুল সক্রিয় ছিলেন; এবং এই পরিকল্পনার কাব্য নিদর্শন তাঁর 'প্রলয়োল্লাস' কবিতা। নিয়মমাফিক আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও বঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্বীকৃত 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ পার্টি'র উদ্যোগে ১৯২৫ সালে 'লাঙল' পত্রিকা প্রকাশিত হলে নজরুল তাঁর প্রধান সম্পাদক মনোনীত হন। আবার এই সাম্যবাদী আবেগ-চেতনা থেকেই তিনি শ্রমিক-কৃষকদের সভায়, মৎসজীবীদের সম্মেলনে, যুব সম্মেলনে কিংবা ছাত্র সম্মেলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের অধিকাররক্ষা এবং মুক্তি সংগ্রামে কবি আপোসহীন হলেও তিনি ছিলেন অংশত ভাববাদী। মার্কসীয় সাম্যবাদ বস্তুবাদী, কবি নজরুল সেই অর্থে বস্তুবাদী ছিলেন না। এককথায় নজরুলের মধ্যে শ্রেণীসচেতনতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি, অথচ প্রকটিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের অন্যতম কবিতা 'কুলিমজুর' কবিতায় কবি বলেছেন —

হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দুপাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

মার্কসীয় দর্শন অনুসারে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই প্রধান কথা এবং এই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে সচেতন বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র-এর ক্রম পরম্পরায় মেহনতি মানুষে (শুদ্র) জাগরণ ও শাসনযন্ত্র অধিগত করার বিবেকানন্দীয় সূত্র অনুসারে বিপ্লব তরান্বিত হবে না। নজরুলের সাম্যসূত্র কোথাও কোথাও বিবেকানন্দের বিবর্তনের মতবাদের সঙ্গে মেলে। যেমন তিনি একটি কবিতায় বলেছেন —

কালের চক্র বক্র গতিতে ঘুরিতেছে অবিরত
আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে, কাল তারা পদানত!
        আজি সম্রাট কালি সে বন্দী,
        কুটিরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী,
কংস কারায় কংসহন্তা জন্মিছে অনাগত,

তারি বুক ফেটে আসে নৃসিংহ, যারে করে পদানত।

ছয়.

নজরুলের কবিতায় প্রতিফলিত সাম্যবাদী আবেগের বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় —

ক) ধর্ম-বর্ণ-ভাষা কিংবা সম্প্রদায়ের ভিন্নতা নিয়ে যুগে যুগে মানুষের মধ্যে যে অমানবিক বিভেদ মজ্জায়িত, নজরুল সেই ভেদাভেদকে স্বীকার করেন না। তাঁর কাছে মানব হৃদয়ই সবচেয়ে বড় মন্দির - কাবা; ভালোবাসাই একমাত্র নৈবেদ্য, প্রার্থনা সংগীত —

মিথ্যা শুনিনি ভাই
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় মন্দির-কাবা নাই।

খ) বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের ঐক্য নজরুল কাব্যের প্রাণ। বিচিত্রভাবে প্রকাশিত মহাশক্তিকেই তিনি আল্লা-ভগবান-ঈশ্বর বলেছেন — 'সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি।'

গ) নারীদের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি নজরুল কাব্যে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বিপ্লবী-বার্তা প্রকাশিত। সেই অর্থে পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নজরুলই প্রথম পুরুষ কবি।

সাম্যের গান গাই —
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণ-কর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ বৈষম্য, আচার-সংস্কার, ইতিহাস-রাজনীতি সবই যে পুরুষদের ভোগ-স্বাচ্ছন্দের জন্য পরিকল্পিত নজরুল তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন —

কোন্ রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে!

ঘ) বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কার্ল মার্কস বলেন, মানব সমাজের ইতিহাস শোষক ও শোষিতদের নিয়ত শ্রেণী সংঘর্ষের ইতিহাস। যুগে যুগে ধনিক শ্রেণী দরিদ্র শ্রেণীকে শোষণ করে আসছে। শ্রেণী সচেতন বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ধনতন্ত্রের পরাজয় ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। বলা বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানেই সাম্যবাদ নয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার অনুকূল অবস্থা।

নজরুল কাব্যে মার্কসকথিত অর্থনৈতিক সাম্যবাদের পূর্ণবয়ব পরিস্ফুট না হলেও রুশ বিপ্লব-জাত প্রেরণা থেকে তিনি সোচ্চারে মেহনতি মানুষের উত্থানের কথা বলেছেন। তাঁর 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের 'ফরিয়াদ' কবিতায় সেই মেহনতি মানুষের উত্থান-সংগীত ধ্বনিত —

ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিক' আর!
'মরিয়া'র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে মার মার!
রক্ত যাছিল ক'রেছ শোষণ,

নিরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ!
শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান —
'জয় নিপীড়িত জনগণ জয়! জয় নব উত্থান!
জয় জয় ভগবান!

নজরুলের কাব্য জীবন ও আপোষহীন সাংবাদিকতার কলম অনুধাবন করলে তাঁর সাম্যবাদী আবেগের বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়বে। কাব্যাদর্শে ও সাংবাদিক-আদর্শে তিনি কতখানি আপোসহীন ছিলেন তা বোঝা যায় ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থ নিষিদ্ধ ঘোষণায় ও সাংবাদিক-সম্পাদক নজরুলের কারাবরণের ইতিহাস থেকে। একথা সত্য তাঁর সাম্যবাদী আদর্শ যতখানি মানবতার আবেগে প্রতিষ্ঠিত, ততখানি মার্কসীয় অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু পরাধীন ভারতে পূর্ণ স্বরাজের আন্দোলন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি ভূমিকে নজরুল শক্তজমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সন্দেহ নেই। অন্যদিকে ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভাজিত ভারতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রকৃতধারা তিনি জ্ঞানচক্ষে অবলোকন করেছিলেন এবং সেই উদার উন্মুক্ত ভাবনা থেকে কাব্য সাধনা করেছিলেন। নজরুলের বাঁধনহীন উচ্ছ্বাসের মূলে নিহিত ছিল এই প্রকৃত বৈচিত্র্যের দর্শন — যা আমাদের উপমহাদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি চর্চার মূল-সূত্র।

**উল্লেখপঞ্জি :**

১। নজরুল স্মৃতি — বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত।
২। কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা — মুজফ্ফর আহ্মেদ।
৩। নজরুল রচনা সম্ভার — আব্দুল আজীজ আল আমন সম্পাদিত।
৪। নিষিদ্ধ নজরুল — শিশির কর।
৫। কবি নজরুল ও তাঁর কবিতা — ডঃ কৃষ্ণগোপাল রায়।
৬। বাংলা সাহিত্যে নজরুল — আজাহার উদ্দীন খান।
৭। বিদ্রোহী কবি — বিদ্রোহী সম্পাদক (প্রবন্ধ) — জ্যোতির্ময় ঘোষ।
৮। 'পশ্চিমবঙ্গ' — কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম শতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা।

# নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা : প্রেক্ষিত ও প্রবণতা

ড. আনিসুর রহমান

প্রাক্তন ছাত্র

বিংশ শতাব্দীর আটের দশক থেকে উপমহাদেশের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধারা বা দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটে, যা Subaltern Historigraphy 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা' নামে প্রসিদ্ধ। কতগুলো প্রশ্নকে সামনে দাঁড় করে ভারতীয় ইতিহাস চর্চাকে ঢেলে সাজাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন রণজিৎ গুহ-র নেতৃত্বে ক'জন প্রাজ্ঞ, কৃতবিদ্যা ঐতিহাসিক চিন্তাবিদ। তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পুরোটা সর্নিবদ্ধ রাখেন উপমহাদেশের ইতিহাস চর্চার ঔপনিবেশিক কালপর্বের ওপর। এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠী মনে করেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও ভারতবর্ষ তার আরদ্ধ স্বপ্ন সঠিকভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হয়নি। ঔপনিবেশিক আমলে শোষণ-বঞ্চনা যেমন ছিল, তেমনি আছে। তার গুণগত ও মৌলিক পরিবর্তন ঘাটেনি। শুধু শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। বিদেশি শাসকের কুর্শিতে দেশি শাসক বসেছে।

ইতালির দার্শনিক ও কমিউনিস্ট নেতা আন্তোনিও গ্রামশি Antonio Gramsci (১৮৯১-১৯৩৭) তাঁর বিখ্যাত 'কারাগারের নোট বই' Notebooks (১৯২৯-১৯৩৫) গ্রন্থে 'সাবঅল্টার্ন' (subaltern) শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছেন। তিনি মুসোলিনির কারাগারে বন্দি অবস্থায় জেলখানার সেন্সরশিপ এড়ানোর জন্য আলোচ্য গ্রন্থে মার্কসীয় পরিভাষা সরাসরি ব্যবহার করেননি। তিনি মার্কসীয় দর্শনকে বলেছেন 'প্রাক্সিসের দর্শন' এবং সর্বহারাকে বলেছেন 'প্রলেতারিয়েত'। ইতালি ভাষায় 'সুবলতের্নো' (subalternd) তথা ইংরেজি পরিভাষায় সাব-আল্টার্ন (Subaltern) শব্দটি গ্রামশি সরাসরিভাবে 'প্রলেতারিয়েত' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আন্তোনিও গ্রামশি হোজিমনির অনুষঙ্গে ডমিন্যান্টের (dominant) বিপ্রতীপে সাব-অল্টার্ন বা নিম্নবর্গের সংজ্ঞায়ন করেছেন।

গ্রামাশি সমাজে ক্ষমতা বিন্যাসকে দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যার এক প্রান্তে থাকে প্রভুত্বের অধিকারী 'ডমিন্যান্ট শ্রেণি' (domunant class, dominant groups, hegemony, Elite classes) এবং অপর প্রান্তে থাকে এদের অধীন 'সাব-অল্টার্ন শ্রেণি'। অধস্তন, ক্ষমতাহীন, আধিপত্য শূন্য, নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত এবং শ্রেণি, বর্ণ, বয়স, লিঙ্গ, পেশা, বিত্ত বা গোষ্ঠী নির্বিশেষে একযোগে বঞ্চিত শ্রেণিকে 'নিম্নবর্গ' বলা হয়েছে। ফলে প্রভুত্ব, প্রতাপ, কর্তৃত্ব বা শাসনের বিপরীতে অধীন, দলিত, শোষিত, নিপীড়িত প্রভৃতির 'দ্বিমাত্রিক' (Binary) অনুষঙ্গে নিম্নবর্গ শব্দটি বিজড়িত। ফলে 'নিম্নবর্গ' প্রতাপ ও আধিপত্যের বিপরীতে 'অপর' (other) হিসাবে বিরাজ করে।

Subatern Studies-এর লেখক গোষ্ঠীর প্রধান উদ্যোক্তা রণজিৎ গুহ-র সম্পাদনায় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে Subatern Studies-এর প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয়। তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজি Subaltern শব্দের পরিভাষা হিসাবে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেছেন। তিনি শব্দটির ইংরেজি অর্থ করেছেন—

> "Of inferior rank... This is expressed in terms of class, caste, age, gender and office or in any other way."[১]

প্রাথমিক পর্বে ভারতবর্ষ, ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা সাব-অল্টার্ন তথা নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় বিরোধিতা করেছিলেন। সাম্প্রতিককালে রণজিৎ গুহ, জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, ডেভিড হ্যার্ডম্যান, শাহিদ আমিন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্র, গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, সুমিত সরকার প্রমুখ এই বিদ্যাচর্চাকে

(Studies of School) ক্রমশ প্রসারিত করে চলেছেন।

সাব-অল্টার্ন স্টাডিজের প্রবক্তাগণ একেবারে নিচুতলার দৃষ্টিকোণ থেকে (From the Perspective of the Peasants Under class) ইতিহাস লিখতে চেয়েছেন। ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের রেকর্ড, বইপত্রের ফাঁক-ফোঁকর, শূন্যতা প্রভৃতি দিকগুলি ভরাট করার প্রয়াসী হয়ে নতুনভাবে ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তারা বলেন, ইতিহাস রচনা করতে হবে নিম্নবর্গীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে; দরিদ্র চাষিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তথা বঞ্চিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কেবল সরকারি দলিল দস্তাবেজ, তথ্য-প্রমাণাদি প্রাপ্ত বিবরণই ইতিহাস নয়। কারণ এক পক্ষের কাছে যা বিদ্রোহ; অন্যপক্ষের কাছে তা নৈরাজ্য হতে পারে। তাই সাব-অল্টার্ন স্ট্যাডিজের প্রবক্তাগণ সমাজ ব্যাখ্যা এবং ইতিহাস চর্চার প্রথাগত (traditional) অভিধা, 'আকল্প' (Paradigm) ভেঙে দিতে চেয়েছেন। ফলে আধিপত্যবাদী ও আধিপত্যকামী শক্তি নিম্নবর্গকে মূক সদৃশ ভেবে ইতিহাস রচনা করলেও শোষণের জবাব, নিম্নবর্গ কালের পরিক্রমায় সচেতনভাবে দিয়ে এসেছে। সাব-আল্টার্ন স্টাজিজের প্রবক্তাগণ নিম্নবর্গের প্রতিবাদী রূপটিই (History from the below/voice of the margin) প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায়।

নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার বহুকাল আগে থেকেই সমাজে বৈষম্য-অসাম্যের ধারণা উঠে এসেছে। সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান বৈষম্য-অসাম্যের ধারণা থেকেই সামাজিক স্তর বিভাজন প্রসঙ্গে গ্রিসের মূর্তিমান মনীষা অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিঃপূঃ) বলেছেন—

> "It is thus clear that these are by nature free men and slaves, and that servitude is just and agreeable for the later... Equally the relation of the mate to the female is by nature such that one is superior and the other inferior, one dominates and the other is dominated."[২]

সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানে বসবাসকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে তাদের সামাজিক মর্যাদা, বিত্তগত শ্রেণি, লিঙ্গগত পরিচয় দান, বর্ণগত অবস্থা, ধর্মীয় অবস্থা, পেশা ইত্যাদি বৈশিষ্টের নিরিখে স্তর বিভাজনের প্রচেষ্টা প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল।

এক্ষেত্রে কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট ভাবে সমাজে অর্থনৈতিক মানদণ্ডের নিরিখে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অবস্থানকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। মার্কসীয় সমাজতত্ত্বে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা ও অমালিকানার নিরিখে সামাজিক শ্রেণি সমূহকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এভাবে মানব ইতিহাসের প্রত্যেকটি শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় 'মালিক শ্রেণি' ও 'শ্রমিক শ্রেণি' নামের দুটি বিপরীত শ্রেণি জন্মলাভ করে। ফলে শুরু হয় ন্যায়-অন্যায়, সাম্য-অসাম্য, রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শগত নানা তর্ক-বিতর্ক। শ্রেণিদ্বন্দ্ব মার্কসীয় পরিভাষায় ব্যক্ত হয়েছে—

> "Free man and slave, Particean and Plebeian, Lord and serf, guild-master and journey man, in a world oppressor and oppressed stood in contant opposition to each other, carried on an interrupted, how hidden, now open fight, a hight that each time ended, either in a revolutionany reconstitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes."[৩]

কৃতবিদ্যা ধ্রুপদী মার্কসীয় সমাজ তাত্ত্বিকগণের মতানুসারে, বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত এ দুটোই স্বীকৃত শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত। অবশ্য ইতালিয় তাত্ত্বিক, সংগঠক ও মার্কসীয় তত্ত্বের অনুসারী আন্তোনিও গ্রামশি ধ্রুপদি মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিকগণের মতো সাব-আল্টার্ন বা প্রলেতারিয়েত সর্বহারা বা নিম্নবর্গ বলতে শুধুমাত্র শ্রমিক শ্রেণিকেই

বোঝান নি। সাব অল্টার্ন স্টাডিজের কৃতবিদ্য ঐতিহাসিকদের আলোচনা, বিশ্লেষণ ও গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী নিম্নবর্গের সংজ্ঞায়নগুলি তুলে ধরা যেতে পারে—

রণজিৎ গুহ : 'গরিব চাষি, প্রায় গরিব ও মাঝারি চাষি, নির্বিত্ত ভূস্বামী, হীনবল গ্রামভদ্র, সম্পন্ন মাঝারি কৃষক, গরিব শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রাম ও শহরের গরিব জনতা, আদিবাসী ও নারী নিম্নবর্গ।'

The term 'People' and subaltern classes have been used as synonymous throughout this note. The social groups and elemeents included in his category represent the demographic difference between the total Indian population and all those whom we have described as the Elite'.[৪]

সুমিত সরকার : 'আদিবাসী, নিম্নবর্গের কৃষি শ্রমিক, বর্গাচাষি, বাংলার পদমর্যাদায় মধ্যবর্তী জাতি বর্ণের ভূমির অধিকারী কৃষক ও এ স্তরের মুসলমান, শহুরে বৈমাত্তিক শ্রমিক, খামার-খনির শিল্প শ্রমিক, কৃষিক্ষেত্রে শ্রমদাতা শ্রমিক প্রভৃতি শ্রেণি নিম্নবর্গ।'[৫]

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক : 'নিরক্ষর কৃষক, আদিবাসী, নিম্নশ্রেণির শহুরে সর্বহারা, নারী প্রভৃত নিম্নবর্গ।'[৬]

দীপেশ চক্রবর্তী : ভদ্রলোক পরিবারে গৃহকাজে নিযুক্ত ব্যক্তিকে নিম্নবর্গ বলেছেন—

"The Physically harder part of domestic labour, one could reasonably assume, would have been performed by hired servants (or, retainess) in many bhadralok families Subaltern group whose histories we have not even began to imagine."[৭]

জ্ঞান পান্ডে : 'অচ্ছুত গৃহভৃত্য, নিরক্ষর অনগ্রসর জনগোষ্ঠী আদিবাসী, নারী, শিশু ও অসংখ্য প্রান্তিক অপর শ্রেণিকে বলেছেন নিম্নবর্গ।'[৮]

অশোক সেন : 'সমস্ত জনগণের মধ্যে যাঁরা শ্রেণি, বর্ণ, জাতিবর্ণ, বয়স, লিঙ্গ, পেশা কিংবা অন্য যে কোনো স্তরবিভাজনের বিচারে অধস্তনেরা নিম্নবর্গ।'

"The term subaltern is used to enote the entire people that is subordinate in term of class, caste, age, gender and office, or in any other way."[৯]

হীরা সিং : ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ কাঠামো ও নিম্নবর্গের প্রতিবাদ প্রতিরোধের প্রাত্যহিকতায় জাতি, বর্ণ, প্রথা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"[১০]

**সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠীর মতানুসারে নিম্নবর্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমূহ—**

- নিম্নবর্গের কর্মকাণ্ড স্বতঃস্ফূর্ত বিশেষ করে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন অমান্য করে।
- নিম্নবর্গের বিদ্রোহ চেতনায় নঞর্থক চেতনা ও ধর্মীয় মনোভাব প্রাধান্য পায়।
- নিম্নবর্গর গুজবে বিশ্বাসী, ধর্মীয় বিশ্বাসে গোঁড়া, অলৌকিকতায় বিশ্বাসী, আঞ্চলিকতায় বিশ্বাসী ধর্মনিরপেক্ষতার অভাব থাকে।

- ধর্মীয় কারণবশত শারীরিক পবিত্রতার ধারণা থেকে নিম্নবর্গ উচ্চবর্গের গায়ে হাত তুলতে পারে না।
- দারিদ্র্য ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অধীনতার কারণে শ্রেণি সংহতি জন্মলাভ করে এবং গোষ্ঠীগত নববর্ণগত উপলব্ধি থেকে শ্রেণি চেতনা জন্মলাভ করে। ফলে সম্প্রদায় প্রীতি ও ভাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে।
- নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, ভৌগোলিক সীমা-সংহতির মধ্যে বসবাস ও জীবিকা অর্জনে অভ্যস্ত এবং বৈবাহিক সম্পর্কে স্থানীয়তায় বিশ্বাসী।
- সমগোত্র ও রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তাকে প্রাধান্য দেয়।
- ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে অমার্জিত এবং লোকায়ত আচার-আচরণ-সংস্কারে বিশ্বাসী।
- তাদের প্রতিবাদ প্রতিরোধ চেতনা সহজাত হলেও যুক্তি দ্বারা চালিত এবং শোষণ বঞ্চনা থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা শ্রেণি শত্রু চিনে নিতে সক্ষম।
- দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও অভাবজনিত কারণে চুরি, ডাকাতি ও হিংস্র আচরণ করে থাকে।
- নিজেদের নিম্নবর্গত্ব দূর করার জন্য শত্রুর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানালেও শেষ পর্যন্ত উন্নত সংস্কৃতি গ্রহণ করে নিজের শ্রেণিকে অস্বীকার করতে চায়।
- তারা প্রভু শক্তির স্বার্থানুযায়ী স্বার্থসিদ্ধি করে এবং অবস্থার চাপে, চৈতন্যের অন্তর্দ্বন্দ্বে অনেক ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের হয়ে কাজ করে।

ফলে শ্রেণি, বর্ণ, জাতি, বিত্ত, পেশা, পদমর্যাদা, লিঙ্গ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, অবস্থান প্রভৃতির সাপেক্ষে বাঞ্চিত শ্রেণিই নিম্নবর্গ। নিম্নবর্গ শিক্ষায়, রাজনৈতিকভাবে, সামাজিক মর্যাদায় অনগ্রসর ও অনুন্নত। মোটকথা অধঃস্থ, ক্ষমতাহীন, দুর্বল, কর্তত্বহীন, রুচিহীন, বর্বর, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, নিরক্ষর, অশুচি, অচ্ছুত, অস্পৃশ্য, শূদ্র, ব্রাত্য, চাষি, ক্ষেতমজুর, দলিত, দাস, হরিজন, অনার্য বা আদিবাসী, শোষিত, বঞ্চিত, উপেক্ষিত ও সর্বহারা শ্রেণিকে একবোগে নিম্নবর্গ বলা হয়।

নিম্নবর্গের বিপরীতে অবস্থানকারী শ্রেণিই উচ্চবর্গ। প্রাধান্যভোগী, ক্ষমতাবান, কর্তৃত্ব পরায়ণ, অভিজাত শ্রেণি, শিক্ষিত, শুচি, ব্রতচারী, ভূস্বামী, ব্রাহ্মণ, আর্য, বুর্জোয়া, শাসক প্রভৃতি শ্রেণিকে একযোগে উচ্চবর্গ (Elite class) বলা হয়। ভারতীয় সমাজ ইতিহাসে তপশিলি জাতি (SC), তপশিলি উপজাতি বা আদিবাসী (ST), অন্যান্য অনগ্রসর তথা হিন্দু মুসলিম প্রজাতি (OBC) উচ্চবর্গের অধীন হলে তাদেরও নিম্নবর্গ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

নিম্নবর্গ ও উচ্চবর্গ প্রত্যয় ক্ষমতার সম্পর্কে অধিক বেশি তাৎপর্য বহন করে। ক্ষেতমজুর হিসাবে স্বামী-স্ত্রী একই শ্রেণিভুক্ত হলেও পরিবারের আধিপত্যের দিক থেকে স্বামী উচ্চবর্গের, স্ত্রী নিম্নবর্গের। ছাত্র-শিক্ষক একই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি হওয়ার সত্ত্বেও আধিপত্যের দিক থেকে শিক্ষক উচ্চবর্গের, ছাত্র নিম্নবর্গের। সাম্প্রতিককালে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চায় Literary hegemony ও Cultural hegemony গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে নিম্নবর্গকে ভাষা, শিক্ষা, লেখন সক্ষমতা, ধর্ম, আচার-আচরণ, ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনের অধিকার, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, অভিবাদন, অগ্রগণ্যতা, দূরত্ব, প্রসাধন, অলংকার, পোষাক-পরিচ্ছদ, পরিবহন ব্যবস্থা, বাসস্থান প্রভৃতির মানদণ্ডে বিচার-বিবেচনা জরুরি। তাই সমাজের একেবারে নীচের তলার বাস্তবতা বোঝাতে হলে এবং বুঝতে হলে ব্যক্তি প্রক্ষেপ ছাড়া নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস চর্চা করতে হবে।

তথ্যসূত্র


১. Ranajit Guha : Subaten Studues Oxford University Press; Delhi, 1982, preface, P. VIII.

২. Rosemary Crompton Class And Stratification; An Introduction to the Current Debates, Cambridge Polity Press, 1966, P.)

৩. ibid, P. 23

৪. Ranjit Ghuha : On Some Aspects of the Historigraphy of Colonial India Subattern Studies 1, OUP, 1982, p.8

৫. Sumit Sarkar : The Conditions And Nature of Subaltern Militancy Bengal from swadeshi to Non Co-operation (1905-1922); Subalten Studies III, OUP, 1984, P. 272-273

৬. ibid, P-25

৭. Dipesh Chakroborty : The Diffreence Deferral of a Colonial Modernity Public Debates on Domesticity in British Bengal; Subaltern Studies VIII, OUP, 1994, P.62

৮. Gyran Pandey : The Prose of Otherness; Subaltern Studies VIII, OUP, 1994, P. 191-198.

৯. Asoke Sen : Subaltern Studies : Capital, Class and Community, Subaltern Studies V, OUP, 1987, P. 203-204.

১০. Hira Singh : Caste And Peasant Agency to Subaltern Studies Discouse : Revisionist Historigraphy; The Journal of Peasant Studies Vol. 30, No-1, Det-2002, P. 125

# অন্তরের চিঠি

সুজাতা রায়
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

সুপ্রিয় কলেজ,

কেমন আছো তুমি? নিশ্চয় ভালো। অনেকদিন ধরেই ভাবি তোমায় একটি চিঠি লিখব। কিন্তু লিখি লিখি করেও লেখা হয়ে ওঠে না। তাই, আজ সমস্ত আলস্য সরিয়ে তোমায় লিখতে বসলাম। এস.এম.এস, মেল, অ্যাপস্ ইত্যাদির যুগে হারিয়ে যাওয়া জিনিসটি লিখতে বসে সত্যি বলছি কিরকম যেন শিহরণ বোধ হচ্ছে। শুনলাম, তুমি নাকি এখন খুবই ব্যস্ত। বহুদিনের সমস্তরকম ধুলোবালি, নোংরা-আবর্জনা, সংস্কার পরিত্যাগ করে নিজেকে আধুনিক করার জন্য নাকি খুবই ব্যস্ত। জানি, আমাকে তোমার মনে পড়ে কিনা! ঘনিষ্ঠভাবে মাত্র তিনটি বছর তোমার সঙ্গে কাটাতে পেরেছি কিন্তু তাতেই মনে হয় যেন তোমার আমার পরিচিতি বহুদিনের। তোমার অন্তরে আমার প্রবেশ ২০১১ সালে। এর আগে অনেক বছর ধরে শুধু দেখতাম তোমায় আর ভাবতাম কবে প্রবেশাধিকার জুটবে তোমার অন্তরে! অবশেষে এল সেই সময়, প্রতীক্ষার হল অবসান। ২০১১ সালে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রী যোগ্যতাসূচক পরীক্ষার গন্ডি পেরিয়ে তোমার দ্বারে প্রবেশ। জঙ্গিপুর কলেজের বাংলা বিভাগের (স্নাতক, সাম্মানিক) ছাত্রী হলাম। এরপর, প্রথম যেদিন ক্লাস করতে গেলাম, সেটি ছিল এক বর্ষাস্নাত দিন। সেদিন কেমন ভিজছিলে বোকার মত! মনে পড়ে? কেউ ছিল না তোমার মাথায় ছাতা ধরার। আসলে, সাধ্যই বা কার তোমার মাথায় ছাতা ধরার। তুমিই তো সবার মাথার ছাতা। তোমার দেওয়ালগুলো বৃষ্টিতে ভিজে স্যাঁতানো গন্ধ ছাড়ছিল, আর পায়ের নীচে ভেজা মাটির গন্ধ। আঃ মনকে ভরিয়ে দেয় এখনো।

অনেকদিন পর মাত্র ক'দিন আগে তোমাকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। এ কী অবস্থা! চেনাই যে যায় না। কোথায় গেলো তোমার দাঁতফোগলা, কোমর ব্যাঁকা, হাড়জীর্ণ, কঙ্কালসার বুড়ো শরীর। এখনতো তুমি নতুন যুগের যেন এক আধুনিক প্রযুক্তিকে গ্রহণ করা স্মার্ট যুবক। না, যুবক নিশ্চয় বলা যাবে না। ৬৬ বছর বয়স তো হয়ে গেলো। ব্যাঁকা হাড় সোজা করে ও প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্য নিয়ে নিজেকে তৈরি করেছো তাতে তোমাকে যুবক না বলে আর কি বলবো! শুধুই কি বাহ্যিক, শুনলাম, তুমি নাকি অভ্যন্তরেও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছো। গোটা কলেজ চলছে কম্পিউটার ও নেট ভিত্তিক আর তার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে অতি আধুনিক লাইব্রেরি। অবাক হলাম, কি করে এত অল্প সময়ে এই অসম্ভব পরিবর্তনটা তুমি করে ফেললে! আমরা তো তোমাকে ছেড়ে এসেছি মাত্র দু-বছর আগে। কলেজে থাকাকালীন তোমার অফিস ও অধ্যক্ষের ঘর ছিল আমাদের কাছে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ স্থান। অনুযোগ তো দূরের কথা, প্রয়োজনে গেলেও আমরা অনেকে লাঞ্ছনা ও অপমানের স্বীকার হয়েছিলাম সেখানে। তখন তো তুমি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নীতিনিয়ম ও আদর্শের কথা ভুলে গিয়ে নোংরা রাজনীতির মধ্যে নিজেকে আটকে রেখেছিল। তবে হ্যাঁ, এর মধ্যেও ব্যতিক্রম ছিল কিন্তু অধিকাংশ অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা। শুধুমাত্র বাংলা বিভাগই নয়, মুগ্ধ করেছিল আমাদের বাণিজ্য, ইংরেজি ও অর্থনীতি বিভাগ। কলেজের এই অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতাই তো সব কিছু ভুলে তোমাকে করে রেখেছে আমার কাছে এত আপন। তুমি তো তাই এত স্মরণীয়। এবার আসি সেই স্মৃতির কথায়।

পুরানো অনেক কিছু তুমি শরীর থেকে বর্জন করলেও পারোনি কিন্তু পুরানো স্মৃতিকে বর্জন করতে। ক্লাসরুম পাল্টেছে, পাল্টায়নি কিন্তু আমাদের দুষ্টুমি চিৎকার, স্যারদের পড়ানোর আওয়াজ আর যাতায়াতের সেই সুবিস্তৃত বারান্দা। এখনো মনে পরে,ক্যান্টিনে ব্রজদার হাতের ঘুগনি। আমি, সুনন্দা, শ্রাবন্তী ও মৌমিতা সবাই মিলে ঘুঘনি খেতে মাঝে মধ্যে ক্যান্টিনে যেতাম। ঘুঘনি হলেই ব্রজদা বলতেন, — 'এখনি খেয়ে যাও গরম আছে, খেতে ভালো লাগবে'। নুরুল স্যারের গান গেয়ে বৈষ্ণব পদাবলী পড়ানো, অসীম স্যারের ছন্দ-অলংকার, হেনা ম্যামের পড়ানো ছোটগল্প এবং বিমল স্যারের উপন্যাস পড়াতে পড়াতে বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে পড়া বোঝানো। অসীম স্যার ছিল যেন গার্জেনস্বরূপ আর বিভাগীয় যেকোন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও সংগঠক ছিলেন নুরুল স্যার। ভীষণ ভীষণ মিস্ করি এগুলি এখন। সেই সময় এ.সি. ছিল না ঘরে, গঙ্গার হাওয়াই ছিল যথেষ্ট। বসন্তকালে কলেজ চত্বরে শুকনো পাতাগুলো হাওয়ার তালে তালে সুর বাঁধতো একে অপরের গায়ে লেগে। হয়তো তোমারও ক্লান্তির ভার কিছুটা কমতো সেই সুরের আওয়াজে। আজও কি তাই হয়?

আচ্ছা, একটা প্রশ্ন করি। এতবছর ধরে ভাগিরথীর পারে একজায়গায় একনাগাড়ে থাকতে তোমার বিরক্ত লাগে না? জানি, তোমার উত্তরটা কি হবে। বলবে, 'এত এত অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মনের মধ্যেই তো আমার অবস্থান। তুমি যেমন একদিন নতুনভাবে এসেছিলে আমার কাছে তেমনি প্রতিবছর ঠিক সেদিনের তোমার মত নতুন নতুন মুখ এসেই চলেছে আমার কাছে। আর সবার ভাবনাচিন্তার মধ্যেই আমি। তাই, আমার নিজেকে পুরানো ভেবে ক্লান্তিতে বিরক্ত বোধের অবকাশ পেলাম না যে কখনো। নিত্যনূতনের মধ্যে যার অবস্থান তার কি কোন সময় বিরক্তি আসে! তবে তোমাদের কথা কিন্তু আমি কখনো ভুলি না'। বুঝেছি বুঝেছি। স্মৃতিচারণে সেই তেঁতুল ভাইটির কথাতো ভুলতে পারবো না। সবাই বসতে চাইতো ঐ তেঁতুল গাছের তলায় আড্ডা মারতে। আমরাও কতবার চেষ্টা করেছি ঐ তেঁতুল গাছের তলায় বসে গল্প করতে। উপরের বারান্দা থেকে তেঁতুলতলা ফাঁকা দেখে যতক্ষণে ছুটে নেমে আসতাম ততক্ষণে জায়গা ভর্তি। বৃথায় যাচ্ছিল আমাদের চেষ্টা। একদিন বিমল স্যারের ক্লাস শেষ হওয়ার পর দেখলাম সেই চত্বর একেবারে ফাঁকা। ব্যাস, তখন ছুটে গিয়ে আমি, সুনন্দা আর শ্রাবন্তী পিঠের ব্যাগটা নামিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে পরলাম। মনে হচ্ছিল, মিউজিক্যাল চেয়ারের মালিকানা আদায় করে ফেলেছি। গাছের সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে তোমার দেওয়াল নামক শরীরটিও সবুজ লাগতো। মনে হত যেন উঁকিঝুঁকি মারছে দুষ্টু বাচ্চারা। কল্পনায় ভাবতাম, গাছটির বিশাল শরীরের কান্ড ও ডালপালা হচ্ছে স্যার-ম্যাডামরা আর পাতাগুলি হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। আমাদের অবিরত আসা যাওয়া সেতো তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া। আমাদের স্মৃতি ধরে রাখা প্রমাণ করে তোমার মনের বিশাল গভীরতা। তোমার আনন্দ ও নিরানন্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে এই আমাদের সফলতা ও বিফলতা। তোমার কাছে আমি ঋণী। তুমি আমার কাছে শুধু একটুকরো নও, একগুচ্ছ স্মৃতি।

অনেক স্মৃতি তোমায় ঘিরে / বলবো তোমায় পত্রে পরে।

কিছু কথা কিছু হাসি / সবাই তোমায় ভালোবাসি।

প্রত্যেক অধ্যাপক-অধ্যাপিকাকে আমার সহস্র প্রণাম এবং বর্তমান পাঠক-পাঠিকাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ইতি — সুজাতা

# STRATEGIC AGRICULTURE REFORMS IN INDIA : A SCENERIO OF FAILURE

**Pritimoy Majumder**
Associate Professor
Jangipur College, Jangipur, Murshidabad
E-mail : pmm_mjdr@rediffmail.com

**Agriculture sector, the backbone of Indian economy, provides maximum employment of the total labour force in India till today. In the 1950s, some 60% of India's workforce used to earn its income from agriculture. Agriculture then contributed 56% to the country's GDP. The percentage of people earning from farming has come down somewhat to 49% till financial year 2011-12, the latest year for which official data is available, but the share of agriculture to GDP has fallen steeply to 16%.** Simply here it is clear that something is not right with the farm sector. A large portion of working population is engaged in agriculture. In 1951, agriculture sector alone provided employment for 98 million people and such number was increased to 235 million in 2001 and was regarded the single largest private sector occupation. Agriculture growth has direct impact on Indian economy particularly on poverty eradication. Apart from it, there are some allied sectors of it like fishing, horticulture, dairy and animal husbandry. On the other side, the liberalization of Indian economy was adopted by the country in 1991 and the government started a new era of economic reforms. Today, Indian agriculture is marked by underemployment, disguised labour, falling output and inefficient marketing system, and there seems no sign of improvement. In fact, things are more confused since agriculture is a State subject in our country, and so policies, initiatives, and expenditure are not the same across the country. Agriculture is so important sector in Indian economy that any structural change is likely to have a corresponding impact on the existing pattern of social financial inequality.

All over the world while globalization creates huge potential for economic development, it also creates new vulnerabilities and insecurities. Though reforms started by India 25 years ago but such reforms have bypassed this particular sector almost. Unfortunately, agriculture attracted few technology players. Practically, Indian agriculture needs more comprehensive and specific reforms which are suitable to the country than those offered by the currently fashionable liberalization-cum-globalization brand. Indian farmers though are accounted in very large number of people is very far too small entities to

stand equitably in competition with the economic giants MNCs or farmers of rich countries. Some Acts like the EC Act and the APMC Act have been brought by the central government in to free farmers from the clutches of dishonest traders; have also become instruments of exploitation in the hands of corrupt officials. Indian agriculture is negatively subsidized. Total investments including private investments, in agriculture is very small i.e., 1.3% of GDP. Less than 15% of total bank credit is being released to farmers but very little portion of it is reaching to small farmers. The share of small farm loans ( Rs. 25,000 or less ) in agriculture credit has come down from 50% in 1990 to 11% in 2007. In the same period of reforms, the share of loan worth Rs. 1 crore or above has skyrocketed by more than 400%.

During the period of reforms poor farmers have faced so many problems. Their financial conditions have deteriorated during the last 25 years. Practically, their situations are becoming grim day to day. Over 85% of rural households are landless, sub-marginal, marginal or small farmers. The problem of issue of land has never been resolved. The picture is more frightening if we take account on irrigated land. The largest displacement is happening in our history in the way like to take agriculture out of the hands of farmers and place it firmly in the hands of large corporations. It is happening not in this way in other sectors like mining etc. but for agriculture only. The policies that have been taken for agriculture in India in most cases have made the farming impossible for small farmers specially. Establishment of SEZs is one example of it. The situation of agriculture in India has not been improved in noticeable way so far. Hunger and incidents of suicides among the farmers have grown fast. Farm incomes have become collapsed. Public investments in agriculture have also become all time low. Millions have moved towards cities and towns to get jobs to be found. Million of farmers have bankrupted. Overall, official statistics show that since 2001, one Indian farmer has committed suicide every half hour. According to the latest census, which was taken for 2011, nationwide, farmers committed suicide at a rate of 16.3 per 100,000 farmers. This was slightly higher than the 15.7 per 100,000 farmers who had committed suicide per 100,000 in 2001. Poverty and debt are likely a large part of the problem. In the last decade, more than **250,000**Indian farmers have killed themselves because of Monsanto's costly seeds and pesticides.

Much has happened to make it a lot worse. At once, the NDA government (PM Atal Behari Bazpai regime) was, however, much worried about the huge stocks of foodgrains in government godowns. Even in June 2005, the government claimed that India was "self sufficient in wheat". But now the situation has forced the government of India to resort to import of wheat. India's wheat imports could surge to a decade high in 2016/17. Indian

millers have signed deals to import at least 500,000 tonnes of Australian and French wheat this year for shipment between July and September as drought reduces domestic supplies. This trend of imports, most probably, will continue in the years to come. The agriculture ministry officials are unable to explain the reasons behind of the sudden disappearance of foodgrain stocks. During the period of reforms overall crop productions have declined. Overall food-grain production in the country, declining the total estimated output during 2014-15 crop year by nearly 5.5%. And the lean agricultural production with growing agriculture farmers' suicides all over the country has created a real sense of panic in India. Total food grains production in India has increased by 4.5 times since first five year plan among wheat and rice, production of wheat has increased to 13 folds. This is because of green revolution which was mainly confined to wheat.

## Crisis of Indian Agriculture

**Debt Trap during the period of the Agriculture Reforms :** Indian agriculture faces now so many problems. Debt trap is one of them. Reforms have been adopted by India for the development of the country but at the same time suicide cases among the farmers have been increased year to year. The number one cause of farmer suicide is debt. The crop loans are not available to small and marginal farmers. The eligible farmers were not benefited even under the massive loan waiver scheme announced by the government last year. The causes of debt trap of agriculture farmers are the soaring input costs, the plummeting price of produce and very little scope of credit facilities and these make farmers turn to private moneylenders for easily available loan from them. Obviously, the moneylenders take chances of it and charge exorbitant rate of interest. They fail to recoup their loans in time because of their poverty and they borrow again to repay the previous loan and then they get caught in a debt trap. Every year hundreds of debt-ridden farmers in India commit suicide. Under the Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008, the Centre had waived off around Rs 60,000 crore to farmers. Even after the waive of 60,000 crores of rupees by the government, more than 90 farmers have committed suicide in Vidarbha ( Maharashtra state ) which is now known as the suicide capital of India. The Maharashtra government also found that almost six out of ten of those farmers who killed themselves had owed debts to private moneylenders and others struggle on through the drought. According to a report by Tata Institute of Social Sciences in Mumbai, 1,50,000 have been committed suicide in India in the last decade. Actually, it is getting difficult to live for them. Irrigation facilities till are very poor in India and the small farmers have to walk few kilometers to get a bucket of water for their families as

the water sources are drying up everyday. They also can't afford to feed their cattle. Reforms didn't able to provide a little easy arrangement of water for them.

A good monsoon is very much vital in each year to get good harvest. But for several years the rains have been weak and it has resulted in acute water shortages. So the overall situation is at all not favourable for cultivation. A reform in agriculture has not done any betterment to the farmers of India rather their conditions have become worse day to day. At once, moe than 12,000 farmers from Chattrapur, a group of villagers in Palmu district, 170 kms from Ranchi signed up for the suicide pact and they wrote an application to India's previous President, Mrs. Pratibha Patil, seeking her permission to commit suicide. It is clearly proved of their horrible tragic financial condition only. The Consortium of Indian Farmers Associations (CIFA) told Finance Minister in pre-budget recently that they want financial reforms to ensure credit flow, a good risk mitigation system, an efficient extension mechanism services and fair prices. They urged the government to rise the public spending and allow the private investment in agriculture.

**Availability of Seeds :** Before reforms the seed market in India was well regulated. Farmers had access to seeds from state government institutions across the country and the institutions were responsible for their quality and price and had a statutory duty to supply the seeds all over the state, no matter how remote. But after adopting of reforms in agriculture, India's seed market was opened up to global agribusiness. Many seed processing units throughout the country were closed down following the deregulation guidelines of the IMF and the World Bank. For example, 14 out of 24 units of the APSSDC's seed processing units were closed down in the year 2003. Seed prices were also shot up in alarming way. In 1991 i.e., at the time of starting of liberalisation in India, seed cost per acre was Rs. 70 but it was jumped to Rs. 1,000 in the year 2005. After 1997, the seed sector has been dominated by multi-national companies. At the same time fake seeds made an appearance in a big way. Farmers' investment in this type of seeds is totally a financial waste and has made a disaster to their economic life. After investing heavily the farmers are pushed automatically into debt. The abundant quality of spurious seeds has made its appearance into the market during this period as a consequence of agriculture reforms. Indian rural farmers are generally poor and illiterate, in most cases. So, they are being cheated easily by the big companies because the availability of the seeds is another problem to the farmers to which leads to crop failure. After investment heavily in this spurious and fake seeds tempting mainly lower price farmers push themselves again into debt for the low output of it. Earlier farmers could save a part of harvest for the use of their next cultivation but some genetically modified seeds, known as Terminator, prevent harvested seeds from germinating. The Indian farmers are, thereafter, bound

to purchase of seeds every season from the outside source.

**Pesticide and Fertilizer :** Since adoption of reformation policy, Indian farmers had suffered another adverse effect for the devaluation of Indian rupee by the Reserve Bank of India in several times. Indian crops became cheap in global market and led to an export drive. The farmers were encouraged to produce more export oriented 'cash crops' like chilly, cotton, tobacco instead of growing a mixture of traditional fertilizer, pesticide and water for production. Subsidy for these sectors is also reduced very much. Fertilizer prices have increased above 300% and the prices of pesticide have also increased 1000% to 3333%.

**Reforms encourage Food Crisis :** Another there has been a large number of workers engaged in agriculture in India, still there is a food crisis. In 2012, the **Indian** government stated 21.9% of its population is **below** its official **poverty** limit and several hundred die due to malnutrition. Though Indian economy has progressed much after adopting the reforms but the food crisis has worsened the livelihood of small and marginalized farmers. There may be two main reasons behind of present food crisis in India – one is population growth and other is insufficient rain but it is absolutely true that the application of scientific methods include better quality of fertilizer, genetically modified seeds, better methods of irrigation have been applied poorly except three states or we can say, the public and private investments have not been made in this sector sufficiently at all during the reform period. Production of food has considerably reduced the prices of food has been rising particularly retail prices of some essential food commodities have seen a sharp increase. The government is also now admitting the shortage of food production. Since 1991, the food production has been affected by shifting from food crops for domestic population to cash crops for exports following the policies of the World Bank and the IMF to adopt the agriculture reforms properly. Poor farmers who are belonging in large numbers are the most sufferers in this policy. India is now shinning at the cost of suffering. Once a wheat exporting country India is now forced to become the largest importer. The import of wheat at expensive rate has also led to the sharp increase in local wheat and wheat floor prices making it unaffordable for the poor. It has been happened in other cases of essential food commodities also like edible oil etc. Declining food procurement and shrinking off buffer stocks is meant to speculative trading of foodgrains and the traders who are engaged in future trading are the beneficiaries most in India. Food crisis is approaching it is not true, food crisis now prevails in India. The condition of food prices for the shortage of food has raised a question mark about the survival of millions of small, marginal and sub-marginal farmers an to deal with food crisis.

Strategic agriculture reforms in India, to tell the truth, are totally a failure topic. All

over the India, good result in agriculture for a particular year till depend upon the mercy of nature. The country faces its weakest monsoon in last seven years The 2002-2011 period equals 2001-2010 as the warmest decade on record. The year 2009, 2010,2011,2012,2014,2015 and 2016 are being called drought years. Latur in the region (Maharastra) had been getting water by a special water train. In UPA regime, the Finance Minister of India told a state farm ministers meeting in the capital, "We shall go for imports" of "whichever commodity will be in short supply" means the government will battle drought now with food imports that means the agriculture reforms didn't bring the satisfactory changes in food production. Therefore, the concept of poor farmers' economic condition has also not been changed in the last 25 years. Rather, the World Bank's structural reforms have virtually destroyed India's rural economy. WTO's insistence on removing restrictions on imports has resulted in unemployment for millions of cultivating families. The Consortium of Indian Farmers Associations ( CIFA ) urged the Finance Minister in pre-budget discussions to raise public spending and allow private investment in agriculture and take steps to curb the rampant cheating in markets. India's agricultural growth rate is pathetic for the last 25 years Agriculture Growth Rate in India GDP had been growing earlier but in the last few years it is constantly declining. The land used for agricultural production in India as of 2012-13 is 950 lakh hectares whereas the area covered by irrigation as of 2013 is 581 lakh hectares. Reforms are going on for the development of the country since 1991 but the farmers are being treated, as it were, just like 'second class citizens' in India. Agricultural sector is the mainstay of the rural Indian economy around which socio-economic privileges and deprivations revolve. So, no strategy of economic reform can succeed without sustained and broad based agricultural development.

**References :**


1. Indian farmers threaten mass suicide : Jalees Andrabi, Farmers
2. Indian farmers want reforms, not concessions: Mohammed Shafeeq, Farmers
3. Agricultural Reforms-Budget 2009-10, indiaserver.com
4. Agriculture reforms should be full of economic content, Bookmark
5. Food crisis in India, studychannel.com
6. Indian farmers threaten mass suicide, The Ntional
7. Farm-dependent India prays for rain, Breitbart.com(AFP)
8. Impact of economic reforms on Inian agriculture sector : Application of geomatics technology to reduce marginalization and vulnerability of small Farmers in India, Friendly Format
9. Indian Economy : Ruddar Dutt & K.P.M. Sundharam
10. Fortune India magazine
11. Down to Earth magazine.
12. Business India magazine.

# INTRODUCING WESTERN CLASSICAL MUSIC

**Basudeb Chakrabarti**
HOD, Assistant Prof. in English
Jangipur College

This article is intended for my students who feel that "western music" is all about awesome visions of gyrating guitarists, frenzied drummers, yelling vocalists and a swinging audience, at once bizarre and uncontrolled. Why this is so deserves a separate full-length article. What I am attempting here is to provide a bird's-eye-view of the field of western classical music and my endeavour is to introduce my students to the serious tradition of western art music which easily dissolves cultural borders and offers "a calm of mind, all passion spent" (Milton 56). Also allow me to state at the outset that this writing might oversimplify concepts and terms for my target readers are those who are hardly familiar with the names of Mozart or Beethoven, let alone ever listening to a concerto or a symphony.

While teaching English literature for the past 16 years in Jangipur College, my students of the Department of English have been sporadically exposed to the various components of western arts in terms of painting/film/music. They have known how Botticelli's "Birth of Venus" and "Primavera" can illuminate a reading of *Twelfth Night* or how Eisenstein's montage theory (Films: *Battleship Potemkin*) can be drawn into the structural analysis of *Macbeth* or how Wagner's *Niblung's Ring* is supposed to have inspired Bernard Shaw's socialist theatre etc. But these are, ultimately, certain academic exercises which assist interpretation of literary texts and make the classroom teaching dynamic. Beyond that the students hardly feel encouraged, for instance, to pursue Wagner's music irrespective of Shaw's theatre. Though today's students listen to a lot of music à la their smart phones, they are seldom made aware that the catchy tune they might be humming is a Chopin-derivative! There is also the problem of comprehension to be counteracted here. Let me give an example to make myself clearer: couple of years back, a few students were euphorically discussing Kabir Sumon's hit number – *Joto dure, dure, dure jabe bondhu* and when I told them that the song they were discussing was inspired by Tchaikovsky's Swan Lake Ballet Suit, Opus Number 20, they looked flabbergasted. They had never heard of Tchaikovsky and did not know what a ballet suit or an opus number meant. This article would thus attempt to introduce the very basics of western classical music, the knowledge of which would help the uninitiated listener learn to

appreciate the works of Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig Van Beethoven and the like with a decided degree of fondness.

To begin with let us first take a very brief look at the historical contexts in which western art music germinated, nurtured, and flourished. For present purposes, it is sufficient to start from the **10th century AD** which, in its later half, saw the development of what we call today ***counterpoint***. Up to the 10th century the music of the Church was purely of a melodic nature, known as ***plainsong***. All singers used to sing the same melody either in unison or at the octave. Singing by two groups of singers of two different notes at the same time developed in the second half of the 10th century. This was the beginning of **harmony**, in which two or more notes are sounded at the same time, and of *counterpoint*, in which two or more melodies are sung or played at the same time. As opposed to the single line of melody sung in the *plainsong* of the pre-10th century, the music of the post-10th century may be called ***polyphonic***, since multiple melodies were simultaneously sung now. Together with Church music, mention must also be made of the secular music of this period, since it had great influence on the music to follow. The most prominent secular music or ***Estampies*** of this age were related to courtly dances. These were sectional in construction with strongly marked metrical rhythm. Another significant movement was the music of the French ***troubadours*** and the German ***minnesingers***, who flourished from the **11th century to the 14th century**. They were poet musicians and their compositions were rich in lyric variety, though almost always melodic, without any harmony.

The **16th century** is marked by the gradual culmination of polyphonic sacred music and the further development of certain specific compositions called Mass, Motet, Madrigal, Ballet, Ayre and the like. The **Mass** was a composition embodying the principal service of the Roman Catholic Church. The **Motet** was a vocal polyphonic form of sacred character where some voices imitated other voices. The **Madrigal** was a secular vocal form of a chiefly pastoral or amorous character, and without any set rules of construction. The **Ballet** was another popular vocal form, usually accompanied by dancing. The **Ayre** was a popular song in England, usually strophic in nature and accompanied by voice or instrument (mostly the lute).

The **Reformation** had a profound impact on music. The Reformation movement attempted, among other things, to use vernacular words instead of Latin in services, and to encourage the congregation to join in the singing. This led to many new compositions, including the important step of introducing the ***Chorale*** or German hymn into singing. Another important spin-off from the Reformation movement was that the music became simpler, and composers now had to think of simple chordal accompaniments to melodies

rather than creating a complex system of simultaneous melodies. The effect was far reaching, as from now on composers began to think harmonically, in terms of chords and chord-progressions. This thinking is absolutely central to all western art music, and no appreciation of this music will be possible unless the listener, too, is able to think harmonically. This century also saw major advancements in instrumental music and the beginnings of the separation of instrumental music from vocal music. Shortly before the close of the 16$^{th}$ century, a group of thinkers, known collectively as the ***Camerata***, attacked the existing polyphonic style of vocal music on the ground that such style obscured the meaning of the words. This had a great influence on the music of the 17$^{th}$ century. A new style of vocal music called ***monody*** or the accompanied song was born.

The **17$^{th}$ century** saw the development of the ***opera*** where drama was set to music accompanied by song and orchestra. The opera was preceded by an ***overture***, an introductory orchestral composition. England was rather slow to adopt the opera, for it had its own rough equivalent to it known as the ***Masque***, which combined music, poetry, dance, pageantry and scenic and mechanical effect on a fairly grand scale. Another important development of the 17$^{th}$ century was the ***oratorio***, which is a sacred choral work, usually on Biblical theme. ***Aria***, a lengthy vocal solo, was also developed in this period. The Madrigal of the previous century gradually died out as a result of avoidance of the polyphonic style in favour of monody. In its place came the ***cantata***, a vocal form consisting of several movements. One notable development resulting from *cantata*, was the independent use of instruments at places, distinct from their use as substitute for voices or accompaniments. This independent use had far-reaching effects. It was called ***concertato***, and was the origin of one of the most significant instrumental styles called ***concerto***, in which a dialogue was maintained between one or a few instruments on the one side and orchestra on the other. The ***sonata*** was formed as the instrumental equivalent of the *cantata*. Another important instrumental form was the ***suite***, or a set of dances, mostly a pattern of ballroom dance. The term used to denote the music of the 17$^{th}$ century and early part of the next century is ***Baroque***. It means, literally, "fantastic", referring to the flamboyant architecture and painting of the period. The same spirit applies to the music of Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach and George Frederick Handel.

With the death of Bach and Handel a phase in the history of western classical music came to an end. After that period, from the second half of the **18$^{th}$ century**, a new style arose. This was the style of the **classicist**. What has come to be known as ***style gallant***, aiming at grace and elegance became prevalent. At the same time the ***symphony***, which was in essence a sonata for the whole orchestra taken together as one instrument, became very popular. Two greatest personages of this era are Joseph Hayden and Wolfgang

Amadeus Mozart. Hayden wrote many sonatas and symphonies, taking them to a point from where the great Beethoven, coming in the next period of the classical age, could take off. Mozart, in his own glorious way, went a step further than Hayden in developing the sonata form, but connoisseurs feel that it would not be until the advent of Beethoven that this form could be exploited to the fullest.

The last quarter of the $18^{th}$ century and the first quarter of the $19^{th}$ century were completely dominated by a towering musical personality, who was fiercely independent, completely individualistic and revolutionarily original. He was Ludwig Van Beethoven, born on March $26^{th}$, 1827. From the age of thirty he began to go deaf and became completely so within a few years. Nonetheless, his greatest works were composed in his deafness. He had phenomenal concentration, and could even make out the subtlest nuances of a musical work being played by observing the performer intently. The age of Beethoven was the age of the **French Revolution** (1787) and the era of Napoleon Bonaparte. These were the times when patronage was ending. The musician now ceased to be a paid servant and became freelance. Beethoven was a freelance all his life and cared not what the audience wanted or what the rule book said about compositional techniques. He broke almost every rule in the book with ease and lifted music to a height never before imagined. At once furious, passionate, powerful and poignant, his music held the attention of his audience from the first note to the last. He could pack into one page of music what other composers took a dozen pages to express and not a note would be superfluous or omitted. In his hands sonatas, symphonies, masses, choral works all reached a degree of expansion that may be said to be the last word on the form. And the path was now paved for the Romantics of the post-Beethoven era to emerge.

With the downfall of the system of official or Church patronage of musicians in the **$19^{th}$ century**, composers no longer wrote music for or because of the dictate of the patron. He wrote ***for art's sake*** alone. In his own estimation, he now became an artist, expressing his own ideas and emotions. This was the so-called **Romantic** period in music. The Romantic composers, with a view to achieving greater and greater self-expression, sought to draw new and varied sounds from their orchestras and music became more ***chromatic*** or colourful than ever before. Lyricism ruled the roost in the works of Franz Schubert, Robert Schumann, Franz Liszt, Frederic Chopin and Piotr Ilyitch Tchaikovsky. Before we pass on to the exciting new experiments of the $20^{th}$ century, two very important movements of the latter half of the $19^{th}$ century cannot be ignored. The first is the rise of **Nationalism** in music, as in poetry and other arts. The Nationalistic movement in music was the result of composers consciously using the natural idioms – often folk idioms – of their respective countries. Apart from France, which always had its own

individualistic style, the music of Europe was dominated by the German style. The Nationalistic movement sought to break this German domination. The works of Antonin Dvorak and Serge Rachmaninov are examples of this trend in music. The second important movement of this period is musical **Impressionism**. Impressionism was a concept borrowed from painting. The paintings of Monet and Cezanne gave up attempts at achieving photographic reality and concentrated on light and colour as means of expression. In poetry, Verlaine and Mallarme gave up prosody and even syntax and used words more as sounds and symbols rather than links in chain of thoughts. Likewise, Impressionist composers concerned themselves with sounds as sounds and not as component units of chord or other harmonic or melodic structure. The purpose of a particular sound was to capture a mood or convey an impression rather than achieve realism. The music of Claude Debussy is most noteworthy in this regard.

In the 20$^{th}$ century, the concept of tonality as used in the music of the earlier ages hardly exists. Many new directions have been explored by the **20$^{th}$ century** composers. Two broad camps among composers that we notice in this period are the **serialists** on the one hand and the **non-serialists** on the other. Austrian composer Arnold Schoenberg is regarded as the most prominent serialist musician who uses all the 12 notes of the chromatic scale while at the same time preventing the emphasis of any one note in his compositions. Music of Igor Stravinsky also exemplifies this tendency. The non-serialist musicians use many effects of sounds and silences, including electronic sounds, to express their musical feelings. The most prominent musician of this school is John Cage.

Let us now concentrate on some of the technical terms used in western classical music and for convenience I am elucidating these in a chart form:

| Term/Concept | Meaning |
|---|---|
| **Adagio** | Leisurely, slow pace |
| **Andante** | At a walking pace |
| **Allegro** | Quick pace |
| **Presto** | Very fast |
| **Prestissmo** | As fast as possible |
| **Chamber-music** | Music composed for a small group of instruments |
| **Concerto** | Instrumental music where one instrument is set off against the whole orchestra |

| | |
|---|---|
| **Overture** | Instrumental piece intended to introduce a large work like an opera |
| **Prelude** | Independent instrumental work which introduces the main composition |
| **Requiem** | The Roman Catholic Mass for the dead |
| **Serenade** | Evening music of a passionate nature |
| **Sonata** | Chamber-music instrumental work involving one/two/a few instruments |
| **String Quartet** | A very important musical medium, to be played by two violins, viola and cello |
| **Suite** | Set of instrumental pieces that may or may not have connection with each other. However, suite has come to mean a set of dances |
| **Symphony** | From the $18^{th}$ century onwards the symphony meant a sonata for the orchestra as a whole |
| **Opus Number (Op.)** | It is the work number assigned to a composition to indicate the chronological order of the composer's production. |

Finally, here is a list of western classical pieces which the first-timers might love to listen. These are randomly selected pieces which constituted my listening habit when I was a college student myself:

I hope this introduction would be helpful for my students who I wish would at least

| Composer | Birth-Death | Country | Movement | Music |
|---|---|---|---|---|
| **Vivaldi** | 1676-1741 | Italian | Baroque | ***Spring Concerto***, Op. 8 by Itzhak Perlman: Israel Philharmonic Orchestra |
| **Bach** | 1685-1750 | German | Baroque | **1.** ***Cantata: "Jesu Joy of Man's Desiring"*** by Dinu Lipatti.<br>**2.** ***Sonata No. 1***, Violin played by Itzhak Perlman<br>**3.** ***Partita No. 1***, Violin played by Itzhak Perlman |

| Composer | Birth-Death | Country | Movement | Music |
|---|---|---|---|---|
| **Handel** | 1685-1759 | German | Baroque | ***Water Music Suite*** (I have it in a very old cassette without orchestra details. However, the music is there in You Tube) |
| **Mozart** | 1756-1791 | German | Classical | 1. ***Violin Concerto No 5*** by Yehudi Menuhin: Bath Festival Orchestra<br>2. ***Symphony No. 25*** by Neville Marriner: Academy od St. Martin-in-the-Fields<br>3. ***Piano Concerto No 23*** by Daniel Barenboim: English Chamber Orchestra<br>4. ***Piano Conerto No. 22*** by Riccardo Muti: Philharmonia Orchestra<br>5. ***Piano Concerto No. 20*** by Hans Rosbaud: Philharmonia Orchestra<br>6. ***Symphony No. 40*** by Simon Rattle: Berliner Philharmoniker Orchestra |
| **Beethoven** | 1770-1827 | German | Classical / Romantic | 1. ***Concerto for Violin and Orchestra***, Op. 61 by Carlo Maria Giulini: Philharmonia Orchestra. |

| Composer | Birth-Death | Country | Movement | Music |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. ***Piano Concerto No. 4*** by George Szell: The Cleveland Orchestra<br>3. ***Moonlight Sonata***, Op. 27 by Wilhelm Backhaus<br>4. ***Appassionata***, Op. 57; Pianio played by Daniel Barenboim<br>5. ***Pathetique***, Op. 13; Pianio played by Daniel Barenboim<br>6. ***Symphony No. 6***, Op. 68 by Daniel Barenboim: Berliner Staatskapelle<br>7. ***Symphony No. 9***, Op. 125 by Riccardo Muti: Chicago Symphony Orchestra |
| **Schubert** | 1797-1828 | German | Romantic | ***Moments Musicaux, No. 1-6***; Piano played by Emil Gilels |
| **Schumann** | 1810-1856 | German | Romantic | ***Symphony No. 3***, Op 97 by Wolfgang Sawallisch: Staatskapelle Dresden |
| **Liszt** | 1811-1886 | Hungary | Romantic | 1. ***Piano Concerto No. 1*** by Simon Rattle: City of Birmingham Symphony Orchestra<br>2. ***Hungarian Rhapsody No. 2*** by Karajan: Philharmonia Orchestra |

| Composer | Birth-Death | Country | Movement | Music |
|---|---|---|---|---|
| **Chopin** | 1810-1849 | Poland | Romantic | 1. ***Piano Sonata No. 2***, Op. 35; Piano played by Andrei Gavrilov<br>2. ***Polonaise No. 6***, Op. 53; Piano played by Maurizio Pollini |
| **Tchaikovsky** | 1840-1893 | Russian | Romantic | 1. ***Violin Concerto***, Op. 35 by Zubin Mehta: Israel Philharmonic Orchestra<br>2. ***Swan Lake***, Op. 20 by Riccardo Muti: Philadelphia Orchestra<br>3. ***Sleeping Beauty***, Op. 66 by Riccardo Muti: Philadelphia Orchestra |
| **Mendelssohn** | 1809-1847 | German | Romantic | ***Symphony No. 4***, Op. 90 by Riccardo Muti: New Philharmonic Orchestra |
| **Rachmaninov** | 1873-1943 | Russian | Nationalist | 1. ***Piano Concerto No. 2*** by Riccardo Muti: The Philadelphia Orchestra<br>2. ***Rhapsody on a Theme of Paganini***, Op. 43 by Riccardo Muti: The Philadelphia Orchestra |

develop some interest for western classical music after reading this article and if that happens I would consider my efforts rewarded sufficiently.

**References**

1. Chatterjee, Kishore. *Form and Feeling*. Calcutta: Birla Academy of Art and Culture, 1999. Print.

2. Goswami, Utpal, ed. *Lectures on Music Appreciation Course*. Vol. II. Calcutta: West Bengal State Music Academy, 1989. Print.

3. Milton, John. *Samson Agonistes*. Calcutta: Radha Publishing House, 1985. Print.

# LAND QUESTION FOR WOMEN AND DALITS : DALIT WOMEN AND VIOLATION OF LAND RIGHTS AS A HUMAN RIGHTS ISSUE

Koyel Basu

Assistant Professor
Department of Political Science,
e-mail : koyelbasu@hotmail.com

**ABSTRACT**

Land is one of the important productive assets which are the source of life and livelihood and it is very much linked to identity, life and security of communities in India. Land is considered to be the symbol of status, power and prestige in the caste hierarchy and it is one of the major reasons for caste atrocities in India. About 80 percent of Dalit families are landless; they do not have land for housing, cultivation and cremation grounds. Landlessness leads to homelessness, distress migration, displacement, poverty, child labour, immoral trafficking, suicides and hunger deaths in many parts of the country.

Dalit women face the triple discrimination of caste, class and gender. Though they are one of the largest socially segregated groups anywhere in the world: they make up more than 2 percent of the world's total population. They are discriminated against three times over given that they are poor, they are women and they are Dalits.Nancy Kachingwe from the International Secretariat of Action Aid said in 2008 that women, owning a mere 1 to 5 percent land throughout the world, constitutes 52 percent of population. She deplored that even women rights movements are not taking up women land rights issue. "Women land rights are important for national development, food security and peace", she added.

A careful look at the economic situation of Dalit women reveals that their workforce structure is such that they rarely own any land. In 1991, about 71 percent of Dalit women workers in rural area were agricultural labourers and only 19 percent of them owned land. It is critical to recognize that the improvement of maternal and child mortality levels is linked with improved access and benefit from land. Women who are dependent on men for land and housing are vulnerable to human rights abuses, such as violence and economic deprivation. As Carmel Turla Bueno of the Federation of Peasant Women (AMIHAN) said eloquently, "Our struggle for land is a struggle for our

lives." Sexual violence and other forms of abuse against them are used by landlords and the police to teach "political lessons" to Dalit women and crush dissent. The aim of this seminar paper is to trace the extent of landlessness among Dalit women and reasons for such loss. It traces the whole trajectory of violation of land rights of Dalits which is actually a gross violation of human rights. It tries to answer where do the Dalit human rights fit in the jigsaw puzzle that is India. It also tries to analyze how land has become the icon of self-determination, symbol of freedom and fight against the upper caste to Dalit women who are the recipients of all flaws and defects of the social fabric.

**Keywords** : land, dalit women,human rights , caste, gender.

In the land of Buddha and Mahavira where virtues of social harmony and breaking of caste barriers was once preached, caste venom and fanaticism is a fatal canker that plagues the nation. Contemporary India leaves no scope for what E.H. Carr called a hyphen between the past and the present in his attempt to answer the query: What is History[1]. The situation bristles with irony. On the one hand there is diversity in our country that has produced a colourful mosaic which has attained a pride of place in India. However, there is a diversity of different dimension—one characterized by inequalities and denial of opportunities that has stood in the way of a healthy universal respect for human rights. Even after more than sixty five years of independence, caste remains a problem whose roots are endemically social. In the absence of a socially enlightened polity there is unequal sharing of economic gains. Referring to the caste system, Jawaharlal Nehru, erstwhile Prime Minister of India wrote in his book entitled Discovery of India: "There can be no equality of status and opportunity within its framework, nor can there be political democracy, much less economic democracy."[2] Dr Ambedkar was of the firm view that "annihilation of caste" was the only solution to India's disunity and poverty. He stated: "The caste system is not merely a division of labour. It is a division of labourers ."[3]

Though aspersions have been cast on the caste system, oppressive caste discrimination had remained a time old feature of the Indian society. Even in colonial India the same practice along with Brahmanical hegemonism prevailed as a dominant system. However, in present India has the picture changed for the better? The answer lies frozen in a structure of negation. Although casteism is banned in India that discrimination is widely practiced is a known fact. Statistics draws the logical conclusion that there is a broad corelaton between one's economic state and one's position within the caste hierarchy. Giving land to the tiller was a promise made during the Independence which is yet to become a reality in many parts of the country. Atudy conducted

in 1989 estimated that a third of all cultivated land is held under concealed and informal tenancy. A report brought out by the Department of Rural Development in 1988 stated: "The rural rich maintain their position through use of muscle power and manipulation of administrative and judicial processes."[4] According to Partha Chatterjee, a noted scholar based in Kolkata, the caste attaches to the body and the essence of it requires the body to be a site of appropriation, as an instrument of labour that remains at the disposal and use of one who possesses them[5]. Herein comes the question of dominance, deprivation and the most critical issue since independence-the dalit issue.

The word 'Dalit ' comes from the Marathi language and means 'ground', 'suppressed", 'crushed' or 'broken to pieces'. It was first used by Jyotirao Phule in the 19th century in the context of the caste oppression faced by the erstwhile untouchable castes from the twice born Hindu castes. Mahatma Gandhi, the father of the nation, used the word Harijan which roughly means the 'children of God' to identify the Untouchables. The terms 'Scheduled castes and Scheduled tribes' (SC/ST) are the official terms used in government documents to identify former untouchables and tribes. The Indian caste system is a quite complex system of social segregation and 'dalits' constitute the lowest in the caste ladder. The term 'dalit' means downtrodden and trampled. In fact the dalits in India, the lowest of the lower castes and the poorest of the poor, are being trampled socially, politically and economically by the rich, especially those belonging to the upper castes. Though there are pompous declarations in the Indian Constitution guaranteeing right against discrimination on the basis of caste, creed, sex, colour as mentioned in Article 17 as fundamental right, dalits continue to face the wrath of the caste lords and are denied of human dignity and their rights including a just share in the resources like land, water, mines, aqua resources etc.The dalits in our country are known by many other names given to them by others, mostly to despise them or to show contempt. A name is not a mere label but a disclosure of a reality. They are avarnas, colourless and non-descript: or pancamas, those left over as it were after the four castes have been counted: or antyajas, last-born, as if they were an accident, an unwelcome appendix, an unwanted tail[6].

1. *'Death of a Dalit', The Statesman, 14th October 2008.*
2. *Pillai V.R., 'Developmental Issues in Human Rights' in R.M. Pal and G.S. Bhargava ed. Human Rights of Dalits—Societal Violation,Gyan Publishing House, New Delhi, 2010, pp 95.*
3. *Ibid, pp96.*
4. *Ibid, pp99*
5. *Chatterjee P(1999),The Partha Chatterjee Omnibus, Oxford University Press, New Delhi, pp194-195*

6. *Sequeira,LF,'Human Response to Dalit Women today'in P.G Jogdand ed "Dalit Women:Issues and Perspectives,Gyan Publishing House,New Delhi,pp126*

Landlessness is the core of dalit dependence. Firstly, let us straightaway come to some statistics which are shocking to say the least. The dalits comprise about 16.48% of India's population, are mainly landless agricultural labourers and they are the poorest section of Indian society. According to some surveys, 48% of the dalits live below the poverty line, 70% are landless, and the rate of illiteracy stands at 63 percent. It has been estimated that in the rural sector more than 75 percent of the dalit workers are still connected with agriculture and allied activities—50% landless labourers and the rest 25% marginal and small farmers. Urban dalits work mainly in the organized sector. Only 1.1million (0.8%), out of the total dalit population 138 millon, have been benefitted by the policy of reservation.[7] According to the Chairman of the Tamil Nadu Commission for Scheduled castes and Scheduled Tribes, India, 1998, "The caste system is an economic order. It prevents someone from owning land or receiving an education. It is a vicious cycle and an exploitative economic arrangement. Landowning patterns and being a high-caste member is co-terminus. Also there is a nexus between (being) lower-caste and landlessness.... Caste is a tool to perpetuate exploitative economic arrangements"[8]

Landlessness leads to homelessness, distress migration, displacement' poverty, child labour, immoral trafficking, suicides and hunger deaths in many parts of the country. Research shows that Dalits suffer from limited access to capital assets like agricultural land and non-land assets. Less urbanization and employment diversification away from agriculture, exceptionally high dependence on casual wage labour, high underemployment,lower daily wages, particularly in non-farm activities and low levels of literacy and education compared with non-Dalits and Adivasi groups in Indian society. Worst of all, dalits are daily victims of worst crimes and atrocities, far outnumbering other sections of society, despite the fact that many attacks go unreported for fear of further retaliation. Dalits suffer routine violations of their right to life, security of person and protection of the state, through state-sponsored or sanctioned violence, caste-motivated killings, rape and other abuses are a daily occurrence in India. Between 1992 and 2000, a total of 334, 459 cognizable offences against dalits were registered nationwide with the police. Between 1992 and 2000, a total of 252,370 cases of crime, including cases of discrimination and atrocities, were registered by untouchables. A 2005 government report states that a crime is committed against a dalit every 20 minutes[9]. Though staggering, this figure represents only a fraction of actual incidents since

many dalits do not register cases for fear of retaliation by the police and upper caste individuals. In the rare instance that a case does reach the courts, the most likely outcomes are acquittal. Official data reveals that between 1999 and 2001 as many as 89% of trials involving offences against dalits resulted in acquittals.

Dalit women face the triple discrimination of caste, class and gender as said earlier. But, it is important to know why women need land rights. When women have secure rights to their land, they may be less likely to be victims of domestic violence. Women produce nearly half of the food grown in the developing world. As a result, women are at an increased risk of losing their source of food, income and shelter should they lose their only link to the land they till: husbands, fathers, brothers taken by illness, violence or migration[10]. Land is the symbol for socio-economic status, a commodity to transact and a natural resource to exploit. As history recorded, land is the main reason for wars and battles rise and fall of empires. For dalits and especially dalit women land is a part and parcel of their lives. They venerate and protect land as they are born, live and die in it and it is a question of life, identity and dignity to them. According to Human Rights Watch report(2001): " An assessment of the material aspects of the gender-caste overlap suggest that more than fifty years after Independence, the economic condition of women continues to be defined and constrained by their caste status."[11]

7. *R.L Basu, 'Ethical Basis of exploitation of Dalits in India',Creative.sulekha.com/dalits-in-india_402612_blog*

8. *Narula S and Macwan M, 'Untouchability: The Economic Exclusion of the Dalits in India',paper presented at the international seminar on "Racism: Economic Roots of Discrimination organized by International Council on Human Rights Policy,Geneva,24-25 Jan 2001.*

9. *Karan J(2008),Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in India, Cambridge Scholars Publishing, U.K, pp3 10. Ibid..pp3*

10. *http://www.landesa.org/women-and-land/*

11. *Narula S,'Untouchability:The Economic Exclusion Of The Dalits in India, The International C council on Human Rights Policy,Seminar on the Economics of Racism,Geneva,January 24th-25th,2001.*

'Of the total population, dalit women constitute 16.3% of which 18% women live in rural areas where society is hierarchical and incquitous..They perform hard domestic labour which is unpaid and as agricultural labourers and casual ones, they continue to toil under the burning sun, with no protection or benefits that labour laws should provide, since majority of these women are in the unorganized sector.They earn less than one US Dollar.A study conducted come up with some

shocking facts about the work of dalit women. What is horrifying is that dalit women work more than bullocks and men. Bullock and men work in a hectare in a year for 1064 hours and 1202 hours respectively while women work for more than 3485 hours. The caste and patriarchal norms legitimize the poor economic conditions of dalit women. She has to work to survive. She is powerless and has neither access nor control over resources.[13]

According to the report 'Unheard Voices- Dalit Women-2007'[14], the process of globalization has affected dalit women considerably. With the introduction of new farming techniques such as mechanization for harvesting and transplanting, women have lost their traditional work in the agricultural sector. Food crops have been replaced by cash crops. Horticulture has been introduced by big agro-business corporations for export purposes. This has deprived dalit women of their land and common resources in the village. Formerly women used to collect greens, fish and shells from fields free for their food requirements. This is no longer available to them. The abject poverty condition has driven large numbers of Dalit women into sex trade to earn for their families. The globalization process has increased the feminization of poverty and this has affected Dalit women in every sphere of their lives. There is also large scale migration from rural areas to the urban centres in search of better livlihood options. Women are left behind to bear the responsibility of the family. This further adds to the existing burden that Dalit women are trying to cope with. More and more female headed households emerge and most of them are Dalit women. Such situations push the women into further situation of impoverishment, making them more and more vulnerable to all forms of discriminations and violations[15].

According to the India Rural Development Report of 1992, 43% of the country's rural population was absolutely or near landless. Landlessness has been steadily increasing. According to a government Rural Labour Enquiry report, the percentage of landless households among scheduled castes increased from 56.8% in 1977-78 to 61.5% in 1983, while among advasis it increased from 48.5% in 1977-78 to 49.4% in 1983. Even among those who own land, a majority own marginal plots that provide them little or no food security. The government describes such marginal landowners as were landless' (those who own less than 0.002 hectares) and 'near landless' (those who own between 0.002 and 0.2 hectares)[2]. According to the draft paper of the Ninth Five Year Plan, 77% of Dalits and 90% of advasis are either 'absolute landless' (own no land) or 'were landless'. In 1991, about 71% of Dalit women workers in rural area were agricultural labourers. Only 19% of them owned land. As against this the proportion of agricultural labour among Non Dalit women

was 43 percent. Even in urban areas about 58% Dalit Women are employed as agricultural labourers. This proportion was only 5 percent in the case of Nondalit women.[16]

There is sufficient research to show that when women's incomes increase, these incomes go directly to improving household consumption. It is critical to recognize that the improvement of maternal and child mortality levels is linked with improved access to food and livelihood resources by women, which is improved access and benefit from land. Women who are dependent on men for land and housing are vulnerable to other human rights abuses, such as violence and economic deprivation. Evidence shows asset fewer women are subject to threats of violence and allocational inequalities within the household.[17] With rights over the land, the peasant women will have the right to make decisions on how the land is used. As Carmen Turla Bueno of the Federation of Peasant Women (AMIHAN) said eloquently, "Our struggle for land is a struggle for our lives."[18]

13. *Unheard Voices:Dalit Women,"An Alternative Report, Government of India for the 70th session of Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Geneva, Switzerland,January 2007.*
14. *Ibid*
15. *Ibid*
16. *Thorat V, "Dalit Women and Human Rights: Some Neglected Issues" in Human Rights of Dalits: Societal Violations ed.by RM Pal and GS Bhargava, Gyan publishing house, New Delhi,2010,pp167*
17. *Rao N(2005), Women's Rights to Land and Assets: Experiencing of Mainstreaming Gender in Development Projects", Economic and Political Weekly, Oct 2005, pp4703.*
18. *Pesticide Action Network Asia and the Pacific(Pan Ap),Women's Ownership of Land,housing and productive resources as an indicator of poverty reduction in the Millennium Development Goals,Consult on Women and Land Rights,New York,2005.*

Before coming to the real picture of extent of atrocities and human rights violations of Dalit women who suffer the brunt of upper caste and lower caste hierarchies and where they stand in the jigsaw puzzle that is India which is replete with frills and frippery of promises, let's turn to the extent of non-implementation of land reforms policy which is a violation of dalit human rights.

The state wise analysis of the landlessness brings to the fore that in 1999 – 2000, the highest numbers of SC landless households were found in Bihar followed by Gujrat, Maharastra, Tamil Nadu and Punjab respectively.[19] ( As shown in Table No1)

**Table No 1**

| SL. No. | State | Percentage of SC landless & near landless households in 1999-2000 |
|---|---|---|
| 1. | Bihar | 23.8 |
| 2. | Gujrat | 18.1 |
| 3. | Maharastra | 16.7 |
| 4. | Tamil Nadu | 15.1 |
| 5. | Punjab | 12.1] |

Incidentally in Bihar, where there are highest number of SC landless households any and every attempts by the Dalit to gain a respectful status in the hierarchically divided social set up have been met with violent reprisals by the land owning caste Hindu groups. However Bihar is not the only state which has witnessed such kind of savagery. A number of empirical studies on Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharastra, Karnataka and Orissa, etc. clearly suggest that wherever Dalits have asserted their civil, political and economic rights they have been subject to violence & atrocities as these act of theirs go against the dominant caste ideology.[20] As Dr.Ambedkar said as early as 1947, "Ask those who are unemployed whether what are called Fundamental Rights are of any value to them. If a person who is unemployed is offered a choice between a job of some sort of wage with an interdict on joining a union and the exercise of his rights to freedom of speech, association, religion, etc. can there be any doubt as to what his choice will be? How can it be otherwise? The fear of starvation, the fear of losing a house, the fear of saving, if any, the fear of being compelled to take away children from the school .... are factors too strong to permit a man to stand out for his fundamental rights. The unemployed are thus compelled to relinquish their Fundamental Rights for the sake of securing the privilege to work and subsist."[21]

It is also an interesting fact that in 1999 – 2000, the percentage of Scheduled Castes 'landless plus near-landless' households were more concentrated in the developed states like Punjab, Kerala and Haryana, followed by some underdeveloped states like Bihar and Tamil Nadu ( See Table 2 below)[22]

The Non SC/ST 'landless plus near-landless' households were the highest in Kerala, which implies is that entire agricultural land in Kerala was concentrated with few people. It is followed by Tamil Nadu (72.35 percent), West Bengal (71.45%) and Himachal Pradesh (65.9%) in 1999-2000.

**Table No 2**

| SL. No. | State | Percentage of SC landless & near landless households in 1999-2000 |
|---|---|---|
| 1. | Punjab | 94.70 |
| 2. | Kerala | 93.80 |
| 3. | Haryana | 91.80 |
| 4. | Bihar | 90.90 |
| 5. | Tamil Nadu | 88.70 |

19. *NFDLRM's Website : National Campaign for Dalit Rights 220.226.204.214.9673/ncd hr/ campaigns/national-federation-for-dalit-land-rights-movements-nfdlrm.*
20. *Thorat,S.K,[2010] 'Dalits and Human Rights- A part of the whole but a part Apart' in R M Pal and G S Bhargava ed. Human Rights of Dalits : Societal Violation, Gyan Publishing House,N. Delhi, pp 73.*
21. *Ibid*
22. *Refer to 19*

Of the land distributed to Scheduled Caste households, however, West Bengal alone accounted for about 20 percent, followed by UP (Uttar Pradesh). In term of Share in beneficiaries, West Bengal also accounted nearly 43 percent of total beneficiaries followed by U.P. (13%), Andhra Pradesh (12%) and Bihar (12.4%).

Here, I would like to focus on the appallingly low percentage of SCs and STs in the district of Murshidabad in West Bengal in 2001. It was only 12 percent and 1.29 percent respectively. The data on key gender statistics (sources : 2001 census) also shows that while in West Bengal number of female headed households is 1709373, in Murshidabad number of female headed households are 123611. While the percentage of female work participation is 25.6% national average, in Murshidabad it is 16.4%.However, what is unique about West Bengal is that except in isolated instances, it has not witnessed the phenomenon of politically aggressive landlordism, articulated in the idioms of caste superiority and power, which has been seen so often in recent years in Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and Tamil Nadu. Though West Bengal has a fairly good record of land reforms, the ground reality is that many land plots are under the control of landlords and local influential people (jotdars) either legally or illegally. Using either political or economic clout, they reap the benefits from many barga plots even without knowing the proper location of such plots. The grim picture can be understood if we know the struggle of sharecroppers of Sujapur in Murshidabad, West Bengal. The landlords of this village

in Murshidabad filed First Information Reports (FIR) against villagers who resisted a conspiracy by the landlords to evict them. One leader of the struggle said, "However much the landlords try by employing the goons, they will not be successful. The people of Sujapur are ready to confront any type of attempts by the landlords."[23]

Dalit and Adivasis have been greatly let down in the land distribution schemes as well as appropriation struggles. Only a meagre 0.5% of this land (349 hectares) has reached the Dalits[24]. Social justice concerns have not been given due importance and human rights concerns have been hidden under a landscape of poverty.Human rights activists and organization that have long been working on Dalit Rights increasingly felt the need for a nationwide advocacy on dalit economic rights. Though few Dalit organizations have been active in the issues of land rights, it is largely local, sporadic and disjointed. With liberalisation, the Dalits are further being alienated from land.

Before coming to the context of resistance struggles and exemplary fights of Dalit women for land and its protection, I want to focus the dismal condition of their human rights which are violated with impunity. Dalit women suffer more from harassment, oppression and exploitation than their upper caste counterparts. The literacy rate among SCs & STs women is very low. A large number of Dalit women are inducted into prostitution. Procurers and pimps, mostly of the upper castes, hire victims from West Bengal, the tribal areas of UP, Central India and Nepal and sell them to brothels of big cities. According to the Report of Human Rights Watch, 'Broken people: Caste Violence Against India Untouchables' (1999)[25], '... Dalit girls have been forced to become prostitutes of upper-caste patrons and village priests. Sexual abuse and other forms of violence against women are used by landlords and the police to inflict political "lessons".

23. *Struggle of Share croppers of Shujapur in Murshidabad, West Bengal- an expose of the tall claims of land reforms" website : revolutionary frontlines.wordpress.com*
24. *Ibid*
25. *Narula S,[1999] Broken People: Caste Violence against India's Untouchables, Report of Human Rights Watch.*

The extent to which Dalit women are attacked, raped, maimed, humiliated and targeted by state and legal bodies is staggering even in states like Tamil Nadu where there are several powerful Dalit leaders. A quote from Guru Swamy Gurumal, Madurai, and Tamil Nadu illustrates this claim:[26]

"I am a 26 year old Dalit agricultural labourer. I earn Rs.20 a day for a full day's work. In December 1997, the police raided my village ... the superintendent of police (SP) called me a pallachi, which is a caste name for a prostitute. He then opened his pant zip [...]. They brought me to the police station naked ... I begged the police officers at the jail to help me. I even told them I was pregnant. They mocked me for making such bold state

ments to the police the day before. I spent twenty five days in jail. I miscarried my baby after ten days. Nothing has happened to the officers who did this to me ... (Amnesty International, 2000).

According to a Tamil Nadu State government official, the raping of Dalit women exposes the hypocrisy of the caste system as "no one practices untouchability when it comes to sex"[27]. Like other Indian women whose relatives are sought by the police, Dalit women have also been arrested and tortured in custody as a means of punishing their male relatives who are hiding from the authorities. Rape is used as a form of retaliation to suppress movements to demand payment of minimum wages, to settle share cropping disputes, or to reclaim lost land.

In 1981 and 1986 about 4000 Dalit women became victims of rape. In 1993 and 1994 this figure raised to 798 and 992 respectively[28]. According to the Report of the Ministry of Welfare, Government of India for the year 1992-93, the crimes committed against women i.e. rape were 1067[29]. The cases were relatively higher in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan & Bihar. According to the Annual Reports of Commission for the Scheduled Caste and Tribes, New Delhi, the crimes and atrocities against dalits have increased from1981 to 1997 (as shown in the Table number 3).[30]

**Table No 3**

**Crime and Atrocities Against Scheduled Castes (1981-1997)**

| Year | Murder | Grievous | Injuries | Rape | Arson | Others | Crime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| under | POA | Total | | | | | |
| 1981 | 493 | 1492 | 604 | 1295 | 10434 | 14318 | 28636 |
| 1982 | 514 | 1429 | 635 | 1035 | 11441 | 15054 | 30108 |
| 1983 | 525 | 1351 | 640 | 993 | 11440 | 14949 | 29898 |
| 1984 | 541 | 1454 | 692 | 973 | 12327 | 15987 | 31974 |
| 1985 | 502 | 1367 | 700 | 980 | 11824 | 15373 | 30746 |
| 1986 | 564 | 1408 | 727 | 1002 | 11715 | 15416 | 30832 |
| 1995 | 571 | 4544 | 837 | 500 | 11056 | 13925 | 31433 |
| 1996 | 543 | 4585 | 949 | 464 | 13862 | 9620 | 30023 |
| 1997 | 504 | 3462 | 1002 | 384 | 12149 | 7831 | 25338 |

*Source:* Annual Reports of Commission for the Scheduled Caste and Tribe, Delhi.
*POA:* Prevention of Atrocities Act.

26. *Binoy P,[2010], 'Collaboration for Rights: Action Aid India and Dalit Rights CSO Partnerships',The Journal of Civil Society and Transformation, Vol I,pp. 51.*

27. *See. No.25.*

28. *Thorat V, [2010] 'Dalit Women and Human Rights : Some Neglected Issues' in RM Pal and G S Bhargava ed. Human Rights of Dalits : Societal Violation, Gyan Publishing House,N. Delhi, pp 165.*

29. *Arulprakash.N,[2010], 'Horrendous Practices in the name of Hinduism'in RM Pal and G S Bhargava ed. Human Rights of Dalits : Societal Violation, Gyan Publishing House,N. Delhi, pp 173*

30. *Annual Reports of Commission for the Scheduled Caste and Tribe, Delhi.*

According to the National Crime Records Bureau statistics, the crime against Scheduled castes and Scheduled Tribes has increased during 2009-2010 and state-wise division of the percentage of crimes shows that Uttar Pradesh shares a major chunk in the crime percentage. (As shown in Table No 4)[31]

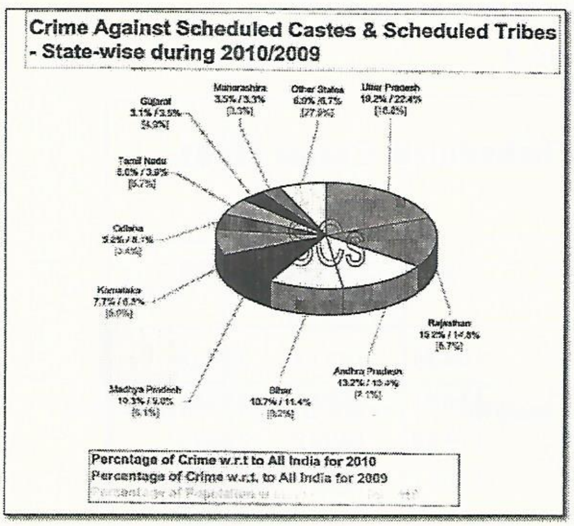


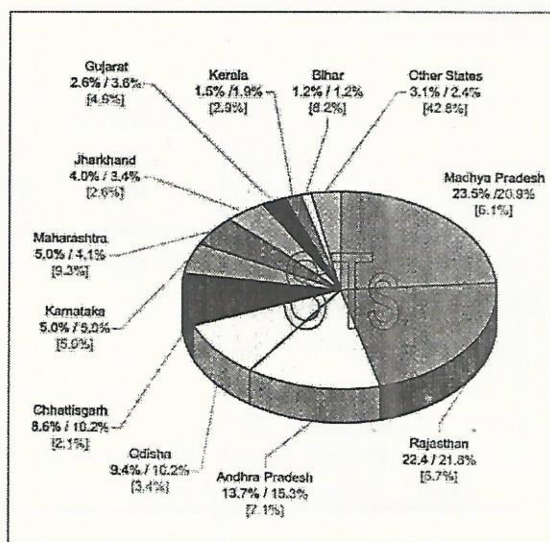

31. *National Crime Records Bureau, Crimes in India, Reports of 2009-10 , Ministry of Home Affairs, Govt.of India, New Delhi.*

However, upper-caste leaders deny the prevalence of sexual abuse against Dalit women. A prominent leader of the Thevar community in Tamil Nadu claimed to Human Rights Watch in an interview, "In the past, 30 to 40 years ago, harijans (Dalits) enjoyed the practice of "untouchability" ... But Dalit women's relations with Thevar men are not out of economic dependency. She wants it from him. She permits it. If he has power, then she has more affection for the landlord ..." The upper-caste considers them to be "sexually available."[32] The landlords want to reassert their feudal tyranny over the poor who have started becoming more vocal and by attacking women they attack the vulnerable lot. In a shocking incident a 6 year old Dalit girl was pushed into fire by an 18 yr. old youth for crossing a road reserved for upper caste villagers.[33]

Dalit women have been at the forefront of Dalit land rights movements and whenever they have participated in these campaigns they have been very successful. Mr. Nicholas, the convenor of the National Federation of Dalit Land Rights Movement said at a seminar at the India Social Forum in New Delhi, 2005, that Dalit women must always be involved in land rights movements[34]. Manas Tena, also a convenor of same federation, stated that, there are two areas where the federation is fighting for land rights of Dalits and these include cases where Dalits hold possession of the land, but do not have right of the land and the other where the land belongs to them on paper, meaning they have rights, but they do not have possession of the land. Mr. Nicholas observed that Dalit women retain their land much better than their male counterparts and added that this was also historically true[35]. Education is an important factor as Paulo Frieire, the Brazilian proponent of social activism stated: "Literacy per se and even adult education ... may not lead to a radical or qualitative change in the lives of individual learners. It may not lead to an end of the status of landlessness, assetlessness and bondage; but it can certainly be a tool of "critical consciousness" [36]

After independence in 1960s and 1970s, the Dalit movement and women movement emerged to demand their rights against caste and gender respectively. However, specific problems of Dalit women were not acknowledged by these movements. In 1990s, there were several special, independent and autonomous assertions of Dalit Women's identity: a case in point is the formation of National Federation for Dalit Women (NFDW) and All India Dalit Women's Forum (AIDWF) at the state level. In recent years, the Dalit women had shown tremendous resilience in asserting their rightful place in Indian society. Almost 89.5 cent of them is engaged in economic production in the country. Some important examples can be drawn from real life scenarios.

1. The Tamil Nadu government had permitted a contractor for sand quarrying at Uriyur of Vellore district in Tamil Nadu. The contractor dug deep pits and three children of the village drowned and died in them. Dalit women stopped the trucks coming to the river at midnight, punctured the tyres,broke the glasses and finally stopped the sand quarrying[37].

2. Dalit Women came out against the steel project of Korean company – Posco to "hoodwink" them in Nuagaon of JagatSinghpur district in Orissa. Women put up a brave front even though they feared police action. One leader of the movement M S Nirupama Rout said, "If policemen enter our village to help POSCO take our land, they will have to kill us first. We will no longer create barricades to block their entry, but will ourselves stand as barriers on their way."[38] Success stories of dalit women to get ownership of land are not few. In Tumkur district of Karnataka land struggle spread to 1000 villages. Training was given to men and women of every village to identify lands usurped by land grabbers. The 'Dalit Panchayats' were formed in all villages with women as head for internal governance of the struggle. About 6078 acres of land was reclaimed. In every village ten women were being trained in leadership.

*32. See No.25.*

*33. 'Dalit girl thrown into fire for using reserved road',The Hindustan Times,1st May,2008.*

*34. The Asian Age, 11.11.2006*

*35. The Asian Age, 11.11.2006*

*36.Pillai R V, [2010] ' Developmental Issues in Human Rights' in RM Pal and G S Bhargava ed. Human Rights of Dalits : Societal Violation, Gyan Publishing House,N. Delhi.*

*37.Burnad Fatima , Land, Livelihood and Access to Resources, Tamil Nadu Women's Forum (TNWF), 2007.*

*38.The Hindu,12th April,2007.*

At about the same time in August 2007 a historic land struggle was unfolding at Chengara in Pathanamthitla district, Kerala involving about 7500 families, which includes all sections of landless people, the majority of them being Dalits and Adivasis[39]. Landless people have claimed land in the Chengara estate, a rubber plantation, which had been leased to the Harrison Malayalam Plantation by the government of Kerala. Women \have been threatened with sexual violence in overt and covert ways. Indian Vision, a Malayalam TV Channel, reported the abduction and sexual harassment of four women activists.However, no one from outside has been allowed in to investigate. Following the reports, a protest was organized at Pathanamthitta, on 11th August by dalit activists,

dalit feminists and other human rights activists, but not a single activist was allowed to proceed. The media, too, was eerily silent. The Dalit Land Struggle Federation Campaign in Tamil Nadu has resulted with a historic order from the Tamil Nadu High Court. The High Court in its judgment on Nov.7, 2008 directed that, "No panchami (land given to dalits) should be occupied by others. Even big buildings are built in such lands, they should be removed. If not, such buildings should be handed over to Dalits." Here dailt women collectively, petitioned for land and put pressure on the bureaucracy.

The above mentioned land struggles in different parts of India have particularly inspired the dalit activists to prepare for the launching of National Campaign for Dalit Women Land Rights in 2009. The prime demand of the campaign was asking the government to provide five acres dry land or 2.5 are wet land to every dalit women in the country. The unanimous decision was taken at the three day National Consultation on Dalit Women Land Rights, organized by Dalit Academy and Action Aid in Hyderabad from November 20 to 22, 2008 P. Anjaiah, National Team Leader, Dalit Rights Thematic Unit, Action Aid India said, while land is a property for upper caste people and way of controlling dalits, it is a dignity and issue of life for dalits.

Thus it is evident that Dalit women are at the furthermost fringes of social exclusion. There is need for the Dalit rights to move away from the immediate to the abstract and acquire public space.Land is thus not only a tangible socially valued asset; it is a matter of consciousness & imagination. The feminist conscience should strike a balance between the two Indias which are difficult to match – One India where United Nations Development Programme's Human Development Report 2001 ranked it as one the 72 countries which is reported to have made 'real progress'[40]. On the other hand, there is real India where at the outskirts of Bangalore seven Dalit women walking with empty earthen vessels can trigger off a reaction where they were killed for caste prejudices and age old blind faith. Though Dalit women are assiduously attempting to change their un-freedom and subjugation, their real emancipation can only take place with egalitarian, democratic and pluralistic mind sets in the political arena. But this is one side of the story. It's equally important for Dalit women to continue to carry on their lives, the lives of their families, the struggles of their community, in spite of insurmountable hardships and hurdles.

39. *Raj R. "Flashpoint Chengara- landless Dalits-the Left Democratic Front and Terror" Website: sanhati.com/news/931.*

40. *Louis P, [2003], "Political Sociology of Dalit Assertion" Gyan Publishing House,N. Delhi.pp.19.I*

## REFERENCE LIST:


### *BOOKS*

1. *Munshi, I(2012), The Adivasi Question: Issues of Land, Forest and Livlihood, Orient Blackswan Private Limited and Economic and Political Weekly, New Delhi.*
2. *Pal R M and G S Bhargava, (2010): Human Rights of Dalits: Societal Violation, Gyan publishing house, New Delhi.*
3. *Louis P, (2003) The Political Sociology of Dalit Assertion, Gyan Publishing House, New Delhi.*
4. *Singh K,(2010) Dalit Politics in India, Mohit Publications, New Delhi.*
5. *Jogdand PG,(2013) Dalit Women in India: Issues and Perspectives, Gyan Publishing House, New Delhi.*
6. *Acharya PK and RP Mohanty(2010) Gender, Land and Land Rights: Tribes and Caste Hindus, Abhijeet Publications, Delhi.*
7. *Chatterjee P(1999), The Partha Chatterjee Omnibus, Oxford University Press, New Delhi.*
8. *Sathyamurthy, T.V(1996) Region, Religion, Caste, Gender and Culture in Contemporary India, Oxford University Press, New Delhi.*
9. *Mukherjee, M (2004) Human Rights and Gender Issues, Institute Of Social Sciences, Kolkata.*
10. *Chatterjee, P(1998) The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism, Oxford University Press, New Delhi.pp69,pp83.*
11. *Sharma M(2010) Human Rights in a Globalized World: An Indian Diary, Sage Publications, New Delhi, pp169-176.*

### JOURNALS/ ARTICLES:

12. *Bhattacharya, S(2003), 'Caste, Class and Politics in West Bengal: Case study of a village in Burdwan', Economic and Political Weekly, Vol 38, No. 3, pp244-245.*
13. *Kethinani S and GD Humiston(2010), ' Dalits , the " Oppressed People" of India: How are Their Social and Economic Rights Addressed?', Journal of War Crimes , Genocide and Crimes against Humanity, Vol 4, pp106.*
14. *Rao N(2005) Women's Rights to Land and Assets: Experiencing of Mainstreaming Gender in Development Projects, Economic and Political Weekly, vol 40, pp4703.*
15. *Agarwal B(2003) ' Gender and Land Rights Revisited: Exploring New Prospects via the State, Family and Market', Journal of Agrarian Change, Vol 3, No 1, pp 191-195.*
16. *Binoy P(2010), ' Collaboration for rights: Action Aid India and Dalit Rights CSO Partnerships', Journal of Civil Society and Social Transformation, Vol 1, pp 51-52*
17. *Bandyopadhyay S(2012) ' Caste and Politics in West Bengal', Economic and Political Weekly, Vol 18, No 50, pp71-73.*

# CAREER OPPORTUNITIES IN LIBRARY & INFORMATION SCIENCE (LIS)

**Mr. Hedayat Hossain**
Librarian, Jangipur College

The modern society is passing through the phase of information explosion. Information is available in print media such as books, periodicals, newspapers, maps etc. as well as in non-print media such as Compact Disks, phonograph records, films tapes, microforms, various types of database etc. Management of various types of information is a challenge and a highly scientific task. It was the need to manage the information explosion and hence the Library and Information Centers and Library and Information Profession have emerged. Today, in the age of information explosion the Library and Information Profession has became the most attractive profession and Librarianship gave the ample opportunities to the hundreds of unemployed person to be a professional. Librarianship as a profession provides a variety of employment opportunities. Today there are a number of career prospects in Library and Information Science. The qualified professionals are employed in various libraries and information Centers. Trained library professionals can find opportunities for employment both as teacher and as a Librarian. In Librarianship, designations could be Librarian, Documentation Officer, Assistant Librarian, Deputy Librarian, Scientist (Library Science/ Documentation), Library and Information Officer, Knowledge Manager/ Officer, Information Executive, Director/Head of Library Services, Information Officer, and Information Analyst. There is a lot of scope for a career in Library and Information Science and the person in this field can find employment opportunities in the following areas.

- In School, College, Universities;
- In Central Government Libraries;
- In the training centers of banks;
- In National Museum and Archives;
- In NGOs working in different areas;
- In R&D Centre like ICAR, CSIR, DRDO, ICSSR, ICHR, ICMR, ICFRE, etc.
- In Business Houses;
- In Foreign Embassies and High Commissions;
- In International Centers like WHO, UNESCO, UNO, World Bank etc.
- In the libraries of Ministries and other government departments;
- In National Level Documentation Centers;
- In Library Networks;

- In the newspaper libraries;
- In News Channels;
- In the Libraries of Radio Stations;
- In the Databases provider firms;
- In publishing companies for preparing Index, abstracts, bibliographies etc.
- In various digital library projects like 'Digital Library of India' etc.
- In Training Academies.

**National Knowledge Commission**

National Knowledge Commission is an Indian think-tank charged with considering possible policies that might sharpen India's comparative advantage in the knowledge-intensive service sectors. It was constituted on 13 June 2005, by the former honorable Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. In particular, the Commission was to advise the Prime Minister's Office on policy related to education, research institutes ana reforms needed to make India competitive in the knowledge economy. For that purpose The NKC website was launched in February 2006.

There is good news that recently the National Knowledge commission has recommended the formation of the National Library commission (NLC) to strengthen the library networks in India. The Department of Culture (DoC) has proposed setting up a National Mission for Libraries (NML) as a Central Sector Scheme. The activities under it will include: National Census of Libraries; Modernisation including networking of Libraries; establishing Knowledge Centres and Digital Libraries. Recently under National Mission for Libraries there is a proposal for establishing 7000 libraries having computers with internet facility across the country.

It was recommended by the commission the initial recruitment should be direct at the level of library and Information Assistant. The qualification requirement would be graduation and BLISc. degree. Thus, the scope of librarianship becomes brighter.

**Courses in LIS**

Course nomenclature and qualifying marks in different courses differ from university to university. Earlier the subject was called library science but now due to information explosion Library Professionals handle information. So Library Science is changing into Information Science. A few universities have incorporated this word in the course name but not removed the word Library. So some universities provide degree i.e. Bachelor in Library and Information Science (BLISc.), and Masters in Library and information Science (MLISc.), M.Phil. in Library and Information science and Ph.D in Library and Information Science and some provide degrees like Bachelor in library Science (B.LIB), and Master in Library Science (M.LIB), M.Phil in Library Science and Ph.D in Library Science) The computer and information technology is now being widely used in libraries and information centers to process, store, retrieve and disseminate information. NISCAIR (for

merly INSDOC) under the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), New Delhi conducts a two-year programme leading to the award of 'Associateship in Information Science' (AIS) and the Documentations Research and Training Centre (DRTC) at the Indian Statistical Institute (Bangalore) offer 'Associateship in Documentation and Information Science' (ADIS).This award is also recognised as 'equivalent to MLISc degree'. These two courses enjoy a good reputation in the employment market. In view of the increasing use of computer and information technology in libraries, several universities in India also have started various courses focusing primarily on information technology and computer technology. However, the different courses and their eligibility criteria has describe in the following table:-

| Sl.No. | Name of programmes | Eligibility | Duration |
|---|---|---|---|
| 1. | Certificate in Library & Information Sc. (CLISc) / Certificate in Library Sc. (CLSc). | Matric/10+2or equivalent | 3 to 6 Months |
| 2. | Certificate in Information, communication & Technology (ICT) Application in Library (CICTAL) | 10+2 with CLISc/DLSc | 6 Months |
| 3. | Diploma in Library & Information Sc (DLISc.)/ Diploma in Library Sc (DLSc.) | 10+2 or equivalent | 1 Yr |
| 4. | Bachelor of Library & Information Sc (BLSc.) / Bachelor of Library Science (BLS.c) | Graduation or equivalent | 1 Yr |
| 5. | BLISc./BLSc. (LIS as subject at B.A. level) | 10+2 or equivalent | 3 Ys |
| 6. | Post Graduate Diploma in Library Automation & Networking (PGDLAN) | BLISc./BLSc. | 1 Yr |
| 7. | Master of Library & Information Science (MLISc.)/ Master of Library Sc. (MLSc.) | BLISc./ BLSc. | 1 Yr |
| 8. | MLISc./MLSc. (Integrated Course) | Graduation or equivalent | 2 Yrs |
| 9. | Associateship in Documentation and Information Science (ADIS) [Equivalent to MLISc./MLSc.] | BLISc./BLSc./ MBBS/BE/PG/ or equivalent | 2 Yrs |
| 10. | Associateship of Information Science (ALS) [Equivalent to MLISc/MLSc] | BLISc/BLSc/ MBBS/BE/PG/ or equivalent | 2 Yrs |

| Sl.No. | Name of programmes | Eligibility | Duration |
|---|---|---|---|
| 11. | MSc. (Information Science) [equivalent to MLISc./MLSc.] | Graduation/MBBS/ BE/B.Pharma/ or equivalent | 2 Yr |
| 12. | Master of Philosophy (M.Phil.) | MLISc/MLSc or equivalent | 1 Yr |
| 13. | Doctor of philosophy ( Ph.D) | Same as above | 2 to 5 Yrs |
| 14. | Doctor of Literature (D. Litt.) | Ph.D | |

**Indian Universities offering degree and diploma in LIS Course**

At present large number of universities are offering different LIS courses. This course is also available through regular & distance Learning mode. Some Renounce Universities and Institutions are offering LIS courses regular mode as well as distance mode listed below-

**Regular Education**

- Alagappa University, Karaikudi
- Aligarh Muslim University, Aligarh
- Allahabad University, Allahbad,UP
- Annamalai University, Annamalainagar
- Awadhesh Pratap Singh University, Rewa
- Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow
- Banaras Hindu University, Varanasi
- Bundelkhand University, Jhansi
- Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
- Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Agra
- Dr. Harisingh Gour Viswavidyalaya, Sagar
- Gulbarga University, Gulbarga
- Guru Ghasidas University, Bilaspur
- Guru Nanak Dev University, Amritsar
- Dr. Harisingh Gour University, Sagar
- HNB Garhwal University Srinagar - Garhwal
- Jadavpur University, Calcutta
- Jamia Millia Islamia, New Delhi
- Jiwaji University, Gwalior
- Karnatak University, Dharwad
- Jamia Millia Islamia, New Delhi

- Kurukshetra University, Kurukshetra
- Nagpur University, Nagpur
- North Bengal University, Siliguri
- North Eastern Hill University, Shillong
- Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur
- Panjab University, Chandigarh
- Patna University, Patna
- Punjabi University, Patiala
- Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur
- Sambalpur University, Sambalpur
- SNDT Womens' University, Mumbai
- University of Burdwan, Burdwan
- University of Calcutta, Kolkata
- University of Delhi, Delhi
- University of Hyderabad, Hyderabad
- University of Jammu, Jammu (Tawi)
- University of Kalyani, Kalyani
- University of Kashmir, Srinagar
- University of Lucknow, Lucknow
- University of Madras, Chennai
- University of Mysore, Mysore
- University of Pune, Pune
- University of Rajasthan, Jaipur
- Vikram University, Ujiain
- Vidyasar University, Midnapore
- UP Rajarshi Tandon Opeen University, Allahabad (Distance Education)
- Indira Gandhi National Open University, New Delhi (Distance Education)

- **Distance Education**
- Indira Gandhi National Open University, Maidan Garhi, New Delhi-110068 Website : www.ignou.ac.in
- Dr. B.R. Ambedkar Open University, Road No.46, Jubilee Hills, Hyderabad - 500033, E-mail : braouap@hdl.dot.net.in
- Kota Open University, Rawatbhata Road, Akhelgarh, Kota-324010, Rajasthan, Tel.: 91-744-421254
- Nalanda Open University Camp. Office, 9 , Adarsh Colony, Kidwaipuri, Patna - 800001, Bihar, Tel.: 91-612-234330
- Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Dnyanagangotri, Near Gangapur

Dam, Nashik-422005, Maharashtra, Website : www.ycmou.com

- Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Red Cross Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal-462016, Madhya Pradesh, Tel.: 91-755-550606
- Dr.Babasaheb Ambedkar Open University, Govt. Bungalow No.9, Dafnala, Shahi Baug, Ahmedabad-380003, Gujarat, Tel.: 91-79-2869690
- Karnataka State Open University, Manasagangotri, Mysore - 570006, Karnataka Tel.: 91-821-515149
- Netaji Subhas Open University, 1, Woodburn Park, Kolkata -700020, West Bengal E-mail : nsou@cal2.vsnl.net.in

**Remuneration in Library and Information profession**

In the age of information revolution librarianship is a well paid job. However salaries of library professionals varied depending upon their individual qualifications, experience, size and nature of the hiring institutes. Persons with a superior record and high qualifications can achieve high positions. The salaries and status in college and university libraries are comparable to those of teachers. Indeed, the salaries of special librarians are high. Librarians employed in government museum, archives, galleries have higher earnings than those in colleges and universities. Librarians working in research institutes and private documentation centres also have handsome earnings. Opportunities for upwards mobility based on assessment of performance at intervals, make the job attractive.

**Conclusion**

With the information revolution, qualified Library/Information professionals are diversifying to several new growth areas such as database management, reference tool development, training of database users, systems analysis especially relating to computer work, documentation works, bibliographical works and Organisation & management of information units. Entrepreneurial Librarians/Information professionals also start their own consulting practices, acting as freelance Librarians or information brokers and providing services to other libraries, businesses or government agencies.

Conclusively today career in LIS is multidimensional, ever growing and bright which is significantly enriching the knowledge base of the society for prosperity and progress. Persons possessing good academic record and adequate skills in computer and information technology can look forward to a rewarding career in this profession.

# জমিন-আশমান

নীহারুল ইসলাম

জুবের আলির কোনো কাম-ধান্দা নাই। ধোলিকলমার মাঠে তার চোদ্দ-পুরুষের যে জোত-জমিটুকু ছিল, সরকার অধিগ্রহণ করে নিয়েছে। অবশ্য বিনিময়ে কিছু টাকা পেয়েছিল। এতদিনে সে-টাকাও প্রায় শেষ। বসে বসে খেলে রাজভান্ডার শেষ হয়ে যায়। আর এ তো মাত্র ক'হাজার টাকা!

জমিন নিয়ে সরকার ধোলিকলমার মাঠে বিমানবন্দর গড়েছে। নাম দিয়েছে 'ধোলিকলমা বিমানবন্দর'। শুধু তার জমি নয়, ধোলিকলমা মাঠের তার মতো আরো অনেকের জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে সেটা।

এদিকে জমি হারিয়ে অনেকেই বিকল্প কাম-ধান্দা বেছে নিলেও জুবের আলি পারেনি। জোত-জমিটুকুর কথা ভাবতে ভাবতে সে তার বেকার-জীবন কাটাচ্ছে। নতুন বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা দেখতে দেখতে তার বেকার-জীবন কাটছে। দিন-রাতে কত দেশের কত বিমান উঠছে, নামছে — হিসাব রাখতে পারছে না। তবু আশমানের দিকে তাকিয়ে থাকছে। যখন ঘাড় ব্যথা শুরু হচ্ছে তখন ঘাড় নিচু করে কিছুক্ষণ বিমানবন্দরের বাউন্ডারি-ওয়ালের পাশ ঘেষে হেঁটে বেড়াচ্ছে। যদি বাউন্ডারি-ওয়ালের কোথাও একটু ফাঁক-ফোকর, কিংবা ফুটো পায় তাহলে তার জোত-জমিটুকুকে একবার চোখের দেখা দেখবে, ভাবছে।

'জুবের আলি দিন-কে-দিন কেমন ক্ষ্যাপা হয়ে যাচ্ছে!'

না, একথা কেউ তাকে বলছে না, তাছাড়া তাকে একথা বলার সময় কোথায় লোকের? তাই সে নিজেই বলছে নিজেকে। বিমানবন্দরের পাশ ঘেষে, হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে আপন মনে বিড় বিড় করছে।

ওদিকে যে যার নিজস্ব কাম-ধান্দায় ব্যস্ত। কেউ কেউ নতুন কাম-ধান্দায় সফল হলেও বেশীরভাগই অহেতুক পন্ডশ্রম করছে। জুবের আলি তা বুঝতে পারছে। কিন্তু কাউকে কিছু বলছে না। সেদিক থেকে দেখলে তার এই বিমান ওঠা-নামা দেখা, বিমানবন্দরের বাউন্ডারি-ওয়াল ঘেষে হেঁটে বেড়ানো আরো বেশী পন্ডশ্রমের কাজ। তাহলে সে কাকে কী বলবে?

কিন্তু সত্যি কি তাই? জুবের আলি সেরকম পন্ডশ্রমের-হাঁটা হাঁটতে হাঁটতেই একথা ভাবল। কিন্তু হাঁটা থামাল না। জোত-জমিটুকুর বদলে সরকারের কাছে পাওয়া যে টাকা ক'টা এখনো অবশিষ্ট আছে, তা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত সে হাঁটা থামাবে না। প্রতিজ্ঞা করল।

টাকা শেষ হলেই বা থামাবে কেন? তার কে আছে, তার জন্য হাঁটা থামিয়ে অন্যকিছু করবে বা ভাববে? সেই তো! আচ্ছা, তার কেউ নেই কেন? জোত-জমির মালিক ছিল যখন তখন নিশ্চয় কোনো কূলে কারও থাকার কথা! কারও কি, চোদ্দ পুরুষের-ই থাকার কথা। চোদ্দ পুরুষ না থাকলে কারো জোত-জমি থাকে না। চোদ্দ পুরুষের কোন পুরুষ ছিল তাহলে? যাকে সে চোখে দেখেছে? ওই জোত-জমিটুকু যে তাকে চিনিয়ে দিয়েছিল? বাপ, দাদো, নাকি তার বাপ-তার দাদো? মনে করতে চেষ্টা করে জুবের আলি। কিন্তু আশ্চর্য মন! কোনো কিছুই মনে পড়ে না। সে তখন হাঁটা বন্ধ রেখে একজায়গায় দাঁড়িয়ে মনকে স্থির করবার চেষ্টা করে। তখনই মাথা ছুঁয়ে একটা বিশাল বিমান

বিকট গর্জন করতে করতে নেমে আসে আশমান থেকে। জুবের আলি চমকে ওঠে। সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। সে ভয় পায়। ভয় পেয়ে মাথা নুইয়ে নেয়। তখন তার মনে পড়ে অনেকগুলি বাচ্চা-মুরগির মা-মুরগিকে। অথচ, চিল বা বাজ ছোঁ মেরে বাচ্চা তুলতে এলে মা-মুরগি যেভাবে চিল-বাজের দিকে তেড়ে যায়, সেভাবে সে ওই বিমানট্টির দিকে তেড়ে যেতে পারে না। বিমানটির বিকট গর্জনে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

তারপর অনেকক্ষণ বাদ সে যখন শান্ত হয়, উঠে আবার হাঁটবে ভাবে, তখন আরো একটি বিমান ঠিক একই ভাবে নেমে আসে, সে তখন আর চুপচাপ থাকতে পারে না, নিজেই নিজের উদ্দেশ্যে বলে, 'জুবের আলি কেমন পাগল হয়ে যাচ্ছে দিন-কে-দিন!' তারপর ভাবে, নাকি আগে থেকেই পাগল ছিল? টের পাচ্ছে এখন!

জুবের আলি বুঝতে পারে, একটার পর একটা বিমান নেমে আসার মধ্যেই সে বুঝতে পারে, তার চোদ্দপুরুষ অবশ্যই ছিল। দৈব কারণে তাদের কারো সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি। চোদ্দপুরুষ না থাকলে জোত-জমি থাকে না। যার চোদ্দ পুরুষ নেই তার জোত-জমি তো দূর, বসত-ভিটেও নেই। এমন মানুষ চারপাশে সে প্রচুর দেখেছে। আজও দেখে।

সেই দলে কখনোই পড়তে চায়নি জুবের আলি। তাই বোধহয় তার মনে পরবর্তী চোদ্দপুরুষের আকাঙ্খা জন্মেছিল। সে জন্য সে একটি মেয়ের প্রয়োজন অনুভব করেছিল। সেই মেয়ে পছন্দ করে খুঁজেও বের করেছিল মনে মনে। তাদের গাঁয়ের মুনির আলির বিটি নেশা খাতুন। নেশা খাতুন কলেজ-পড়া মেয়ে। দেখতে-শুনতে ভালো। একেবারে 'টল ফিগার'। ঝরঝরে শরীর। কী জানি কেন পরবর্তী চোদ্দপুরুষের কথা ভাবতে গিয়ে নেশা খাতুনের কতা মনে পড়তেই তার নেশা ধরে গেছিল যেন। তারপর যখনই সে নেশা খাতুনকে দেখত, তার মনে পড়ত জান্নাতের হুরের কথা। জান্নাতের হুর সে কখনো দেখেনি, খালি বর্ণনা শুনেছিল মৌলবীদের মুখে ধর্মীয় জালসায়, "... ... ... হুরগনের সর্ব শরীর নুরাণী সমুজ্জ্বল সৌন্দর্য আলোক দর্শনের ন্যায়। যেন একটা স্বচ্ছ স্ফটিক। যাদের দিকে তাকালে তাদের হৃদয় পর্যন্ত দেখা যায়। আর সেই হৃদয়ে, যারা নেকবান্দা হয় তারা নিজেকে দেখতে পায় ... ... ..."। নেশা খাতুন ক্ষানিকটা সেরকমই।

কিন্তু জোত-জমিটুকু হারানোর পর নেশা খাতুনকে সে আর দেখতে পায় না। একবার কার মুখে শুনেছিল নেশা খাতুন নাকি 'আশমানী কন্যা' হয়েছে। পরি না হয়েও সে এখন আশা মানে উড়ে উড়ে বেড়ায়। এর জন্য সরকার বেতন দেয় প্রচুর। তাতেই তার বাপ মুনির আলি জোত-জমি হারানোর দুঃখ ভুলে গেছে। মেয়ের কারণে গাঁয়ে এখন মুনির আলির আদর-সম্মান খুব। তাবাদেও নেশা খাতুনের জন্যই নাকি গাঁয়ের ভিতর দিয়ে পাকা সড়ক হয়েছে। সেই সড়কে কালো কাঁচ ঢাকা গাড়ি চড়ে নেশা খাতুন আশমানে উড়তে যায়। তার ওড়া শুরু হয় অবশ্য এই বিমানবন্দর থেকে। নেশা খাতুন কীভাবে আশমানে উড়ে, সেটাও দেখার খুব সখ জুবের আলির। কিন্তু এমনই কংক্রীটের পাঁচিল, এত শক্ত আর এত উঁচু যা ভেদ করে কিংবা চোখ উঁচিয়ে সেই দৃশ্য দেখা অসম্ভব প্রায়।

যদিও সে জানে এই যে একটার পর একটা বিমান নেমে নামছে, এর কোনো একটাতে করে নেশা খাতুনও নেমে আসবে। তাহলে সে অহেতুক ভয় পাচ্ছে কেন?

জুবের আলির বুকে হঠাৎ-ই সাহসের সঞ্চার হয়। সে মাথা তুলবার চেষ্টা করে। ঠিক তখনই তার চোখ পড়ে বিমানবন্দরের বাউন্ডারি-ওয়াল ঘেষে ওঠা একগুচ্ছ ধানগাছের ওপর। সোনার ধান ফলে আছে গাছটির শিষে শিষে। বাতাসে সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। সেই সুগন্ধে শরীরে অনেকদিন পর প্রাণ ফিরে পায়।

না, ধানগাছ নিয়ে বেশী কিছু ভাবছে না জুবের আলি। কিন্তু কেন এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিল, কিংবা কেন এতদিন তার শরীরে প্রাণের অনুভূতি ছিল না, সেকথা ভাবছে। অজানা কোনো ভয়েই কি? হয়ত বা!

তারপর নেশা খাতুনকে মনে করে, মনে সাহস সঞ্চয় করে একসময় চোখ খুলেছে। আর দেখেছে গুচ্ছগুচ্ছ ধানের শিষগুলিকে।

জুবের আলি জানে, এই ধান খুব উন্নতমানের। সুগন্ধী। এই ধানের নাম 'মন্থরিখাসা'। শুধু মন্থরির মতো আকৃতির জন্য নয়, মন্থরির মতো বাতাসে গন্ধ ছড়ায় বলে ওই নাম। সেই ধান তার জমিতে ফলত। মানে সে ফলাত। আর গোটা গোলিকলমা মাঠ সুগন্ধে ম' ম' করত।

জুবের আলির আরও মনে পড়ে, এই মাছে এই ধান সে ছাড়া আর কেউ চাষ করত না। আসলে এই ধান সবার পক্ষে চাষ করাও সম্ভব ছিল না। যে পরিমাণ ধৈর্য-কষ্ট স্বীকার করতে হতো, তেমন ধৈর্য-কষ্ট স্বীকার করার ক্ষমতা সবার ছিল না। তাছাড়া, ততদিনে বিদেশী ধানবীজ বাজারে ছেয়ে গেছিল। অল্প আয়াসে বেশী লাভের অংক শিখে গেছিল সকল চাষী। শুধু সে শিখতে পারেনি। নাকি মন্থরিখাসা ধানের গন্ধের মায়া সে ভুলতে পারেনি? তাই বোধহয় শেষদিন পর্যন্ত তার জমিতে এই ধান লাগা ছিল।

এতক্ষণে জুবের আলির মনে পড়ে, সরকারের চিঠি পাওয়ার পর সদরে সে যেমন জমির টাকা আনতে যায়নি, তেমনি জমিতে লেগে থাকা পাকা ধান কেটে আনতেও যায়নি। যদিও শুনেছিল, তার জমির ধান মাঠ-কুড়োনির দল লুঠ করেছিল। গরু-ছাগল, পাখ-পাখালিতেও খেয়েছিল কিছু। তাহলে বাদবাকি যা জমির বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা থেকেই সম্ভবত এই গাছ! তাহলে কি তার জোত-জমির ওপরেই এই পাঁচিল?

মনটা হু হু করে ওঠে জুবের আলির। মন শান্ত করতেই বোধহয় একটা শিষ ছিঁড়ে হাতে নেয়। শিষ তো নয়, কাঁদ কাঁদ ধান। মৌমাছির চাকে মৌমাছির গায়ে মৌমাছি যেমন, ধানের গায়ে ধান তেমনি। ধানের চাক যেন। জুবের আলি সেই চাকে হাত বুলায়। তারপর সটান উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। আর তার মনে হয় আজ তার মাথা বিমানবন্দরের পাঁচিল ছাড়িয়ে যাবে নিশ্চয়। আর সে দেখতে পাবে বিমানবন্দরের ভেতরের রূপটা। দেখতে পাবে হয়ত তার জোত-জমিটুকুও! যেখানে এরকম আরো আরো অনেক ধানের গাছ সোনার ধান ফলিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে!

শেষপর্যন্ত জুবের আলির মাথা কিন্তু পাঁচিল ছাড়ায় না। সে অসহায় বোধ করে। কিন্তু বুকে কিছুক্ষণ আগের সঞ্চিত-সাহস তাকে চালিত করে আবার। নাকি ধানগাছের ভাবনা!

যাইহোক, সে আবার হাঁটতে শুরু করে। ধানের কথা, তার হারানো জোত-জমিটুকুর কথা, নেশা খাতুনের কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটতে থাকে। ঘন ঘন বিমান ওঠা-নামা তাকে তার ভাবনা থেকে বিরত রাখতে পারে না। সে তখন নিজেই নিজেকে বলে উঠে, 'জুবের আলি দিন-কে-দিন কেমন মানুষ হয়ে উঠছে!'

জুবের আলি মানুষ হতে কতক্ষণ ধরে হাঁটছে, তা সে নিজেও বুঝতে পারেনি। কিন্তু একসময়, যখন ভোর হবো হবো করছে, একটা-দু'টো পাখ-পাখালি জেগে উঠছে, সে এসে দাঁড়াচ্ছে আলো ঝলমলে এক অতি সুন্দর জায়গায়। বাইরে প্রচুর গাড়ি-ঘোড়া দাঁড়িয়ে। ভেতরে ঢোকার অদ্ভুত-আশ্চর্য এক দরজা! সেই দরজা দিয়ে বিভিন্ন ধরণের মানুষ ঢুকছে, বেড়োচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপার! এমন জায়গা হেঁটে আসা যায় নাকি? জুবের আলি অবাক হচ্ছে। সেখানে সে যাদের দেখছে, যেমন বয়স্ক-পুরুষদের দেখে তার মনে হচ্ছে এরা বুঝি ফেরেস্তা, "এরা আল্লার দূত

রূপে বেহেস্তীদের কাছে সর্বপ্রকার সুসংবাদ পৌঁছে দেবে।" নারীদের মনে হচ্ছে হুর, "এরা বেহেস্তী পুরুষদের অতিরিক্ত স্ত্রীরূপে সর্বদা সঙ্গে থেকে তাদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকবে।" আর বাচ্চাদের গেলেমান, "এরা সব অল্পবয়স্ক বালক। এরা বেহেস্তীদের চতুর্দিকে অগণিত মণিমুক্তার ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করে তাদের খেদমত করবে।"

হাদীশের কথা মনে পড়ে জুবের আলির। আর তার মনে হয় সে বুঝি জান্নাতের দুয়ারেই এসে হাজির হয়েছে। তা হলে সে মরল কখন? না মরে কি জান্নাতে আসা যায়? অবশ্য ছাত্রবয়সে পড়েছিল বটে 'মহাভারত' নামে একখানা মহাকাব্য। যুধিষ্ঠির নামে এক রাজকুমার স্বশরীরে জান্নাতে পৌছেছিল। ব্যাপারটা পড়ে তখন গাঁজাখোরি মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন সত্যি মনে হচ্ছে যুধিষ্ঠিরের অনেক ভালো গুণ ছিল। তাকে ধর্মরাজ বলা হতো। কিন্তু তার নিজের কী ভালো গুণ ছিল। তাকে তো কেউ কখনো ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলে ডাকে নি? তাহলে সে স্বশরীরে জান্নাতে এল কী করে?

একটা ঝা-চকচকে কালো গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল জুবের আলি। সেই গাড়ির কাঁচে নিজে বিম্বিত হতে দেখল সে। আর চমকে উঠল। এমন রঙ-চেহারা তার! কই, আগে তো কখনো এমন রঙচেহারায় নিজেকে দেখেনি! এত জ্যোতি কোথ থেকে এল তার শরীরে? নিজের পরিবর্তিত রূপ দেখে আশ্চর্য হয় জুবের আলি। এই রূপ যদি নেশা খাতুন দেখে, নেশা খাতুনেরও নেশা ধরে যাবে।

নিজেকে নেশা খাতুনের সামেনে হাজির করতে খুব ইচ্ছা হয় জুবের আলির। অমনি কোথা থেকে দু'জন, নাকি তিনজন, নাকি আরও বেশী ষন্ডাগোন্ডা লোক তাকে এসে জাপটে ধরে। সে চমকে উঠে। যদিও পরক্ষণেই বুঝতে পারে তার ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যেই আল্লার নির্দেশে এরা হাজির হয়েছে। এরা নিশ্চয় ফেরেস্তা। যেমন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে যেতে স্বয়ং ধর্মরাজ নিজেই স্বর্গের দরজায় এসে হাজির হয়েছিলেন! নাকি কুকুরের বেশে তার সঙ্গেই সহযাত্রী হয়েছিলেন? যাইহোক, জুবের আলি নিশ্চিন্ত হয়। আদের সঙ্গে জান্নাতে গিয়ে আজ সে নিশ্চয় তার জোত-জমিটুকু দেখতে পাবে। সেই সঙ্গে পাবে নেশা খাতুনের সাক্ষাৎ। জান্নাত মানে তো তার কাছে ওই দু'টোই।

খুব আনন্দ হয় জুবের আলির। সে আনন্দে মোহিত হয়। আর তাকে জাপটে ধরে ষন্ডাগোন্ডা লোকগুলো সেই অদ্ভুত দরজা দিয়ে জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করে। যেখানে নেশা খাতুন আছে। আর আছে তার ধানের জমি!

জান্নাত না জাহান্নাম? ভিতরে ঢুকে কেমন তালগোল পাকিয়ে যায় জুবের আলির। কাঁচের ঘরে একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে সেই চেয়ার ঘিরে দাঁড়িয়েছে যারা, তাদের চেহারা-পোষাক-মুখের ভাষা কেমন সন্দেহ জাগায়। সে তাদের জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা কে? আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে আপনারা কী করতে চাইছেন?'

তার কথা শুনে একজন খুব রূঢ় স্বরে জানতে চাইল, 'কী নাম তোর? বাড়ি কোথায়?'

সে ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, 'আমার নামে জুবের আলি।। বাড়ি ধোলিকলমার মাঠ।'

'ধোলিকলমার মাঠ! এটা তো এই বিমানবন্দরের নাম।'

'সে আপনারা বুঝবেন না হুজুর। একটা সময় ছিল, যখন এখানে বিমানবন্দর হয়নি, গোটাটায় আবাদি মাঠ ছিল। আর গোটা মাঠ জুড়ে আবাদ হতো ধোলিকলমা ধান। ধলো ধলো কলমের আকৃতির সেই ধান। যার চালে মুড়ি হতো খুব ভালো। দীঘল দীঘল ধলো ধলো মুনি ... ... ...'

লোকগুলি ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। ধানের ইতিহাস শুনতে চায় না তারা। কিংবা মাঠের। সম্ভাব্য অঘটন থেকে

সভ্যতাকে বাঁচাতে চায় তারা। এটায় তাদের চাকরি। এর জন্য সরকার বেতন দেয়। সেই কারণে সন্দেহভাজন লোকটির পরিচয় জানা জরুরি। কিন্তু লোকটি তাদের শোনাচ্ছে ধানের ইতিকথা। মাঠের ইতিহাস। এসব শুনে কী হবে? এমন ভাবনা থেকেই বুঝি তারা প্রসঙ্গ পাল্টায়। জিজ্ঞেস করে, 'এখানে কী করছিলি?'

'দেখছিলাম হুজুর।'

'কী দেখছিলি?'

'জান্নাতের রূপ-রঙ দেখছিলাম। আর দেখছিলাম জান্নাতের হুর-ফেরেস্তা-গেলেমানদের। তা আপনারা কে? আপনাদের তো চিনলাম না। ওই তিন জাতের কোনোটার মধ্যে তো আপনারা পড়ে না!'

তারপর জুবের আলি শুনল, ওরা নিজেদের মধ্যে যা বলাবলি করছে!

'এ-শালা পাগল-টাগল নয় তো?'

'না না। অভিনয় করছে শালা। নিশ্চয় মাওবাদী। আলফাও হতে পারে! কিংবা এল টি টি! আলকায়দা হওয়াটাও আশ্চর্যের কিছু নেই। গাড়ির ভিড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওয়াচ করছিল। কিছু প্ল্যান ছিল নিশ্চয়। প্যাঁদানি দিলেই সব বেরিয়ে পড়বে।'

'না এখনি নয়। আরো কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক।'

'কী জিজ্ঞাসা করব? জিজ্ঞাসা করে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে কি? তার চেয়ে প্যাঁদানি দিলেই সব বেরিয়ে পড়বে।'

জুবের আলি বুঝতে পারছে না, এরা সব কী নিয়ে কথা বলছে? তাই সে এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকায়। আর, সে তার ধোলিকলমা মাঠের জোত-জমি, জোত-জমির ধান, নেশা খাতুনের কথা এক এক করে ভুলে যেতে থাকে। বাতাসে ছড়ানো ধানের গন্ধটাও আর পায় না। শরীরে প্রাণের অনুভূতিটাও কোথায় হারিয়ে যায়।

এখন কাঁচের ঘরটাকে জুবের আলির কবর মনে হচ্ছে। আর, নিজেকে মমি কিংবা লাশ।

**গল্পকার নীহারুল ইসলাম বাংলা কথা সাহিত্যে একটি স্বনামধন্য নাম। তাঁর গল্প প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত। — ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক**

# ভারসাম্য

এস.এম.নিজামুদ্দিন

প্রাক্তন ছাত্র

অশ্বত্থ গাছতলায় ঘাটের সিঁড়িতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন শিশির বাবু। স্পীডবোটে ভিড় দেখে সাহস করে আর উঠতে পারেননি। ফেরি নৌকায় রিজার্ভ করে খুবসহজে চলে যাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু এখানেও একই অবস্থা।

আট বছর রিটায়ার্ড জীবনে এই প্রথম এখানে এসেছেন। আসার ইচ্ছে ছিল না। কলেজের দীর্ঘ অধ্যাপনার টান বড় গভীর। তাঁর সময়ের ছাত্র-ছাত্রীরা না থাকলেও কলিগদের মধ্যে এখনও অনেকেই আছেন। আবার নতুনও কেউ কেউ এসেছেন। আলাপ হবে। অনুষ্ঠানে যোগদান করতে ওরাই আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছেন। কলেজে আজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে তাঁকে সম্মানিত করা হবে।

বার বার ঘড়ির দিকে দেখছেন। প্রায় দশটা বাজতে চলল। এগারটায় শুরু হবার কথা। একটু বিশ্রামের দরকার। বাসের ধকল গেছে খুব। আনন্দে, উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠছেন।

এমন সময় একটি খালি নৌকা আসতে দেখলেন। সাবধানী দৃষ্টি দিয়ে নেমে গেলেন কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে। নৌকায় চেপে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে বললেন মাঝিকে।

নৌকা কিছুদূর এগিয়ে যেতে কয়েকটা ছেলে দুদ্দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চেঁচামেঁচি শুরু করে দিল। ধমকে বলল, "এই মাঝি নৌকা ভেড়াও।"

আর একজনবিরক্তি সূচক মুখভঙ্গি করে বলল, "লাটসাহেবের নাতি। দেখছে নৌকা নেই, রিজার্ভ করে একা একা পালাবে!"

ছেলে-ছোকরাদের কথার খোঁচা ভাল লাগল না শিশির বাবুর। একবার মাঝির দিকে তাকালেন। কিছু বলতে পারলেন না। কারণ মাঝির দৃষ্টিটাও বড় করুণ। স্কুল-কলেজের ছেলেদের একটু খাতির করে চলতে হয়। ওদের হাড়ে হাড়ে চেনে মাঝিরা। তাকে জিজ্ঞেস না করে মাঝি নৌকা ভিড়িয়ে দিল।

চারটে সাইকেল নিয়ে ছ'জন হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। ওদের বিশৃঙ্খলভাবে উঠতে নৌকা একদিকে কাত হয়ে গেল। শিশিরবাবু কোনোরকমভাবে টাল সামলে নিলেন। ভাগ্যিস পেছনে সরে গিয়ে নৌকার হালটা দ্রুত ধরে ফেলেছিলেন। খুব বিরক্ত হলেন ছেলেদের উপর। তবু নিজেকে সামলে গলা নরম করে বললেন, "একটু ধীরেসুস্থে চাপো না বাবা!"

একজন মেজাজ চড়িয়ে জবাব দিল, "আমরা ঠিকই চাপছি। দেখছেন নৌকা নেই। আপনি কিরকম ভদ্রলোক, একা একা রিজার্ভ করে পালাচ্ছিলেন? বুড়ো হয়ে গেলেন আক্কেল হোল না?"

একটু থতমত খেলেন। অবাক হয়ে দেখলেন ছেলেদের ঔদ্ধত্য। দু'জনের পরনে স্কুল-ইউনিফর্ম, বাকি চারজন সিনিয়র মনে হল। সম্ভবত কলেজের ছাত্র। মনটা খারাপ হলেও একটু সহানুভূতি জেগে উঠল। এরা ছেলে মানুষ, চঞ্চল স্বভাবের হতেই পারে। এই কলেজের এক সময়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপককে এরা চেনে না। আগের

সময়ের ছাত্রদের কাছ থেকে খুব সম্মান পেতেন। নদীর এপারটায় তখন বাসা ছিল। কলেজ চলাকালীন দিনে দু'বার যাতায়াত করতে হত। ফিরবার সময় চার-পাঁচজন ছাত্র মিলে নৌকা রিজার্ভ করে নিত। পয়সা দিতে চাইলে নিত না।

নৌকা ছেড়ে দিতে বাঁদিকটায় আরও একটু কাত হয়ে গেল। ভিতরে জল ঢুকে পড়ার অবস্থা। শিশিরবাবু একটু নার্ভাস হলেন। ধুতির কোঁচা সামলাতে সামলাতে চেঁচিয়ে বললেন, "এই এই, একটু ডানদিকে চেপে যাও ..."

শিশির বাবুর অবস্থায় ওরা হো হো করে হেসে উঠল। মজা পেয়ে একজন বলল, "কি হোল দাদু, ভয় লাগছে নাকি?"

শিশির বাবু করুণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে বললেন, "ডানদিকে একটু চেপে যাও না বাবা, ভারসাম্যটা ঠিক থাকে!"

সাইকেল ধরে মোটাসোটা ছেলেটা গমগম শব্দ তুলে বলল, "বুড়োটা আবার বলে কিরে..."

পাশের আর একজন ফোঁড়ন কাটল, "কি দাদু কোন্ কলেজে পড়েছেন?"

অন্যজন বলল, "কলেজ বলিস কিরে, ডক্টরেট কোথায় করেছেন, তাই বল? যত্তোসব ..."

শিশির বাবু ওদের কথা শুনে হতাশ হয়ে চুপ থেকে গেলেন। তরুণ অশ্বত্থের গাছটা ক'বছরের মধ্যে পত্র-পল্লবে মহীরুহের আকার নিয়ে ফেলেছে। স্পীডবোটের দু'বার যাতায়াত হয়ে গেল। বড় সাধ ছিল, নৌকার উপর থেকে যাত্রী বোঝাই বোট দেখবেন। উপভোগ করবেন তার গতির ছন্দটা। তাঁর সময়ে স্পীডবোট ছিল না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ছেলে কটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। লজ্জা ও ক্ষোভে ভীষণ কাতর হয়ে উঠলেন তিনি। দেশের শিক্ষার এই হাল? বয়স্কদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় তাও জানে না এরা। তাঁর সময়ে এই অবস্থা ছিল না। আজ কেন এমন হল? দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য কখনও গড়ে ওঠেনি। রাজনৈতিক ভারসাম্য যেটুকু ছিল, স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী নেতারা সেটাও হারিয়ে ফেলল। শিক্ষাজগতেও কি ভারসাম্যহীনতার এমন কঠিন ব্যাধি?

ছেলেদের মধ্যে একজন মাঝিকে ধমকাল, "জোরে হাত চালাও মাঝি, আমাদের তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে।"

অন্যজন বলল, "কলেজের একজন প্রাক্তন প্রফেসার আসছেন। খুব নামকরা, তাই না?'

"শুধু নামকরা বলিস কেন, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত। তাঁর সঙ্গে ছবি তুলতে হবে। অটোগ্রাফও নেওয়া চাই।"

মাঝনদীতে এসে ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকোটা পালের হাওয়া পেয়ে তিরতির গতিতে ছুটছে। এরমধ্যে একজন ফোঁড়ন কাটল," কি দাদু, এবার ব্যালেন্সটা ঠিক আছে তো?'

শিশির বাবুর ওদিকে আর কান নেই। চশমার লেন্স ভেদ করে দৃষ্টিটা সোজা চলে গেছে কলেজ বিল্ডিং-এর দিকে। আগের স্পষ্ট বোঝা যায় না আর। তাঁর মনে সংশয় জেগে উঠল। যে কলেজকে চেনা যায় না, বোঝা যায় না, সেখানে আর যাওয়া যাবে কিনা সে ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠলেন।

এমন সময় হৈ চৈ-এর শব্দ কানে এল। মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন ঘাটের দিকে। এবার স্পষ্ট দেখতে পেলেন, অনেক ছাত্র-ছাত্রী ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের পরনে কলেজ-ইউনিফর্ম। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। মনটাও ভরে উঠল প্রশান্তিতে। নৌকা ভিড়বার আগে দেখতে পেলেন ইরফান সাহেবকে। একেবারে জলের ধারে এসে গেছেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। এক সময়ের সহকর্মী। সঙ্গে আছেন আরও দু'জন তরুণ লেকচারার। এই তিনজনেই গিয়ে ছিলেন বাড়িতে। এখানে আসার প্রতিশ্রুতি আদায় করে তবেই ছেড়েছিলেন। তাঁদের হাসিখুশি উজ্জ্বল চেহারা দেখে মনটা ভরে গেল শিশির বাবুর।

নৌকা থেকে নামতে ইরফান সাহেব হাতটা দ্রুত ধরে ফেললেন। সেইসঙ্গে দু'জন সহকর্মীও। ঘাটের অসমতল উঁচু পাড় দিয়ে উঠতে উঠতে দেখলেন, উপরে দাঁড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখভাগে আরও ক'জন অধ্যাপক। মাঝখানে ফুলের মালা নিয়ে সহাস্যে দাঁড়িয়ে সম্ভবত প্রিন্সিপ্যাল। বছর চারেক হল এসেছেন। আলাপ হয়নি।

প্রিন্সিপ্যাল কয়েক পা এগিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। কয়েকটা মুহূর্ত। শুধু দৃষ্টি বিনিময়। তারপর ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন তাঁর গলায়। স্রোতের মত করতালিতে ভেসে গেল নদীর একুল।

সুসজ্জিত মারুতিতে উঠতে উঠতে শিশিরবাবু দেখলেন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমজনতার উচ্ছ্বাস। শুধু দেখতে পেলেন না ক'জন নৌকার আরোহী ছাত্রদের। নৌকা থেকে কখন নেমে পড়েছিল ওরা তাও খেয়াল করেননি। নাকি তাঁর চোখ দুটি আনন্দাশ্রুতে ঝাপসা হয়ে গেছে বলে দেখতে পেলেন না!

# ভারত পথিক বিবেকানন্দ


দেবজ্যোতি গুপ্ত

প্রাক্তন ছাত্র


প্রাচীন লোকাচারে জীর্ণ, অন্ধসংস্কার আর জাতপাতের শতবিভেদে দীর্ণ স্রোতহারা ভারতবর্ষের মরাগাঙে বাঁধ ভাঙা গতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি জেনেছিলেন ভারতবর্ষ শুধু হিন্দুর নয়, মুসলিমের নয়, শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের নয়, বহু ভাষা বহু ধর্মের এই পুণ্য ভূমিকে তিনি যথার্থই ভারততীর্থ বলে জানতেন। আর জানতেন বলেই দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন — "মুচি, মেথর, অজ্ঞান, মূর্খ, দরিদ্র — সব ভারতবাসীই আমার রক্ত, আমার ভাই।'

এই মহাপ্রাণ বীর সন্ন্যাসীর জন্ম ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩, কলকাতার সিমলা অঞ্চলে। তাঁর প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাকনাম 'বিলে'। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠ 'আইনজীবী'। মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। কলকাতার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যয়ন শেষে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে বি.এ পাশ করেন। আইন পড়বার সময় পিতার মৃত্যুতে সাংসারিক অনটন দেখা দিলে পড়া বন্ধ করে মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ইতিমধ্যেই দর্শন ইতিহাস সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধান চলছিল। কলেজে পড়বার সময় রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্তদর্শন বিষয়ে গ্রন্থ পড়ে ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এফ.এ পড়বার সময় রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পেয়ে গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ক্রমে রামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে মানবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বর-উপাসনার দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর গুরুভ্রাতাদের নিয়ে বরাহনগরে মঠ স্থাপন করে সন্ন্যাস-নাম গ্রহণ করেন 'বিবেকানন্দ।' পরের তিন বছর পরিব্রাজক রূপে সারা ভারত ভ্রমণ করেন। মাদ্রাজে থাকাকালীন শিষ্যদের অনুরোধে এবং সারদাদেবীর অনুমতি নিয়ে তিনি শিকগো ধর্মসভায় যোগদানের জন্য ৩১মে ১৮৯৩ খ্রিঃ আমেরিকা যাত্রা করেন। সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সেই মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন এবং ধর্ম প্রচারক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এরপর আমেরিকার প্রধান নগরগুলিতে বক্তৃতা দান করেন। তাঁর বেদান্ত-সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বহু নরনারী আকৃষ্ট হন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে মিস মার্গারেট নোবেল ছিলেন অন্যতম। যাঁকে আমরা ভগিনী নিবেদিতা নামে চিনি। ১৮৯৭ খ্রিঃ স্বামীজী দেশে ফিরে এলে তাঁকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে বীরোচিত সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা সভায় দেশের যুব সমাজের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহ্বান ছিল — 'ওঠো, জাগো-লক্ষ্যে পৌঁছবার আগে থেমো না।'

এই মহাপ্রাণ বীর সন্ন্যাসী 'মানবসেবা'র ব্রতকে বাস্তবায়িত করার জন্য ১৮৯৭ খ্রিঃ 'রামকৃষ্ণ মিশন' এবং ১৮৯৯ খ্রিঃ মিশনের কেন্দ্র হিসাবে 'বেলুড়মঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। বেদান্ত ও রামকৃষ্ণদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি বাংলায় 'উদ্বোধন' ও ইংরেজিতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৯৯ খ্রিঃ জুন মাসে বেদান্ত শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দ্বিতীয়বার আমেরিকা যান এবং ফেরার পথে প্যারিসে 'ধর্ম ইতিহাস সম্মেলনে' যোগ দেন।

পরাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করলেও তাঁর বক্তৃতা ও রচনা দেশের যুব সমাজের প্রাণে অভূতপূর্ব প্রেরণা জুগিয়েছিল। এখনও দেশবাসীর একাংশের কাছে তিনি আধুনিক ভারতের অন্যতম স্রষ্টা হিসাবে পূজিত হন। দেশকে নতুন জাতীয়তা ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে বিশ্বের দরবারে ভারতের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে স্বামীজীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা সাহিত্যে কথ্যরীতির সফল প্রবর্তক হিসাবেও স্বামীজীর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। তাঁর রচিত বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', .'Karmayoga', 'Rajayoga', 'Jnanayoga', 'Bhaktiyoga.' প্রভৃতি।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সর্ব অর্থেই ভারত পথিক। ভারত আত্মার প্রকৃত প্রাণ স্পন্দন শুনতে পেয়েছিলেন বলেই তাঁর যাবতীয় কর্মপ্রেরণার মূলে নিহিত ছিল মানবসেবার মহাব্রত। সেদিক থেকে স্বামীজী ছিলেন মধ্যযুগীয় সন্তকবিদের মেধাবী উত্তর সাধক — যাঁরা মানবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরোপাসনার সহজ পন্থার প্রচারক ছিলেন। সেই মহামন্ত্রে দীক্ষিত স্বামীজীও তাই সহজিয়া কবিদের মতো উচ্চারণ করেছিলেন —

বহুরূপে সমুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

# অসহিষ্ণুতা নয়, সহিষ্ণুতাই ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

সামিম-আরা ফেরদৌস
ভূগোল অনার্স, দ্বিতীয় বর্ষ

আজ আমাদের দেশ যে স্তরে এসে পৌঁছেছে সত্যিই যদি আগামী দিনগুলিতে অনবরতভাবে এইরকম দুর্নীতি চলতে থাকে তাহলে আমাদের এই 'গর্বের' ভারতবর্ষ ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবে। সত্যিই কী আমরা এটা চাই?

ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র সংস্কৃতির লোকজন বসবাস করে থাকে। সবার রীতিনীতি, ধর্ম ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান সংস্কৃতি এক নয়। ভিন্ন সংস্কৃতির জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্মনিরপেক্ষভাবে বসবাস এবং সকলকে সমান মর্যাদা দেওয়াই তো আমাদের সকল ভারতবাসীর উচিত। এই জন্যই তো আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। আমরা সকলে ভারতবাসী এটাই আমাদের একমাত্র পরিচয়; যেটা নিয়ে আমরা প্রতি মুহূর্তে 'গর্ববোধ' করি।

আমাদের ভারতবর্ষ বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু এটা কোন ভারতবর্ষ? কোন স্তরে এসে পৌঁছেছে যেখানে নূন্যতম সহিষ্ণুতাটুকুও আজ আর অবশিষ্ট নেই? ভারতীয় জনগণের মধ্যে এত বিভেদ এত বিবাদ কেন? একে অপরের প্রতি হিংসা, লোভ, নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্যকে খুন, হানাহানি কেন?

বাংলার মানুষ হিসাবে নিজের স্বাধীন বক্তব্য ঘরে বসে লিখতে পারছি বা অন্যকে বলতে পারছি। এটা মহারাষ্ট্র, গুজরাত, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ কিংবা কর্ণাটক হলে হয়তো পারতাম না। উগ্রবাদীরা হয়তো আমার ভাষাকে গলা থেকে নামিয়ে দেবে কিংবা আমার লেখাকে কলমের বাইরে প্রকাশ করতে পারবো না। এ কোন 'ভারতবর্ষ'? কোথায় বসবাস করছি আমরা? যে নিজের মতামত প্রকাশ করার মতো স্বাধীনতাটুকুও আর অবশিষ্ট রইল না।

কখনো লেখকরা বহিস্কৃত হচ্ছেন, কখনো বা কোনো কাজ অপছন্দ হওয়ার কারণে মুখে কালি ছেটানো হচ্ছে, আবার কখনও প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর অনুষ্ঠান বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। আর তার জেরে জেদ ধরে বসলে প্রাণহানীর আশঙ্কা। এই হচ্ছে আমাদের বর্তমান ভারতবর্ষের পরিস্থিতি। এই ভারতবর্ষকে আমরা চিনি না।

এই যে পরপর ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে ঘটেই চলেছে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে সঠিক উত্তর দিয়ে নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার স্বাভাবিক স্বাধীনতাটুকুও তো নেই আজ।

স্বাধীন ভারতে 'দাদরির' মতো ঘটনা অর্থাৎ বাড়িতে গো মাংস মজুতের জেরে কাউকে পিটিয়ে হত্যা করা, এ তো প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ! একেবারে ব্যক্তিগত জীবন যাপনের 'চিরুনি তল্লাশি'। কোথাও আবার সরকারি ভবনের ভোজনালয়ে গোমাংস পরিবেশনের গুজবে পুলিশি হানা। তার উপর যদি কেউ গোমাংসের প্রতিবাদের জেরে জানায় যে, কে কী খাবে সেটা তার নিজের রুচির উপর নির্ভরশীল, প্রয়োজনে সেও খেতে পারে। এই মন্তব্য প্রকাশ করার জন্য তার মুন্ডচ্ছেদ করার কথাও জোর গলায় বলতে পারে অন্যান্যরা। তাহলে আমি কী খাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি, কী পরছি এই সবকিছুর হিসেব ও কী রাষ্ট্রকে দিতে হবে? এটাই কী রাষ্ট্রের বর্তমান নিয়ম?

সে ক্ষেত্রে কাকেই বা কী বলা যায়! এর থেকে ভালো, বাকস্বাধীনতা, প্রকাশ করার প্রতিবাদী হওয়ার চাবি বরং রাষ্ট্রেহাতে তুলে দিয়ে যদি প্রাণে বাঁচা যায় তাহলে ক্ষতি কোথায়? গোটা পৃথিবীর কাছে আমাদের মাথা হেঁট হতে আর বাকী নেই।

দেশের কোনো খ্যাতিমান ব্যাক্তি অসহিষ্ণুতার সরব হয়ে মুখ খুললে অপর দেশের সহায়ক, অপর দেশের এজেন্ট কিংবা তাঁর শরীর ভারতবর্ষে, আত্মা অন্য দেশে এই আখ্যা দেওয়া হয়। আর তার এই বক্তব্যকে ভারত বিরোধী প্রধান শত্রুর সঙ্গেও তুলনা করা হয়।

তাহলে এখনও কী রাষ্ট্র কর্তারা বলবেন যে দেশে সহিষ্ণু পরিবেশ বজায় আছে? তার উপর আবার যে সব সাহিত্যিক, কবি, পরিচালক তাদের পুরস্কার ফেরাচ্ছেন দেশের অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদে, আমাদের রাষ্ট্রকর্তাদেরই কেউ কেউ রাজপথে মিছিল করছেন এই সব খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের পুরস্কার ফেরতের বিরোধিতা করে। হ্যাঁ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি, পরিচালকদের প্রতিভা-মেধা পরিশ্রমে এই পুরস্কার অর্জন করতে হয়। তাই বলছি এই অক্লান্ত পরিশ্রমের মর্যাদা যদি রাষ্ট্রকর্তারা না বোঝেন তাঁদের এই নীরব প্রতিবাদী হওয়ার কিছুটা দাম না দেন, তাহলে এই বিশিষ্ট খ্যাতি মানুষদের জীবনে সবথেকে বড়ো আক্ষেপ ও অসফলতা থেকে যাবে।

যাঁরা আমাদের দেশে সমাজবাদী, যাঁরা দেশকে ভালো রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন, দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলার, দেশের মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন, অঙ্গীকার করে থাকেন ভারতবর্ষকে উচ্চস্তরে পৌঁছে দেওয়ার, যাঁরা দেশের মানুষজনকে স্বপ্ন দেখতে শেখান তাঁদের উদ্দেশ্যে বলি যে, সেই জায়গা থেকে এই সব অশালীন মন্তব্য যদি উঠে আসে তাহলে দেশের জনগণ কার উপর নির্ভর দিয়ে দাঁড়াবে? আর এই সমস্ত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটনোর সাহস পাচ্ছে রাষ্ট্রের নীরবতায়। 'আর নীরবতাও তো এক ধরণের সম্মতি"। এই সমস্ত ঘটনাগুলো কী দেশের অসহষ্ণিুতার নমুনা নয়।

# সামাজিক স্বাধীনতা


## সৌমেন্দু হাজরা

বি.এস সি, প্রথম বর্ষ, রসায়ন বিভাগ


"মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, একথা মানিতে দোষ কি?" — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ই মার্চ দিনটি 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। কিন্তু যে স্বাধীন ভারতবর্ষে নারীদের অমর্যাদা করা হয়, বিবাহ নামক একটি পবিত্র বন্ধনকে ব্যবসাতে পরিণত করে নারীদেরকে পণ্য রূপে ব্যবহার করা হয়, মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় সেই দেশে 'নারী দিবস' দিনটি পালন করা অযৌক্তিক। জন্ম থেকেই আমাদের সমাজে নারীরা বঞ্চিত, অবহেলিত। মাথায় ঝুঁটি বেধে, টিপ পড়িয়ে, খেলনাবাটি ও পুতুল ধরিয়ে তাকে শৈশবেই বলে দেওয়া হয় যে, তুমি এক আলাদা প্রজাতি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একটি ছেলের যা স্বাধীনতা আছে তা কিন্তু তোমার নেই। বিয়ের পর সিঁদুরের টিপ পরা থেকে ঘোমটা টানা-যাবতীয় সংস্কার তথা বিধিনিষেধ শুধু মেয়েদের জন্যই। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় পুরুষের আশ্রয়ে অনুগত হয়ে থাকাই নারীজীবনের ধর্ম। সেখানে পুত্রসন্তান অত্যন্ত আকাঙ্খিত, কিন্তু কন্যাসন্তান মানেই একরাশ দুশ্চিন্তা আর ভ্রুকুঞ্চন। ভারতীয় সমাজে বধূনির্যাতন বা বধূহত্যা, কন্যাভ্রূণ হত্যা, পথেঘাটে নারীলঞ্ছনা — এইসব ঘটনা পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা।

এইরকম একটি সামাজিক বিষময় প্রকাশ হচ্ছে পণপ্রথা। আজও আমাদের দেশে বিবহের পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনে বরপণের স্থান সকলের উর্দ্ধে। আমাদের দুর্ভাগ্য, দেশের বিত্তবান এবং তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পণলালসা বরং দরিদ্র জনসাধারণের তুলনায় অনেক বেশি। এই সামাজিক পণপ্রথার বেশি শিকার হয় নব গৃহবধূরা। আজকাল দূরদর্শনে পর্দা ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা খুললেই পণ দিতে না পারার কারণে গৃহবধূর আত্মহত্যা আর নইলে সুপরিকল্পিতভাবে গৃহবধূর হত্যার খবর দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও এর পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন তো আছেই। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের ইতিহাস নাড়লে দেখা যায় ১৯৬১ সাল থেকে পণপ্রথা বিরোধী আইন ক্রমাগত সংশোধন করে একে আরও বেশি কার্যকরী করে তোলার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। সুতরাং এর থেকে এটা স্পষ্টত যে, সাংবিধানিক আইনের কঠোরতা যতই থাক না কেন তবুও পণপ্রথা আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে স্বগৌরবে বিরাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে এই অভিশপ্ত প্রথা থেকে মুক্তির জন্য সরকারী আইনই যথেষ্ট নয়, এই কুপ্রথাকে অবসান করার জন্য সমগ্র ছাত্রসমাজ, রাজনীতিবিদ্ ও প্রগতিবাদী সংস্থা সকলেরই একযোগে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সরকারী প্রশাসনকে আরও সোচ্চার হতে হবে। নারীসম্মান রক্ষার্থে পণপ্রথার অবসান একান্তই জরুরী।

ভারতীয় সমাজে আরও একটি বিস্ময়কর ও লজ্জাকর ঘটনা হল বাল্যবিবাহ। এর মূলে রয়েছে দারিদ্র আর্থসামাজিক গঠন, ধর্মীয় আচার, লিঙ্গ বৈষম্য এবং কন্যার সামাজিক নিরাপত্তার ভাবনা। শিশুর অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে আইনগত শিশুর বয়সমীমা ১৮ বছর। ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুর অধিকার রয়েছে তার শৈশবকে উপভোগ করার। ১৮ বছরের আগে বিয়ে শিশুর অধিকারকে ব্যহত করে। কৈশোরের বিকাশ স্বাস্থ্য তো বটেই এছাড়াও ভবিষ্যত প্রজন্মে স্বাস্থ্যের উপরও বাল্যবিবাহের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য বলছে যে, ভারতবর্ষের

৫০ শতাংশ বধূই বালিকা। বাল্যবিবাহের একটি বড়ো কারণ দারিদ্র। আবার অনেকে মনে করেন অল্প বয়সে মেয়েদের পরের ঘরে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বেশি থাকে। অনেক বাবা-মা ই বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে গেলে, মেয়েদের নিরাপত্তার কারণে বাড়িতে রাখতে আগ্রহী হন না, তাই তারা তাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেন। এছাড়াও পণজনিত কারণেও অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়, কারণ বয়স বাড়লে পণের টাকাও বেশি লাগবে। সুতরাং এই দিক থেকেও নারীস্বাধীনতাকে পুরোপুরিভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহের কুফল তার চেয়েও ভয়ংকর। ১৮ বছরের আগে বালিকার দেহ ও মন সন্তান ধারণের উপযুক্ত থাকে না। বাল্যবিবাহের ফলে জন্মহার ও মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার বাড়ছে। সমীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার পরিণত বয়েসি মেয়েদের থেকে অপরিণত বয়েসি মেয়েদের অনেক বেশি। এছাড়াও এদের মধ্যে রক্তাল্পতা, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতির প্রবণতা অনেক বেশি। বাল্যবিবাহ মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। সারা জীবন তাদের পরিবারের উপর নির্ভরশীল করে রাখে। এর প্রভাব পড়ে সারা দেশের অর্থনীতির উপরেও। বাল্যবিবাহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ২০০৬ সাল থেকে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয় যা 'প্রোহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ এ্যাক্ট' নামে পরিচিত। কিন্তু কোথায় সেই আইন? সেই আইনকে উপেক্ষা করেই সমাজে বাল্যবিবাহ হয়েই চলেছে।

এবার যে প্রসঙ্গটা মনের সঙ্গে ভেসে উঠে সেটা হচ্ছে নারীশিক্ষার দিক। যদিও বর্তমানে নারীশিক্ষার দিকটি অনেকটাই উন্নতি ঘটেছে। স্কুল, কলেজগুলিতে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকরকম সুযোগ সুবিধা দেওয়াতে শিক্ষার প্রতি মেয়েদের আগ্রহ অনেকটা বেড়েছে। মেয়েদের শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ এখন অনেক বিস্তৃত। কিন্তু পুরুষের মতো স্বাধীনতা আজও অর্জিত হয়নি। কর্মক্ষেত্রে নারীনিগ্রহের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে। একজন নারী যতই উপার্জন করুক সংসারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর থাকে না। এমনকি তিনি চাকরি করবেন কিনা, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বাড়ির পুরুষেরা। নারীকে হয় দেবী, না হয় দাসী সমতুল্য করে রাখাটা পুরুষতন্ত্রের এক কৌশল, যাতে নারীরা পুরুষের সমতুল্য হয়ে উঠতে না পারে। এই পিতৃতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি উদাহরণ হল, একটি সন্তানের কাছে তার মা সহজলভ্য, চাইলেই পাওয়া যায়, যা খুশি বলা যায় কিন্তু বাবা যেন দূরবর্তী — শ্রদ্ধায়, সম্মানে, রহস্যময়তায়।

কিন্তু কথায় আছে, 'নারীতেই সৃষ্টি; নারীতেই ধ্বংস'। কারণ আমাদের জন্মদায়িনী 'মা' তিনিও একজন নারী আর এই নারীই হচ্ছে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। নারীশক্তি সম্বন্ধে মহিষাসুরমর্দ্দিনীর কথা আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু সেই পৌরাণিক কাহিনী কি শুধু পুরানের বইতেই সীমাবদ্ধ? নারীস্বাধীনতা তাহলে কোথায়? নারী যে একটা স্বাধীন সত্তা, পুরুষ তার নিয়ন্ত্রক নয় — এই ধারণার প্রতিষ্ঠায়। ভারতে প্রতি তিনটি পরিবারের একটিতে কোনো-না-কোনো ভাবে নারীনির্যাতন ঘটে। স্বামী এবং শশুরের থেকে বেশি প্রতিভা থাকার জন্য খনাকে খুন হতে হয়েছিল। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলে আসছে। এখানে থেকে মুক্তির প্রয়োজন। প্রগতিশীল শিক্ষিত যুব মানুষের সম্যক জাগরণ-এর ফলেই নারী-পুরুষের সমানঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। এটা আশা করাই যায় যে, সর্বস্তরে সকলের সমবেত প্রতিরোধে এই সব কলঙ্কজনক নিষ্ঠুর প্রথাগুলি তথা পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, কন্যাভ্রূণহত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতির একদিন অবসান ঘটবে। অসহায় নারী সমাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবেন। সর্বোপরি এটা মনে রাখতে হবে,

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

# 'জাস্ট ইমাজিন্'

আবু তাহের সেখ
দ্বিতীয় বর্ষ, ভূগোল অনার্স

আজ থেকে প্রায় চার বছর আগের ঘটনা। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্য দিকে যখন শীত অনেকটা কমে আসে, ঠিক সেই সময়েরই কথা বলছি। আমাদের গ্রাম্য সমাজে বিয়ের দিনক্ষণ মেনে কেউই চলেনা। ঠিক সেই সময় আদিল-এর গ্রামে একটা বড় বাড়ির বিয়ের ঘটনা অবলম্বনে আদিলের প্রেম জীবনের ঘটনা বলছি। এটা কোন সত্য ঘটনা নয়। আমার মনের কোটরে এই প্রেমকাহিনীটি বাসা বেঁধেছিল, তাই আমার মনের কথা সবাইকে জানাতে চাইছি। আদিল নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। তার শখ ইলেকট্রিক। সে ইলেকট্রিক সম্পর্কিত প্রত্যেকটি জিনিস পছন্দ করে। তার প্রাণের চেয়েও ইলেকট্রিককে ভালবাসে। তার এই শখ্ পূরণের জন্য বাড়ি বাড়ি ওয়েরিং করত। সেই সঙ্গে পড়াশোনাও করত। যে বিয়েবাড়ির ঘটনা বলছি সেই বিয়ে বাড়িতে ইলেকট্রিক কাজ কর্মের দায়িত্বে সে ছিল। আদিল তার কাজ যথেষ্ট সৌন্দর্যের সহিত মনোযোগ দিয়ে করছিল। হঠাৎ সেই সময় সে দেখল তার আশেপাশে একটা তার থেকে কম বয়সি সুন্দরী মেয়ে খেলা করছে, তার খুব ছোট ছোট বন্ধুদের সাথে। মেয়েটি ছিল বিয়ে বাড়ির আমন্ত্রিত ব্যক্তি। তার নাম রেয়া। রেয়ার কথাবার্তা, চালচলন, কথা বলার ভঙ্গিমা আদিলকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। জানিনা কেন আদিল তাকে মনে মনে খুবই ভালবাসতে শুরু করে দিয়েছিল। সে বেমালুম অস্থির হয়ে পড়ল — কীভাবে রেয়াকে তার মনের কথা বলা যায়? আদিল সবসময় তার পিছু নিত — সে কোথায় যেত, কী করত, কার সাথে কথা বলত, সব।

আদিলের মনে একটাই ভয় ছিল, রেয়ার বড়দি। রেয়ার বড়দি আদিলের ভাল বন্ধু ছিল। এক সাথেই পড়ত। ভাল বন্ধু বললে ভুল হবে, কেননা তারা এতই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, এতটাই একে-অপরকে বিশ্বাস করত - যে কোন ভুল পদক্ষেপ ও তাদেরকে নড়াতে পারত না। তাই বলা যায় তারা খুবই ভাল বন্ধু ছিল। আদিল শুধুই ভয় করত তার বন্ধু একথা জানতে পারলে, কী ভাববে? তাই সে রেয়াকে তার মনের কথা কোন মতেই জানাতে পারছিল না। কিন্তু, আদিল হাল ছাড়ার পাত্র নয়। কারণ, সে ভালভাবেই জানত ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়াটা মোটেও শোভনীয় নয়।

বিয়ের দিন আদিল বারংবার তার মনের কথা বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সম্ভবপর হয়নি। রেয়া আদিলকে খুব শ্রদ্ধা করত — এই কথাটাও আদিলকে খুব চিন্তিত করত। বিয়ের পরদিন হঠাৎ আদিল মনস্থির করল যেকোন মুহূর্তে, যে কোন মূল্যেই হোক আজ রেয়াকে তার মনের কথা বলবেই। যেই কথা সেই কাজ। বিয়ে বাড়ির ছাদে আদিল কী সব কাজ করছিল এবং ভাবছিল সে কীভাবে বলবে? তখন বিকেলবেলা, ঠিক সেই সময় রেয়া স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। আদিল ঘাবড়ে যায়, তার শরীরের সব লোম খাড়া হয়ে যায়। সে ভেবেই পায়না রেয়া কী জন্য তার কাছে এসেছে? আদিল একবার ভাল করে পুরো ছাদের দিকে তাকিয়ে নিল। দেখল একটা বাচ্চা মেয়ে, একটা রেয়ার বয়সি মেয়ে আর একটা রেয়ার বয়সি ছেলে ছিল - যে কিনা রেয়ার মাসির ছেলে। সে যাই হোক রেয়া আদিলকে ডাকল। বলল — তুমি আমাকে ভালবাস?

রেয়ার এই কথা শুনে আদিল যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে শুধুই ভাবছিল যেই কথাটা তার নিজের বলার কথা, সেই কথাটা সে রেয়ার মুখ থেকে শুনে একটু অন্যমনস্ক হতে শুরু করেছে। আদিল একেবারেই চুপচাপ, সে একটা আসামীর মত নীচে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। কোন কথাই সে উচ্চারণ করতে পারেনা। রেয়া তার হাত স্পর্শ করে বলল — আমার দিকে তাকাও। আমি কিছু বলছি। আমার উত্তর চাই।

আদিল তখনও কিছু বলতে পারেনা। তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য তার হাতের মুঠোয়, তবুও সে যেন নির্বাক মূর্তীমান মানুষের মত দাঁড়িয়েই আছে। রেয়ার দিকেও তাকাচ্ছেও না। রেযা আবার সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল — আরে আমি তোমাকেই বলছি। কিছুতো বল।

আদিল একটু নড়েচড়ে রেয়ার চোখে চোখ রাখল, এবং আধোস্বরে বলল - হ্যাঁ। রেয়ার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। আদিল বারবার ভাবছিল সে ঠিক করল কিনা। রেয়া বলে উঠল আমি তোমাকে অনেকদিন ধরে চিনি, জানি, দিদি বারবার তোমার কথাই বলে। আমি তখন থেকেই আদিল নামের ছেলেটাকে ভালবেসে ফেলি। আদিল কিছুই বলছে না। রেয়া অনেকক্ষণ থেকে তার প্রেমালাপ করতে থাকে। আদিল সেই দিনই জানল রেয়াও তাকে আগে থেকে ভালবাসে।

আদিল মনঃস্থির করল তার বন্ধু অর্থাৎ রেয়ার দিদিকে সব কথা খুলে বলবে। আদিল রেয়ার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তার বন্ধুর কাছে গেল। সে তার মনের কথা তার বন্ধুকে বলল। বন্ধু বলল — রেয়া যদি তোকে ভালবাসে, তবে আমার আপত্তি নেই। আদিল নিজেকে খুব হাল্কা মনে করল। সে তার সব দুঃখ ভুলে গিয়ে রেয়াকে আপন মনে তার সব মনের কথা খুলে বলতে লাগল।

রাত বাড়ল, সেই দিনই বিয়েবাড়ির বৌভাত। রাতে খাওয়ানো হবে। তাই রাত জাগলে অসুবিধা নেই। সেইদিনই আদিলের প্রেমের প্রথমদিন এবং শেষদিন। পরদিন সকালে রেয়া তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বিদায় বেলা আদিল তার প্রেমিকাকে শেক্সপিয়রের লেখা "রোমিও-জুলিয়েট" গল্পের জেরক্স কপি উপহার দেয়। যাওয়ার সময় রেয়া আদিলের ফোন নম্বর নিয়েছিল।

বেশ কিছুদিন পর যখন আদিলের রেয়াকে খুব মনে পড়ছিল, তখনও রেয়া তাকে একটিবারও ফোন করেনি। আদিল তার প্রেমিকাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল। তার চিত্ত অস্থির, ঠিকঠাক খায়না, মনমরা হয়ে পড়ে থাকে, একা একা কি যেন সব ভাবে। রেয়াকে একটিবার মাত্র দেখবে এই তার বাসনা মনের মধ্যে গেঁথে গেল। একদিন আদিল রেয়ার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। রেয়াকে এক পলকের জন্য দেখতে পেলেও কথা বলা হয়ে ওঠেনি। রেয়ার জন্য সে অনেক কিছু হারিয়েছে, অনেক কষ্ট সহ্যও করেছে। কিন্তু, রেয়াকে ভূলতে পারেনি।

আজ চার বছর পর রেয়ার বিয়ে, আদিলের সঙ্গে নয়। যে আদিল চার বছর যাবৎ রেয়ার অপেক্ষা করে চলেছে, সেই আদিলকে নয়, অন্য কাউকে। রেয়া কি আজ চার বছরে এতটুকুও আদিলকে যোগাযোগ করার সময় পায়নি? না, সে চেষ্টা করেনি? আদিল শুধু এই কথাগুলো বারবার ভাবে আর কষ্ট পায়। রেয়ার বিয়ের কথা শুনে আদিলের চোখ দিয়ে জল ঝরে যাচ্ছে। যেন তার হৃৎপিণ্ডটা শরীর থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। সে কী করে বাঁচবে? কী নিয়ে বাঁচবে? এই ভাবনাগুলো তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এইসব কথা সে কাউকে বলতেও পারেনা। কারণ, একালে এইরকম প্রেম হয়না। আদিল আবার সেই প্রথম দিনের মত রেয়ার সাথে কথা বলার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। সময়ও সুযোগ দুইই হচ্ছে না।

এখনও আদিলের ফোনে ফোন এলে বারবারই ভাবে হয়তো রেয়া ফোন করেছে। রেয়া ফোন করবে এই ভেবে আজও সে তার ফোন নম্বর পরিবর্তন করেনি। যদি রেয়া ফোন করে না পায়, তবে কী হবে, এই ভেবে। আজও আদিল সেই একটি ফোন কলের অপেক্ষা করছে। হয়তো একদিন রেয়া সময় করে এক মিনিটের জন্য ফোন করে আদিলকে জিজ্ঞাসা করবে — তুমি ভাল আছ তো?

প্রেম অবিনশ্বর, নশ্বর দেহেও প্রেম আসতে পারে।

# বিদায় বেলায়

সালমান ইসলাম
ফিজিক্স অনার্স, তৃতীয় বর্ষ

রুপম : শরীরটা তেমন আজ মুডে নেই। জ্বর জ্বর।

রুপসা : নিশ্চয়ই বৃষ্টিতে ভিজেছিস?

রুপম : হ্যাঁ এই আর কি! তাতে তোর কি বা যায় আসে রে?

রুপসা : বেশি পাকামো, ওষুধ খেয়েছিস?

রুপম : কি লাভ, শরীরটা না হয় সারবে, মনটা যে রোজ রাতে নিঙড়ে দিচ্ছি, ওই বালিশের ভাঁজে কান্নার হিসাবে রোজ গড়মিল, তার কি খবর রাখিস?

রুপসা : বড় বড় জ্ঞান দিচ্ছিস আবার। ভেজার কি দরকার ছিলো শুনি?

রুপম : আমার ইচ্ছে। তোর কি তাতে? খেয়ে কোনো কাজ নেই, শাসন করতে এসেছে আমায়।

রুপসা : বললেই হলো কাজ নেই। বেনারসী কিনতে যাব কাল। বড় মামী আসবে।

রুপম : কি রঙের নিবি? আকাশী নীল নিস। বেশ বড় নলক পড়বি। কাজলটা বেশ বড় থাকবে। ধবধবে সাদা হতে হবে না। বিকেল বেলায় মেঘ পাঠবো তোকে নিতে, শব্দকোষে টান পড়ছে, ভরসা শুধু হিজিবিজিতে।

রুপসা : সারাদিন বুঝি এই করিস? এভাবে চলবে না কিন্তু।

রুপম : তোকে ভাবতে হবে না। এখন যা তো এখান থেকে।

রুপসা : ঠিক তো? দেখ আর কিন্তু মা বেরোতে দেবে না। বাড়ি ভর্তি লোক। পালাতেও পারবো না। পারবি আমায় ছেড়ে থাকতে?

রুপম : আলবৎ। দিব্যি থাকবো।

রুপসা : কষ্ট হবে না বুঝি?

রুপম : একটুও না। রোজ ভিজবো। জ্বর বাঁধাবো। না পাওয়ার সমাবেশ অ্যাশ ট্রে আর চায়ের কাপে, যদি না উগরাই নাগাড়ে, দোষ দিস প্রলাপে।

# নিমাইচন্দ্র সাহা-র দুটি কবিতা

## বিকেলের ভোরের শিশির

চলেই যাচ্ছিলে 'ভালোবাসা যায়' বলে
আমি বললাম 'মল্লিকা!'
মুখ ফিরিয়ে বললে 'ভালোবাসাও যায়'
'হয়তো যায়'
আমার মাত্র আর কয়েকটা পা বাকি
তুমি মল্লিকা সদ্য প্রস্ফুটিতা
কোড়ক ছেড়ে তোমার এই প্রথম পৃথিবী
কতটুকু জানো
তবু তুমি বললে 'ভালোবাসাও যায়'
কেন যেন আমারও মনে হলো 'হয়তো যায়'

## চলছো ফিরছো সারাটা সময়

শর্তহীন মেলামেশায় যদিও
একা থাকা যায় বেশ
যদিও আঁকড়ে ধরা পিঠ আপ্লুত আবেগে
তবুও একা থাকার অদ্ভুত আবেশ
সারাদিন
সারাদিন সাথে সাথে চলছো-ফিরছো
অস্থির সময়ে তবু বেঁধছো তবুও
সোনার শৃঙ্খলে অথবা মল্লিকাবন্ধনে
যদিও চিন্তিত তুমি অদৃশ্য পরশে
কল্পিত কোন মানবীর বেশে

শেষ বিকেলের প্যাসেঞ্জার গাড়ি
আসে যায় বাঁধাধরা পথে
তোমার সৌখিন মেঘ
সঙ্গী যদি হয়ে থাকে
কল্পিত কোন প্রেমিকের সাথে
তবুও ভেবে নিও — এসব কিছু নয়

তুমি তো সঙ্গেই আছো
চলছো-ফিরছো সারাটা সময়

কবি ও গল্পকার নিমাই সাহা জঙ্গিপুর কলেজের প্রাক্তনী

# রীণা কংসবণিকের দুটি কবিতা

প্রাক্তন ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

## প্রতীক

হেমু সৌরেন।
আদিবাসী মেয়ে। হেমু সৌরেন। আমিই।
দক্ষিণ আমাকে ডাকে —
বাম আমাকে ডাকে —
ছুটে যাই দক্ষিণে। শূন্যথালা। রাহাজানি।
ছুটে যাই বামে। ধর্ষণ! হানাহানি!

নিপীড়নের সামনে দাঁড়িয়ে আবহমান —

আমি অবিচার, অসাম্যের প্রতীক;
কে ডাকে? মানুষ বলে আমাকে কে ডাকে?

## যুদ্ধ

'মুখে যদি রক্ত ওঠে
সে কথা বলাও এখন পাপ'
— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভয় দেখিয়ে লাভ নেই আর
রক্ত ঝরিয়েও —
সরিয়ে নাও আগ্নেয়াস্ত্রটি এবার
নইলে ...

আমাদের কোনও দেশ নেই
আমাদের কোনও পার্টি নেই
আমাদের কোনও শিল্প নেই
আমাদের কোনও ধর্ম নেই।
ভাষা নেই আমাদের। নেই। নেই!

মৃত্যুর সীমানা আছে আমাদের
আছে বাঁধাভাঙা প্রতিরোধ
অভিশপ্ত জীবন আছে, ছোঁয়াচে ভীষণ

প্রহারে প্রহারে পরাজিত সৈনিক —
এখন শুধু যুদ্ধ বুঝি। যুদ্ধ!

## দোল বিষয়ক

অপর্ণা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী
প্রাক্তন ছাত্র

ভীষণ উতলা বাইরে ফাল্গুন
পর্দা টানা ঘর দোর আঁটা
হারানো দোলবেলা এড়িয়ে পথচলা
জীবন যাপনে সাদামাটা।

ভিতরে লুকোনো গোপন খয়রাতি
আহারে বেচারা মুখচোরা
পথে যে কত ভয় আর্থ-সামাজিক
বদ্ধ ঘরে তবু কড়ানাড়া।

বেশ তো রয়েছি সাজানো সুখীঘর
খাদ্য বস্ত্র বাসগৃহ
লব্ধ নিয়ে থাকি না পাই বাদবাকি
শান্তিপ্রিয় এক নিস্পৃহ।

পুত্র-কন্যা আবীর খেলা করে
ছোট্ট উঠোনে ভাই-বোনে
আমার হোলিখেলা - এলিয়ে ছেলেবেলা
স্তব্ধ নিভৃত গৃহকোণে।

মুগ্ধ দোলবেলা কোথায় খেলা করে
মাতা কী গৃহবধূ প্রধানত?
আলতো দু'হাতে চেয়েছি রাঙাতে
রঙ ও আবীরে যথাযথ।

## আকাশ জ্বলে মরে ঈর্ষায়

অমিতাভ দাস
প্রাক্তন ছাত্র

আকাশ জ্বলে মরে ঈর্ষায়
যত নক্ষত্র আছে পৃথিবীতে
তত নক্ষত্র আকাশে নাই

অরণ্য জ্বলে মরে ঈর্ষায়
যত জঠরানল আছে জনারণ্যে
তত দাবানল অরণ্যে নাই

মরুভূমি জ্বলে মরে ঈর্ষায়
যত মরিচীকা আছে মানুষের মনে
তত মরিচীকা নাই মরু সাহারায়

মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

## চলে যাচ্ছেন

নবাব সিরাজ
বাংলা অনার্স, তৃতীয় বর্ষ

চলে যাচ্ছেন —
চলে যাচ্ছেন তিনি
চোখের কোনে দুফোঁটা অশ্রু ঝরার মতো
চলে যাচ্ছেন তিনি,
না - একেবারে চলে যেতে দেবনা,
রিম্ ঝিম্ বর্ষায়
জানালার ধারে দাঁড়িয়ে
আকাশ থেকে ছিট্‌কে পড়া
দুফোটা বৃষ্টির মধ্যে তাকে পাবো!

তুফান মাঝে জ্বলতে থাকা প্রদীপ খানার মতো,
কিংবা ঝিনুকের ভেতর পুষে রাখা
মুক্তাটির মতো,
অথবা কোনো এক দুর্দিনে আত্মরক্ষার
অস্ত্রখানার মতো;
তাকে পাবো জীবনের পথে পথে।

চাঁদ দুঃখ পায় গ্রহণে, কতটা পায় জানিনা
নদীর দুঃখ হয় খরাতে, কতটা হয় জানিনা
শুধু এটুকুই জানি
তোমাকে ছাড়া আমাদের বেদনা আরো গাঢ়।
সময় তোমাকে চোখের আড়াল করেছে
মনের আড়াল তবু হতে দেবনা;
যেন করে প্রতিদিন সূর্য দেখি - যেমন করে চাঁদ দেখ
ঠিক তেমনটি করেই তোমাকে দেখবো
কলেজের ক্লাশ রুম ব্ল্যাক্ বোর্ডে।

## গ্রামের ছেলে আমি

আরদুর রউফ
বাংলা অনার্স, প্রথমবর্ষ

গ্রামের ছেলে আমি
প্রকৃতি বড়ই ভালোবাসি
প্রকৃতির এই রূপ-মাধুর্য দেখেই —
মুখে ফুটে হাসি।
গ্রামের ছেলে আমি
ভালো লাগে মাঠের সবুজ ফসল
যা আমাদের জীবনের একমাত্র সম্বল।
এর দ্বারাই কেটে যায়
আমাদের জীবন
তাই মনে হয় এই গ্রামই আমার ভুবন।
গ্রামটি আমার সবুজে ভরা
চারিদিকে যেন সুগন্ধ ছড়া।
গ্রামের ছেলে আমি
হতে চাই কবি।
রবি কী ভেবেছিল
হয়ে উঠবে একদিন বিশ্বকবি।
তাই তো আমি খোদার কাছে
করি প্রার্থনা —
তিনি যেন পূর্ণ করেন
আমার যত মনস্কামনা।।

## FAIR PEN

Md. Abid Hassan
English Honours, Part-III

Literature represents the societies
With all his entrancing qualities.
Anglo-sexon period shows us war,
But Norman conquest changes the temper;
Rejecting sinister and mournful mirrors
Mid fighters kill pest, savour flowers.
Renaissance opens the logical cage,
Mighty thinkers install enlightened knowledge.
Elizabethan genious creates golden works,
Metaphysical poets wear intellectual masks.
A pure artist constructs controvertial plots,
But light lyrics loose that knot.
Neo-classical wits refresh people's vision
Exposing follies, foibles with reason.
But Romantic movement injects the freedom
To think strangely about natural medium.
Victorian light discovers confusing sights
George escapes from the fights
But not compromising old feeble mights
And achieving broken bites
Real modernists cultivate salty art
Then, I lost in the sea of dirt.

## UNSEEN PRESENCE

Md. Abid Hassan
English Honours, Part-III

The helm of our mind
        Controls the unseen presence;
Which as strong as strom,
        Can unveil the dusty menace.
Eternal light displays holy sights;
Reason make unreasonable fights.
True seems false, false becomes true
As battery lights propagate to be guru.
Narrow chains imprison our freedom,
Modern brains destroy the kingdom.
White guru can only fetch
Dirty colours from human race.

## GRABBING AND BRAGGING

Avijit Sarkar
English Honours, Part-III.

The chrysanthemum, glows up wildly among the meadows and moses, mocks the candy canopy. She with her coquettish and promising sway nudges onlookers and passes by. She remains firm in sultry, wintry, and foggy times. If onlookers and passers by grab her. She suffers from non-creative limbo. The insects who becoming drunken at the waft of her body come here and become immobile by the nimble tongue of frogs, poised on the moses. All her vanity was going on very well with her charm. As the time passes her leaves and flowers become yellows. Eventually she became reddened, a gloomy cob-web and it's gossamer is her dress now. Now it too tosses to peep at her. All below, music and lightning helped to create the right atmosphere, is gone.

We believe in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us. It eludes us but that is no matter, we stretch out our arms further to grab it, to snatch it, as to taint it.

## PROFITABLE DOSE

Md. Abid Hassan
English Honours, Part-III

With green berries, I compel to fight;
Watching the lights who forget to bright.
Help ! What's the reason !
Muse ! So that they can season.
Belly's sake teachers push profitable dose;
Silencer is everywhere, not ranchos.
Instead of tree, people rain on grass,
Sweet fruits seem nothing but trash.
Prophets follow the supreme being,
And he offers them golden ring.
No fear ! Blind lady is there;
To write the right to the right heir.

# CHEMISTRY IN OUR DAILY LIFE

Ejajul Ali
B.Sc. 2nd year (CHEH)

Chemistry is a big part of our everyday life. Everything is made of chemicals, many of the changes we observe in the world around. We see that caused by chemical reactions. Chemistry is very important because it helps us to know the composition, structure and changes of matter. All the matters are made up of chemistry. In our every day life various chemical are being used in various from some of thuse are being used as food, some of those used cleaning etc.

I **Element in the Human Body :** Body is made up of chemical compounds, which are combinstions of elements. Probably know body is mostly water, which is hydrogen and oxgen.

**ii) Health care and beauty :** The dia gnostic tests corried out in laboratories, the prognostic cstimations, medical prescriptions, pills, the vaccines, the antibioties play very vital role in health monitoring control of dis cases and in all eviating the sufferings of the humanity.

**iii) Cooking :-** Chemistry explains how food changes as we cook it. How it rots, how to preserve food, how our body uses the food eats, and how ingre dients intract to make food.

**iv) Industries and Transport :** From cloth mills, lather factories, Petro-Chemical Industries and refineries to metal industries all use numerous fuels for power generation and chemical products for processing their product and improve the equality and simultaneously porduce pollution.

**v) Medicine :** It is very need to understand basic chemistry so that we can understand how vitamins, supplements, and drugs can help or harm us part of the importances of chemistry lies in developing and testing new medical treat ments and medicines.

**vi) Science and technology :** The destructive effects of atom Bombs dropped on HIroshima and Nagasaki ? Generations in Japan have suffered the devastation and there has been no solace. The threat of weapons of mass destraction like the Nuclear, Chemical and Biological weapons looms large on the Humanity. Terrorists are using RDX and other explosives to run currents of fear down the spines across the globe. Nuclear reactors which are going to serve the future generations through power generation leave us with the problem of Nuclear waste management. Wheres the destrlictive power is generated through chains of chemical reactions, we reamain assured that chemistry hsa facllitated the chain of counter measures too in the form of safety suifes and NBC resis

tant bankers. Forensis science the comprehensive scientific analysis of material evidence in the contest of the law uses principles of chemistry to facilitate crime investigation Tele-Communication, Information Technology and space missions all bank on the chemistry of semi-conductor sand nano - tubes.

**vii) Cleaning :** Part of the importance of chemistry is it explans how cleaning works. We use - chemistry to help decide what cleaner is best for dishes, laundry, yourself, and your home. We use chemistry when use bleaches and disinfeetants and even ordinary soap and water. How do they work? Thant's chemistry?

# WOMEN INDIGNANCY

Sushovan Banerjee
Eng (Hons), 3rd year

"The emotinoal, sexual and psychological stereotyping of females beings when the doctor says, 'it's a girl"

*– Shriley Chisholm*

A girl is still regarded as a curse in our society and therefore female foeticide and abortion are still continuing rampantly. It has been a common perception, particularly among the lower strata of society, that the rightful place of the woman is at home and educating a girl child is a waste of time, money and effort. Thats why girls are not sent to schools instead given marriage, popularly known as child marriage. According to the UNICEF'S state of the world's children 2009' report 47% of India's women aged 20-24 were married before the legal age of 18. Why should a girl child be deprived of education, when education is a fundamental right to every human being ! If you educate a woman, you educate a family. Educate her family and you begin to educate generations. Educating girls yields spectacular social benefits for the current generation and those to come. An educated women will be more productive at home and better paid in the work place. This will eventually lead to the development of the nation.

"When men is suppressed, it's a tragedy &
when women is suppressed, it's a tradition"

– Letty Cottin Pogrebin

Everyday many cases of women being assaulted in different parts of our country are reported in the newspaper. But how many charges are properly notified and how actively police are doing their duty? And how many people are aware in our society. Who co-operate to give justice to the victimised girl? The examples of stringent punishments like 'Nribhaya' & 'Kamduni' are so little. But the heinous crime like rape, dowry-death, infanticide, witch-hunting etc. are still happening rampantly. The National Crime Records Bureau reveals that a woman is raped every 29 minutes. Similarly, if a girl does not bring enough dowry, she is burnt to death either by her husband or in-laws. The National Crime Record Bureau discloss that a dowry death occurs every 77 minutes and one case of cruelty committed by husband and relative of the husband occurs every 9 minutes. But when we turn the pages of newspaper, we come across the denunciatory is still

missing and the police keep searching.

The major reason for such exploitation of women is that they are always considered inferior to their male counterparts in our patriarchal society. They are helpless until they unite to fight against the indignation heaped on them everyday. To get their own rights, women have to fight against this peritracheal society. Women need to change their mind set they should come forward to protest, instead of being quiet. What are they silent for?

Is it fear? Or is it because they don't want to fall into such trouble? It is not the time to sit in chairs and raise fingers at what is wrong in India, it is time to take action because man determines these 'culturally defined characteristics' that make a woman feminine our they are – weak (masculine is strong) soft (masculine is hand) introvert (masculine is extrovert) Emotional therefore likely to be stupid (maoculine rational therefore likely to be intelligent) self-effacing / shy (massuline is self-asserting / bold) submissive / docile (masculive is wilful / wild) Home-maker (maseuline is breadeasher). Man determines these characteristics through mechanisms of patriarchy but profess to call it Nature. As if 'naturally' a female is an embodiment of all these characteristics. Consequently, any deviation from these set features would brand a female as unnatural à Abnormal à Consequence = Otherization / Ostracization.

When we talk of development, how can we forget the womenfolk? No matter how much we celebrate women's day or post online about 'respect women', the change needs to be in us, in our thoughts and mind set. India of 2015 is modern and technically advanced, but unfortunately our outlook towards some burning issues is not that modern. I feel we live in a hypocritical society, where we need to take off our masks and treat social issues like dowry systems, abortion, indigences, rape etc... the laws should be enforced more strictly. Judgement should be fast and easily accessible to all. There is a strong need for reformation of the police system. The women police should be employed in almost every places and CCTVS should be installed in strategic places. Reformation in legal systems is also required such as - stringent punishment for crimes against women. Not only that, common people need to change their mind set, they should come forward to make the society modern. They should be protected and nurtured because they are the ones who will take the society forward. This reminds me of the thought of Swami Vivekananda so many years ago that "There is no chance of welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing." We are strong individuals. What will happen when we come together? Give them a chance and our country will be ranked with America and China. This also remands me of Eleanor Roosevelt's comment "A women is like a tea bag. You never know

how strong she is until she gets in hot water."

The journey towards a new India has started with a bang. The projects that are introduced by the government are really adorable and appreciable, one of them is "Save the girl child, education for the girl child." Education is the weapon that can curb all kinds of dirty and filthy thoughts gyrating in people's mind & the only opportunity for women is to be empowered because à Education à career consciousness à career women à Economic independence à ability to fight against patriarchy à Empowerment.

# SOME UNKNOWN FACTS ABOUT 'CHEMISTRY'

Srimanta Saha and Suman Chandra Roy

CHEMISTRY, whose full name we may written as,

C o m m u n i t y

H e a l t

E n v i r o n m e n t

M e d i c i n e

I d u s t r y

S c i e n c e s

T e a c h i n g

R e s e a r c h

Y o u !

Chemistry plays a vital role in our everyday life. Our daily needed of food, clothing, shelter, potable water, medicines ect. are connected with chemical compounds, processes and principles.

Chemistry has important contribution foe giving us :-

- ✓ Life saving durgs
- ✓ Synthetic fibers
- ✓ Synthetic detergent
- ✓ Variety cosmotics
- ✓ Fartiliser pasticides
- ✓ Paper
- ✓ Glass
- ✓ Plastics
- ✓ Beautiful paints etc.

❑ **Drugs :-** Early man confronted with diseases and illness discovered a wealth of therapeutic agents from the nature's store in the form of herbs. The french word 'drogue' means 'dry herb'. So, these theropeutic agents are named as 'drugs'.

Drug are the compound that interacts with the biological molecules triggering a physi

ological effect. According World Health Organization (WHO), a drug may be defined an any substrate that is used to modify or to exploit systems or pathological states for the benefit of the recepient.

### Drugs are classified on

1. On the basis of pharmacological effect – It is useful for the doctors as it provides a whole range of drugs available for the treatment of particular types of problem.

   **Example :** Analgesics have pain killing effect.

2. On the basis of Drug action :- It is based on the action of a drug on particular biochemical process.

   **Example :** All anthistamines inhibit the action of the compound.

We can get some unknown facts is we look into the matters logically to those that are happening in our day-to-day life. Aparently we consider those as simple matters. Here lies the important of chemistry. It helps us to find out the unknown solutions of those common aspects. Such facts are given below.

### ❑ Why onion make you cry ?

Unless you've avoid cooking, you've probably cut up an onion and experienced the burning and tearing me get from the vapours when you cut an onion, you break cells, releasing their contents. Amino acid sulfoxides from sulphenic acids. Enzymes that were kept separate now are free to mix with the sulphenic acids to produce propanethiol-s – oxide, a volatile sulphur compound that wafts upward-toward our eyes. This gas reacts with water in your tears to from sulphuric acid ($H_2SO_4$). The sulphuric acid burns, stimultating your eyes to release more tears to wash the irritant away.

### ❑ Some unknown facts about rain :

It is known to all that rains are drop of water. Which are fall on the earth but except the earth, on the other world, is rain can fall ? –

Yes, on the other world rains are fall but it is 'not water', it may be diamond, glass, iron etc.

| EARTH | VENUE | HD-189733b | NEPTUNE | OGLE-TR-565 | TITAN |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Water ($H_2o$) | $H_2SO_4$ | Glass | Diamond | Iron | Methane ($CH_4$) |

Varies type of rain on different world.

- **Facts abot Blood :**

It is a complex of chemical mixlore. The chemicals in it dictated it's colour and some also contributes to it's characteristics, slightly metallic odour. It is known to all that 'why blood is red ?' – because of presence of Hemoglobin.

But the unknown fact is the 'why blood have smell ?' – due to presence chemical compound whose IUPAC name is Trans-4, 5 – epoxy – (E) - 2 decanal.

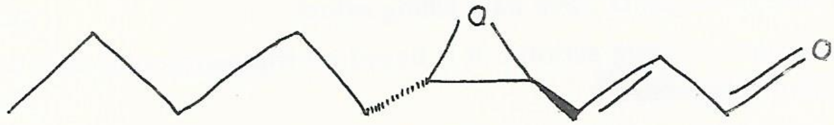

This compound gives human bloods characteristic metallic odour. The smell of metal in blood coming into contact with skin is largely due to Oct-1-en-3-one, produced due to the reaetion between oxidised skin lipids and the iron in Hemoglobin.

- **Elements in human body :**

Most of the human body is made up of water ($H_2O$), with cell consisting of 65-90% water by weight. Therefore it isn't surprising that most of a human body's mass is oxygen, carbon, the basic unit for organic molecules, comes in second 99% of the mass of the human body is made up just six (6) element, oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calsium and phosphorus.

**Why smoking is harmful ?**

The word <u>tobacco</u> is thought to derive form the Native American <u>tobacco</u>, for a y-shaped pipe used in sniffing tobacco powder. cigarettes and other froms of tobacco consist of dried tobacco leaves, and other ingredients added for flavor and other properties.

**<u>Some facts related with Smoking :</u>**

- Smoking is the second major couse of death in the world. It's responsible for the death of one in ten adults worldwide.
- Smoking is involvoed in 85% of all lung cancer deaths.
- Smoking is the major cause of cancer of the lips, tongue, mouth, pharynx, larynx and esophagus.
- Smoking has many other haramful effects in the body, a too long list to include it here.

<u>Why smoking causes cancer ?</u>

It's because tobacco and tobacco smoke contain more than 60 carcinogenic compounds. It general, morethan 4,000 indiviual substance have been identified in tobacco

smoke, including caron monoxide (CO), hydrogen cyanide (HCN), ammonia ($NH_3$) and other highly toxic irritants. Yes, it's not a mixtake, more than 4,000 toxic substances that can go inside your body when you somoke.

Besids all the haramful of tobacco, it is addictive and this explains why although 70% of smokers want to quit and 35% attempt to quit each year, fewer than 7% succeed. And the main reason why tobacco becomes additive is due to its content of nicotine, which alters brain functioning.

Nicotine is a naturally occuring liquid alkaloid. An alkaloid is an organic compound made out of carbon, hydrogen, nitrogen and sometimes oxygen. These chemicals have potent effects on the human body. For example, many people enjoy the stimulating effects of another alkaloid, caffeine.

- **Some unknown interesting facts about chemistry :**

  - The number of $H_2O$ melecules in 10 drops of water is roughly equal to the amount of stars in the universe.
  - The are more atoms in one teaspoon of water than there are one teaspoon of water in the Atlantic Occan.
  - Banana containing 78.10 mg/g of potasium which is radioactive istope of potasium ($K^{40}$) one Banana has sievert of ionising radiation.
  - Spinal cord of Banana and spinal column of animal are some.
  - <u>Chocolate</u> contains phenylethylamine (PEA), the some chemical released in the brain when you fall in love.
  - <u>Cerium (ce)</u> is the most abundant element among the rare earths and is a major component (45 - 60%) of the misch metal alloy used in lighter flints.
  - One uranium fuel pellet the size of a pencil eraser produces as much energy as –

    149 gallons (564 liters) of oil

    1,780 pounds (807 kg) of coal

    17,000 cubic feet (481 cubic metres) of nalural gas.

**<u>Newly discoverd elements in the periodic table :</u>**

International union of pure and applied chemistry (IUPAC) is preparing to renome four super heavy elements on periodic table, currently identified only 113, 115, 117, 118 (elements)

- **What is 'zeno effect' ?**

Cornell scientists discovered that, atoms will not move, when some is observing them called an 'zeno effect'.

## GOVERNING BODY OF JANGIPUR COLLEGE

**President :**

Sri Bhajan Kumar Sarkar

**Teacher-in-Charge & Secretary :**

Dr. Naba Kumar Ghosh

**Members :**

Prof. Pradip Kumar Banerjee
Prof. Basudeb Chakrabarti
Prof. Nurul Mortoza
Prof. Keshab Chandra Ghosh
Sri Sumit Kumar Chakraborti
Sri Joyram Sarder
Mr. Mojaharul Islam
Sri Bikash Kumar Nanda
Sk. Md. Furkan
Smt. Piyali Das
General Secretary, Students' Union

## TEACHING FACULTY

**Teacher-in-Charge :**

Dr. Naba Kumar Ghosh M.Sc. Ph.D

**Bengali :**

1. Dr. Hena Sinha, M.A.,M. Phil, Ph.D
2. Sri Nurul Mortoza, M.A.
3. Dr. Bimal Chandra Banik, M.A.,M. Phil, Ph.D
4. Vacant

**English :**

1. Sri Basudeb Chakrabarti, M.A.

2. Vacant
3. Vacant
4. Smt. Payel Dhar, M.A. (Guest Lec.)

**Sanskrit :**

1. Dr. Chinmoy Chattopadhyay, M.A., Ph.D
2. Vacant

**Political Science :**

1. Smt. Gangotri Bhattacharya, M.A.,M. Phil.
2. Sri Soumen Ghosh, M.A.,M. Phil.
3. Smt Koyel Basu, M.A.

**Philosophy :**

1. Sri Haripada Rath, M.A.
2. Vacant
3. Sri Asim Das, M.A (Guest Lec.)
4. Smt. Soma Das (Guest Lec.)

**History :**

1. Sri Nishikanta Mandal, M.A.
2. Sri Sushendu Biswas, M.A.
3. Sri Keshab Chandra Ghosh, M.A., M. Phil.
4. Vacant
5. Smt Dolon Champa Ghosh, M.A (PTT)

**Geography :**

1. Vacant
2. Vacant
3. Sri Kaji Aminul Islam, M.A. (CWTTS)
4. Sri Asraf Ali M.A. (PTT)
5. Sri Farakul Islam M.A. (Guest Lec.)
6. Mou Bhattacharya M.A. (Guest Lec.)

**Economics :**

1. Sri Krishnendu Palchoudhuri, M.A., M. Phil.
2. Smt. Nandini Chakraborti, M.A.

**Commerce :**

1. Sri Pritimoy Majumder, M.Com
2. Vacant
3. Vacant
4. Sanjay Dawn, M. Com (Guest Lec.)

**Physics :**

1. Dr. Avik Kumar Sanyal, M.Sc, Ph.D
2. Dr. Susmita Sanyal, M.Sc, Ph.D
3. Sri Subhra Debnath, M.Sc
4. Dr. Sandip Bhattacharya, M.Sc, Ph.D
5. Vacant

**Chemistry :**

1. Dr. Bikash Kumar Panda, M.Sc, Ph.D
2. Sri Prasenjit Mistry, M.Sc.
3. Sri Rajib Joarder, M.Sc.
4. Dr. Naba Kumar Ghosh, M.Sc, Ph.D
5. Sri Mrinal Kanti Goswami, M.Sc (Instructor)

**Mathematics :**

1. Dr. Bidyut Santra, M.Sc, Ph.D (on lien)
2. Parijat Kusum Nath, M.Sc (Guest Lec.)
3. Chhoton Bhattacharya, M.Sc (Guest Lec.)
4. Nakib Sk., M.Sc (Guest Lec.)

**Zoology :**

1. Dr. Pradip Kumar Banerjee, M.Sc, Ph.D
2. Vacant

3. Vacant
4. Sri Mosaraf Hossain, M.Sc (Guest Lec.)
5. Smt. Sanjukta Choudhuri, M.Sc (Guest Lec.)

**Botany :**

1. Vacant
2. Vacant
3. Vacant
4. Sri Shib Nandan Das, M.Sc (Instructor)
5. Sri Ayan Sarkar M.Sc (Guest Lec.)
6. Smt. Suchanda Chakraborti M.Sc (Guest Lec.)

**Environmental Studies :**

1. Smt Debjani Pal, M.Sc (Guest Lec.)
2. Sri Rizwanul Islam, M.Sc (Guest Lec.)

**Library :**

1. Hedayat Hossain, (MLISc.)

## NON TEACHING STAFF

**Office :**

1. Sri Sumit Kumar Chakraborty, B. Com (Accountant)
2. Sri Kanchan Banerjee, B. Com (Cashier)
3. Sri Subodh Kumar Das, B.A. (Clerk)
4. Sri Mrityunjay Singha, B.A. (Typist)
5. Sri Chiranjib Dutta, O-Level (Casual Computer Technician-cum-Typist)
6. Sri Bapi Das, Dip. in Comp. (Casual Computer Technician-cum-Typist)

**Laboratory :**

1. Smt. Jayram Sarder (Chemistry)
2. Smt Parul Halder (Chemistry)
3. Sri Naba Kumar Singha (Physics)

4. Sri Mohan Kumar Mahato (Physics)
5. Smt Bandana Das (Botany)
6. Sri Amar Das (Casual)
7. Sri Palash Saha (Casual)

**Library :**

1. Sri Rajendra Nath Banerjee (Library Clerk)
2. Sri Jawharlal Singha
3. Sri Soumya Chakraborty (Casual Library Literate Peon)

**Hostel :**

1. Smt Sephali Bhaskar
2. Sri Raghunath Das
3. Sri Mantu Sk

**4th Grade Office Staff :**

1. Sri Jaydeb Karmakar

**Guard :**

1. Sri Swapan Kumar Das
2. Sri Dipak Roy
3. Sri Paban Das (Casual)

**Jamader :**

1. Smt Kamala Harijon
2. Sarfaraj Sk (Casual)

**Gas/Generator/Pump Operator :**

1. Sri Biswajit Das

# JANGIPUR COLLEGE
## some essential facts

Established in 01.08.1950, Jangipur College is a co-educational educational institution. It is a West Bengal Government sponsored Grants-in-Aid college with NAAC accreditation (Cycle I), B+ Grade. Right from its days of inception, Jangipur College is dedicated to disseminate quality education to its students. It offers various courses, both Honours and General, in Arts/Science/Commerce streams. The college, however, lays equal emphasis on character building for which apart from syllabi oriented class room teaching, the institution has tried to introduce certain outreach/extension activities from time to time. The following are some of the outreach/extension activities that are ongoing in Jangipur College presently (2015-2016):

1. **NSS**: Under the able guidance of Sushendu Biswas, Assistant Professor in History, the college has a NSS unit (boys) which undertakes various outreach activities including sensitization campaigns and awareness programmes and village surveys. It has made the college plastic free and has planted medicinal plants to make the environment eco-friendly.

2. **Equal Opportunity Centre**: Headed by Dr. Nandini Chakraborty, Assistant Professor in Economics, this centre is dedicated to preserve the rights and amenities of the SC and ST students of the college. It also organizes seminars/workshops/sensitization campaigns on issues ranging from gender equality to eradication of practices that sustain the evils of social exclusion.

3. **Entry in Service Cell**: Dr. Bimal Chandra Banik, Assistant Professor in Bengali, is in charge of this cell which guides and provides training to SC/ST/OBC & Minority students mainly on WBSSC examination. Teachers of the college provides career counselling to the students and takes classes, provides study materials and conducts mock-tests to prepare the students for WBSSC examinations.

4. **Remedial Classes**: This cell is headed by Dr. Bikash Kumar Panda, Assistant Professor in Chemistry and this cell imparts education mainly to the weaker students of SC/ST/OBC & Minority categories. Teachers take extra classes and provide additional study materials to such students to enhance their comprehension skills and to boost their competitiveness.

Apart from these facilities, Jangipur College also provides a plethora of amenities to its students. The college has a **canteen, common rooms** for both girls and boys, **multi-**

**gym**, **indoor** and **outdoor games** facilities, **health check-up** facilities and an **open stage** for cultural activities. The college has a number of **internet browsing centers**, fully **computerized central library**, **departmental libraries** and well **equipped laboratories**. All **financial transactions are made on-line including admission** and there are two **green generators** to provide uninterrupted power supply to the entire college. There is one **smart class room** for holding **interactive classes** and for organizing seminars and sensitization programmes. Units such as **Grievance Redressal Cell, Games and Sports Sub-committee** and **Cultural Sub-committee** are there too. There is a **boys' hostel** and a shortly up-coming girls' hostel as well. There are **alumni** of all the departments. The college is **ragging-free** and strictly follows UGC and governmental policies to sustain a climate of friendliness, tolerance and positive discrimination.

**Come, be a part of Jangipur College and make it your second home.**

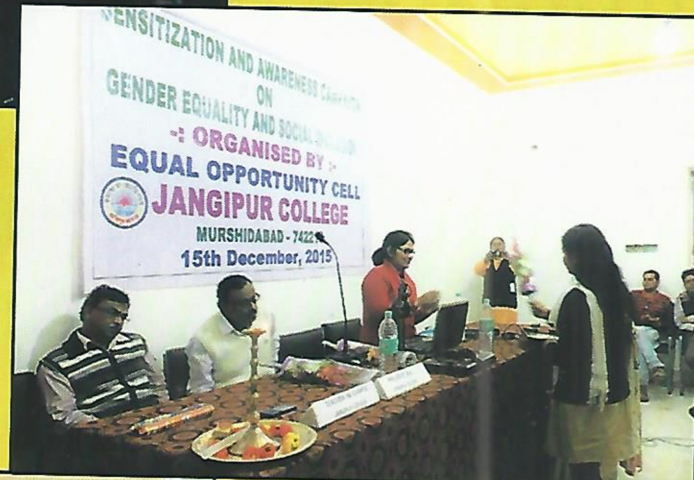


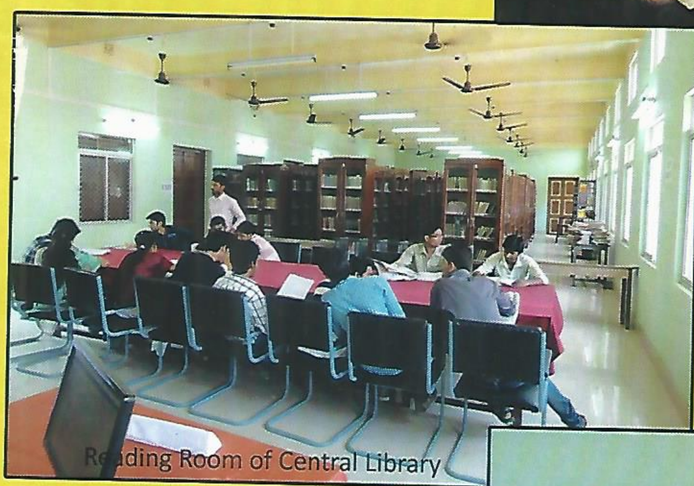
Reading Room of Central Library

Equal Opportunity Centre, Workshop for SC & ST students

Inaguaration of Automated Central Library

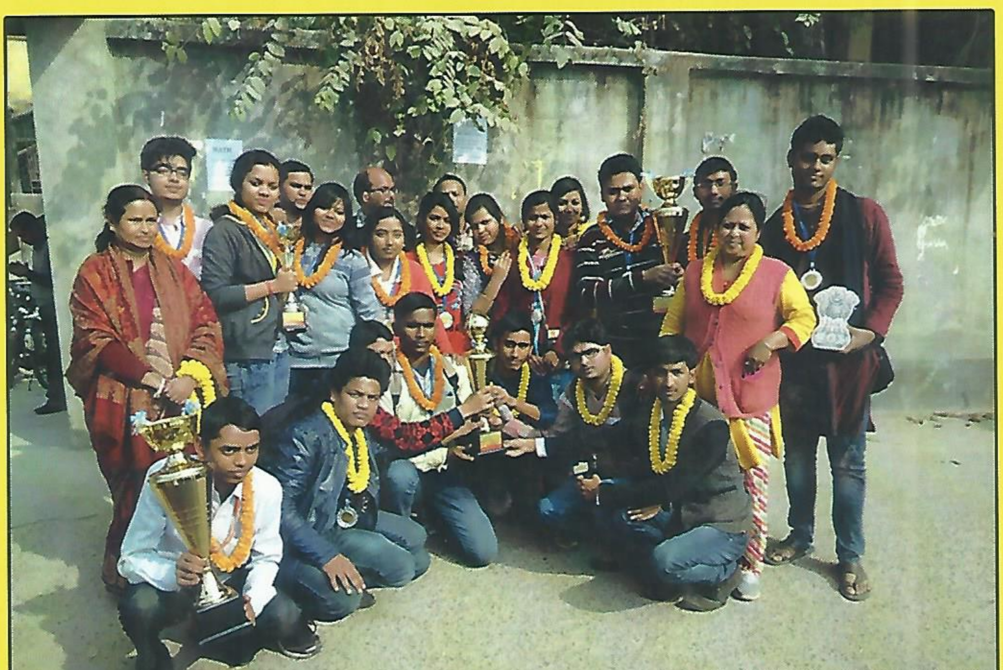

Youth Parliament Team, State Champion